BanglaPDF.Net
মাসুদ রানা
অমানিশা
দ্বিতীয় খণ্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনী
SEWAM SAM

মাসুদ রানা

অমানিশা

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

স্বপন সাহাকে কড়া মাদকাসক্ত করে তুলেছে সাইলাস হুগো। মাদক ছাড়া এখন সে বোঝে না সে কিছুই। চেনে না কাউকে। তবে স্বস্তির কথা, বাই-পাস কন্ট্রোলের সুইচ নিয়ে হুগোর হাত গলে পালিয়ে যেতে পেরেছে স্বপন শেষ পর্যন্ত।

আত্মগোপন করে আছে কোথাও। হন্যে হয়ে তাকে খুঁজছে মাসুদ রানা। আর রানাকে খুঁজছে হুগোর ভাড়াটে খুনীরা। হুগো জানে, মাসুদ রানাই ওকে পৌঁছে দেবে স্বপনের কাছে।

পরিস্থিতির ওপর কারও কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, কেউ জানে না কী আছে পথের শেষে।

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

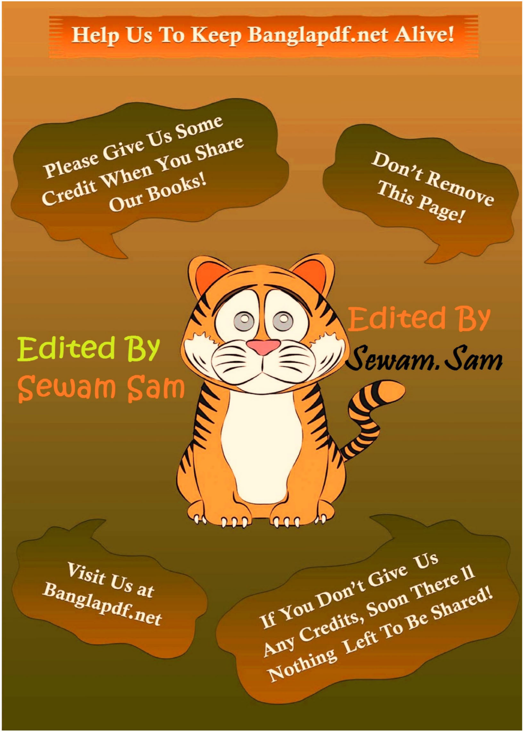
Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don’t Remove This Page!
Edited By Sewam Sam
Edited By Sewam.Sam
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don’t Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

এক

দযেরঝিনস্কি স্কয়ার. মস্কো। কুখ্যাত লুবিয়াঙ্কা কারাগারের তিনতলার এক রুদ্ধদ্বার কক্ষে গোপন মীটিং বসেছে। মীটিঙে উপস্থিত মাত্র দু'জন। প্রকাণ্ড এক 'T' শেপড টেবিলের মাথার দিকে পাশাপাশি বসে আছে তারা—কেজিবির বহির্বিশ্ব বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রম পরিকল্পক ও প্রণেতা, ফার্স্ট চীফ ডিরেক্টরেটের প্রধান, জেনারেল ভিক্টর চেবরিকভ, অন্যজন এক কর্নেল; আনাতোলি গ্রিশিন।

ফার্স্ট চীফ ডিরেক্টরেটের হেড অফিস লুবিয়াঙ্কায় নয়, ইয়াজেনেভোয়। কিন্তু তার প্রধান লুবিয়াঙ্কাতেই বসেন, অন্যান্য সিডি প্রধান কমরেডদের সাথে সব সময় যোগাযোগ রক্ষা করতে সুবিধে তাতে। কর্নেল গ্রিশিন প্রায় বসেই না। কেবলই উড়ে বেড়ায় পৃথিবীময়। আজ ওয়াশিংটন তো কাল হেলসিঙ্কি, সকালে লণ্ডন তো বিকেলে বার্লিন। যে কারণে তার নির্দিষ্ট কোন অফিসরুম নেই। এ মুহূর্তে যেমন ব্যস্ত সে, তেমনি মহাদুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

জেনারেল চেবরিকভ এবং সে, এই দু'জনকে নিয়ে গঠিত 'কলোকল গ্রুপের' করমুশকা সে। অর্থাৎ ম্যানেজার। রুশ ভাষায় কলোকল শব্দের অর্থ ঘণ্টা।

চার মাস আগে এই টেবিলে বসেই জেনারেল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন,

আমেরিকান ওয়ান ম্যান মাফিয়া, সাইলাস হুগোর কাছ থেকে ও দেশের আইসিবিএম প্রজেক্টের ঘণ্টা বাজানোর চাবিকাঠি, বাই-পাস কন্ট্রোল যে কোন মূল্যে মুঠোয় পুরতে হবে। হুগো নিজেই ওটা বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছিল তাঁর নিউ ইয়র্কের একজন কেজিবি চর, এক বার মালিক মারফত। ওটার দাম অবশ্য অনেক বেশি চেয়েছে সাইলাস হুগো, দশ মিলিয়ন ডলার। প্রচুর টাকা।

কিন্তু বিনিময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন যা অর্জন করতে যাচ্ছে, তার সাহায্যে আমেরিকাকে হাঁটুর ওপর বসিয়ে যখন-তখন তার মাথায় চাঁটি মারা যাবে, ইচ্ছেমত নাচানো যাবে বলে এতই খুশি হয়েছিলেন জেনারেল যে তা নিয়ে দরাদরি করার কথা একবারও মাথায় আসেনি। এক কথায় রাজি হয়ে যান তিনি। মাঠে নেমে পড়েন।

প্রথমে বিষয়টা যাচাই করান তিনি গ্রিশিনকে দিয়ে। যখন জানা গেল যে মিথ্যে বলেনি হুগো, সত্যিই ওই কন্ট্রোল তৈরি হতে যাচ্ছে, এবং তা মস্কোর হাতে পৌঁছতে সময় বেশি লাগবে না, দুই সদস্যের কলোকল গ্রুপ গঠন করেন জেনারেল চেবরিকভ। কর্নেল গ্রিশিন নিযুক্ত হয় তার করমুশকা।

মানুষের মন সদা পরিবর্তনশীল, জানেন জেনারেল। তাই হুগোকে অন্যের মারফত পরামর্শ দিয়েছিলেন, স্বপন এবং পিটার মার্টিনকে হেরোইন আসক্ত করে তুলতে। যাতে অন্তত ওই জিনিসের জন্যে হলেও ওরা বাঁধা থাকে হুগোর কাছে। মনে অন্যরকম চিন্তা যতই আসুক, বাই-পাস তৈরির সিদ্ধান্ত যেন তাদের টলে না যায়। কিন্তু গড়বড় হয়ে গেল।

মার্টিন যে খুবই রেয়ার স্পেসিমেনের দু'পেয়ে, কে ভেবেছিল তা? দুই-এক ডোজ খাঁটি হেরোইনের স্বাদ পেতেই এমন উন্মাদ নেশাখোর হয়ে উঠল ব্যাটা, আসল কাজ ফেলে তখন মার্টিনকে সামাল দিতে ব্যস্ত

হয়ে পড়তে হলো হুগোকে। মহাগ্যাঞ্জামে ফেলে দিল সে তাকে। ও জিনিস সংগ্রহ করা, বা পিটার মার্টিনকে সরবরাহ করা যদিও কোন সমস্যাই ছিল না হুগোর পক্ষে, হয়ওনি। কিন্তু আসল কাজ পিছিয়ে যেতে থাকল।

ত্যক্ত হয়ে উঠল এক সময় হুগো, জেনারেলকে জানিয়ে পিটার মার্টিনকে হত্যার পরিকল্পনা করল সে সাজানো কার অ্যাক্সিডেন্টের মাধ্যমে। তার ধারণা ছিল, তাকে না হলেও চলবে। কারণ বাই-পাস কন্ট্রোল সে তৈরি করছে না, করছে স্বপন। তার যে কাজ ছিল, আইসিবিএম-এর ব্লু-প্রিন্ট সরবরাহ করা, তা হয়ে গেছে। কাজেই পিটার মার্টিন মরলে এখন কিছু আসবে-যাবে না। একটা কাজ অবশ্য ছিল তার, ওই প্রজেক্টের ইলেক্ট্রনিক লকে কয়েকটা ডিভাইস গোপনে সেট করা, বাই-পাস কন্ট্রোলের সুইচ টিপলে যেগুলো অ্যাকটিভেট হবে, অকেজো হয়ে যাবে সিস্টেম, সেই কাজ। তা পয়সা খাইয়ে অন্যদের দিয়েও করানো অসম্ভব ছিল না।

কিন্তু পিটার মার্টিনের আয়ু ছিল, বেঁচে গেল ব্যাটা। তার কাছে ভাল মানুষ সাজার জন্যে শেষ পর্যন্ত সাইলাস হুগোকেই এগোতে অনুরোধ করলেন জেনারেল, তাঁর অনুরোধে ইউ গ্যালিতে মার্টিনের অ্যাকাউন্টে পঞ্চাশ হাজার ডলার জমা করে দিল হুগো। জেনারেল বা হুগো কল্পনাই করতে পারেনি তখনও পিটার মার্টিন কতবড় সেয়ানা মাল। তার চিকিৎসার যাবতীয় খরচ বেল্ট এয়ার জুগিয়েছে, অতএব ওই পঞ্চাশ হাজার খরচ হওয়ার কথা নয়। অথচ তাই হয়েছে। এক মাসের মধ্যে কয়েক দফায় তুলে ফেলেছে সে ও টাকা। খুব গোপনে। অ্যাকাউন্টের দিকে নজর রাখার প্রয়োজন মনে করেনি হুগো, রাখেনি।

যা হোক, সুস্থ হয়ে মাসখানেক পর কাজে যোগ দেয় মার্টিন, ওদিকে কাজ তখন অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গেছে স্বপন। ছেলেটা

জানতই না কী চলছে ভেতরে ভেতরে। ওদিকে জেনারেল চেবরিকভ ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার আয়োজন করলেন। মার্টিনের ব্যাপারে হুগোর মনোভাব ভালই জানা তাঁর. পিওতর আরনস্কিকে দিয়ে ওই কন্ট্রোল সরাসরি তাঁর কাছে বিক্রির প্রস্তাব পাঠালেন তিনি। বিনিময়ে একই অঙ্ক, অর্থাৎ দশ মিলিয়ন ডলার পাবে সে।

প্রস্তাব পেয়ে থ হয়ে গেল পিটার মার্টিন। এত টাকার কথা সে কোনদিন স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। তাকে সাইলাস হুগো দিতে চেয়েছিল মাত্র পাঁচ লাখ ডলার। খেপে গেল মার্টিন ভেতরে ভেতরে। তার রাগের গোড়ায় পিন ফোটালেন চেবরিকভ সময় বুঝে, জেনে গেল মার্টিন যে তার কার অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনা আসলে সাজানো ছিল। তাকে হত্যা করার জন্যে হুগোই খেলেছে সে নোংরা খেলা। ব্যস, জমে উঠল খেল্।

সাইলাস হুগোর সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিল মার্টিন, হাত মেলাল ভিটো সালভি ওরফে পিওতর আরনস্কির সাথে। একদিন দু'দিন পর পর তার ফ্ল্যাটে যেত পিটার মার্টিন, তার জন্যে আরনস্কির 'শুভেচ্ছা' স্বরূপ কেনা ছোট ছোট হেরোইনের চালান নিয়ে আসতে। একবার সেই জিনিয়াস ছোকরা, স্বপনকেও নিয়ে এসেছিল সালভির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যে।

তারপর হঠাৎ করে কী যে ঘটল, আচমকা একদিন স্বপনকে নিয়ে উধাও হয়ে গেল পিটার মার্টিন। কোথায় যে গেল ওরা, অনেক চেষ্টা করেও জানতে পারেনি কলোকল গ্রুপ। তবে যেদিন ওরা উধাও হয়, সেদিনই রাতে টেলিফোনে হুগোর সাথে প্রচণ্ড কথা কাটাকাটি হয়েছে মার্টিনের, তার টেলিফোনে কেজিবি আড়ি পাতা যন্ত্র বসিয়েছিল, তাই জানা গেছে ব্যাপারটা।

সে সময় স্বপনও ছিল মার্টিনের ফ্ল্যাটে। হুগোর সাথে তার ঝগড়ার সময় খুব বিস্মিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে কী যেন বলে ওঠে স্বপন, বোঝা যায়নি

কথাটা, জবাবে তাকে প্রচণ্ড এক ধমক দেয় মার্টিন। তারপরই 'বাবা গো!' বলে চেঁচিয়ে উঠতে শোনা গেছে ছেলেটিকে। পরক্ষণে কেটে যায় লাইন।

ঘটনার সময় মার্টিনের জন্যে বড় এক চালান হেরোইন কিনতে গিয়েছিল আরনস্কি. ফিরে এসে রেকর্ডার অন করে ওদের ঝগড়ার বিষয় জানতে পারে সে। তক্ষুণি ছুটে যায় পিটার মার্টিনের ফ্ল্যাটে। গিয়ে পায়নি কাউকে। ফ্ল্যাটের দরজা ভেড়ানো পেয়েছে আরনস্কি. টেলিফোন সেটের কাছে কার্পেটে বেশ খানিকটা রক্তও দেখেছে। কিন্তু ওদের কোন সন্ধানই বের করতে পারেনি সে। একেবারে হাওয়া হয়ে গেছে যেন মার্টিন আর স্বপন।

ওদিকে, জেনারেল চেবরিকভের আরেক নিউ ইয়র্ক এজেন্ট, ভ্লাদিমির আলেকজান্দ্রোভিচ তুরকিন যে সি.আই.-এর চর ছিল, তা জানা গেল ওই ঘটনার পর। তার সাহায্যেই ও দেশে গিয়ে পিটার মার্টিনকে লোকেট করতে হয়েছিল আরনস্কিকে। সি.আই.এ-কে ঘটনা জানিয়ে দিল তুরকিন, আরনস্কির পিছু নিল ওরা। খবর অন্য সূত্র মারফত আগেই পেয়েছিল আরনস্কি, কিন্তু ভান করেছে যেন জানে না।

একদিন কায়দা করে নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে যায় সে তুরকিনকে। ওখানে আটক করে তার ওপর প্রচণ্ড নির্যাতন চালায়। তুরকিনকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে গিয়ে হাজির হয় তুরকিনের সি.আই.এ. কন্ট্যাক্ট, তাকেও সে পাকড়াও করে। ভাগ্য তখন পর্যন্ত অনুকূলেই ছিল আরনস্কির। তুরকিন তার সি.আই.এ. কন্ট্যাক্টকে সংবাদটা জানিয়েছিল তার মাত্র কয়েকদিন আগে, সে তা জানায় সি.আই.এ. চীফকে। তিনি তাকেই দায়িত্ব দিয়েছিলেন আরনস্কির ওপর নজর রাখার, এবং তাঁকে ঘটনা অবহিত করার। এমন সময় আরনস্কির হাতে মারা যায় ওরা দু'জনেই। আচমকা সীনে এসে হাজির মাসুদ রানা, হারামজাদা

বাংলাদেশী স্পাইটা। সবকিছু লেজে গোবরে করে দিল ব্যাটা।

পথের কাঁটা উপড়ে মার্টিনের পিছু নেয়ার কথা ছিল আরনস্কির, হলো না তা। আরেকজনকে লাগানো হলো, সে-ও তেমন কিছু করতে পারেনি আজও পর্যন্ত। দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ হয়ে গেল নাইজার হপস ঢুকেছে আমেরিকায়, তার মত এক অভিজ্ঞ এজেন্ট, যে কি না…। ওদিকে দেখা দিয়েছে আরেক সমস্যা। সাইলাস হুগো জেনারেল চেবরিকভের সাথে যোগাযোগ করছে না আর। জেনারেল জানেন, নিউ ইয়র্কেই আছে সে, নিজের ধান্ধায় ব্যস্ত রয়েছে, অথচ তাঁর সাথে যোগাযোগ করছে না। কেন?

সে কি টের পেয়েছে চেবরিকভের ঘোড়া ডিঙোবার বিষয়টা? তা কি করে হয়? ও কাজ খুবই গোপনে ম্যানেজ করেছে পিওতর আরনস্কি, কাজেই তা হতে পারে না। তার ওপর, দেখে মনে হয় পিটার মার্টিন এবং স্বপনের নিখোঁজ হওয়া নিয়ে কোন মাথা ব্যথাই নেই হুগোর। সে আছে তার কাজে। এর একটাই কারণ হতে পারে এবং সেটাই সম্ভবত সত্যি, হুগো জানে কোথায় আছে ওরা দু'জন। শুধু জানেই না, সে-ই লুকিয়ে রেখেছে তাদের। সমস্যা! এত আশা ভরসা, এত পথ এগিয়ে কি না শেষ পর্যন্ত এই দশা হলো?

ওদিকে মাসুদ রানার বিরুদ্ধে চালানো কয়েকটা চোরাগোপ্তা হামলা ভীত করে তুলেছে জেনারেলকে। তাঁর জানামতে অন্তত দুটো হামলা চালানো হয়েছে মাসুদ রানার ওপর—একটা নিউ ইয়র্কে, আরেকটা ইউ গ্যালিতে। দু'বার গুলি ছোঁড়া হয় তাকে লক্ষ্য করে, সৌভাগ্য যে দু'বারই প্রায় অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছে সে।

মাসুদ রানাই এখন জেনারেলের একমাত্র আশা। ও তাঁকে পিটার মার্টিনের কাছে পৌঁছে দেবে, সেই ভরসায় আছেন তিনি। কিন্তু এরকম চোরাগোপ্তা হামলা হতে থাকলে বিপদ। কে বা কারা হামলা চালাচ্ছে,

বের করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছে লাইজার হপস, অথচ এখনও পর্যন্ত কিছু জানতে পারেনি সে। এর চেয়েও বড় এক চমকপ্রদ ঘটনা হচ্ছে, যে অস্ত্র হপসের প্রিয়, সেই একই অস্ত্র অজ্ঞাত আততায়ীও ব্যবহার করছে। কী যে হবে শেষ পর্যন্ত. ভেবে কূল-কিনারা করতে পারছেন না জেনারেল। তাই জরুরী কল দিয়ে গ্রিশিনকে দেশে ফিরে আসতে বলেছেন। গতকালই নিউ ইয়র্ক থেকে ফিরেছে সে।

'পুরো বিষয়টা এখন প্যাঁচ খেয়ে গেল, অথচ তুমি এতদিনেও কিছুই করতে পারলে না, কর্নেল!' চরম বিরক্তির সাথে চাপা ক্ষোভ প্রকাশ করলেন জেনারেল চেবরিকভ।

চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করল গ্রিশিন। বলতে পারত, এই প্যাঁচটা আপনিই লাগিয়েছেন। হুগোকে পাশ কাটানোর চেষ্টা করা না হলে এতদিনে মিটে যেত ঝামেলা। কিন্তু একজন জেনারেলের মুখের ওপর এতবড় কথা বলা অসম্ভব।

'মাসুদ রানার ওপর যে লোক বারবার হামলা চালাচ্ছে, কার হয়ে কাজ করছে সে, জানতে পেরেছ?'

'এখনও পারিনি, কমরেড জেনারেল। তবে···

'তবে কি?'

'আশা করছি খুব শিগগিরই জেনে যাব।'

'শিগগিরই বলতে?'

'দুই-তিনদিনের ভেতর, কমরেড জেনারেল।'

'তুমি শিওর?'

'একশো ভাগ শিওর!' দৃঢ় আস্থা ধ্বনিত হলো গ্রিশিনের কণ্ঠে।

'হপস কি করছে? সামান্য একটা কাজ সারতে এত সময় লাগছে কেন ওর?'

'ও পড়েছে ডবল ঝামেলায়, কমরেড জেনারেল। মাসুদ রানার ওপর

নজর রাখতে হচ্ছে, এই ব্যাটার ওপরও নজর রাখতে হচ্ছে। যে কারণে সময় বেশি...

'বাই দা ওয়ে, তুমি নিজে স্পটে যাচ্ছ না কেন?'

মাথা দোলাল কর্নেল গ্রিশিন। 'এই মুহূর্তে তা কোনমতেই সম্ভব নয়। মিশনের দায়িত্ব মাসুদ রানার হাতে ঠিকই, কিন্তু পরিস্থিতির ওপর সি.আই.এ. তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। আমাকে ইউ গ্যালির ধারেকাছে যদি দেখে ওরা, বিপদ হয়ে যাবে।'

চিন্তিত মুখে মাথা দোলালেন জেনারেল।

'আপনি ভাববেন না, কমরেড জেনারেল। আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, মাসুদ রানার আগেই পিটার মার্টিনের কাছে পৌঁছে যাবে হপস।'

ম্যানহাটন, নিউ ইয়র্ক। আকাশছোঁয়া এক ভবনের আণ্ডারগ্রাউণ্ড কার পার্কে সাঁই সাঁই করে ঢুকে পড়ল তিনটে গাড়ি। মাঝে একটা ছয় দরজার অস্বাভাবিক লম্বা লিমুজিন, তার সামনে-পিছনে দুটো শেভ্রোলে—তিনটেই কুচকুচে কালো।

পার্কের নির্ধারিত রিজার্ভ স্লটে এসে দাঁড়াল গাড়িগুলো, পরক্ষণে দুই শেভির পিছনের চার দরজা খুলে বেরিয়ে এল চার দীর্ঘদেহী, একজন নিগ্রো আছে এদের মধ্যে। অভিব্যক্তিহীন চেহারা, পেশীবহুল দেহ আর যান্ত্রিক চালচলন দেখলে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে এরা কড়া ট্রেনিং পাওয়া বডিগার্ড। কার চাউনি কেমন বোঝার উপায় নেই, কারণ প্রত্যেকে গাঢ় রঙের সান গ্লাস পরে আছে। ত্রিশের নিচে বয়স এদের।

রোবটের মত কোটের সামনে বোতাম লাগাতে লাগাতে লিমুজিনের বাঁ দিকের, মাঝের দরজা ঘিরে দাঁড়াল তারা সামান্য দূরত্ব রেখে। লিমোর ইউনিফর্মড শোফার মেলে ধরল দরজাটা। ভেতর থেকে

বের হলো আরেক দীর্ঘদেহী, এ লোক মাঝবয়সী, চেহারা সাদামাঠা। অস্বাভাবিক চওড়া কপাল ঠেলে বেরিয়ে আছে সামনের দিকে। চোখ গর্তে বসা। নাক খাটো এবং ভোঁতা। সব মিলিয়ে অশুভ একটা চেহারা।

তবে তার গাড়ি, অতি মূল্যবান পরিধেয় আর বডিগার্ড দেখলে যে কেউ বুঝে যাবে টাকার কুমীর এ লোক। আসলেই তাই সে। বিভিন্ন ব্যবসা আছে এ লোকের সারাদেশে এবং তার প্রায় প্রত্যেকটিই বাঁকা পথের ব্যবসা। সোজা পথের ব্যবসাও অবশ্য আছে দু'চারটা, স্রেফ লোক দেখানোর জন্যে। সেগুলোর একটা হচ্ছে এই ভবন। আশিতলা এই ভবনটি তার নিজের। ছোটবড় এমনি আরও গোটা দশেক ভবন আছে তার দেশের বড় বড় শহরে। এর প্রতিটি সোজা পথে; অন্তত কাগজে-কলমে, নির্মাণ করেছে সে। ভাড়া বাবদ এ থেকে কয়েক কোটি টাকা আয় হয় তার বছরে।

লোকটি স্প্যানিশ। নাম ওর্তেগা ডায়াজ। আমেরিকান আণ্ডার-ওয়ার্ল্ডে অবশ্য সাইলাস হুগো নামে পরিচিত। যদিও কেউ চেনে না তাকে, নাম জানে কেবল। হুগোর লোকেরা এই নামে পরিচিত করে তুলেছে ডায়াজকে। সে আর হুগো যে একই লোক, কল্পনাই করতে পারবে না কেউ। এতই নীট অ্যাণ্ড ক্লীন সে।

গাড়িগুলো যেখানে দাঁড়িয়েছে, সেখান থেকে মাত্র দশ কদম হাঁটলেই ডায়াজের প্রাইভেট এলিভেটর, ওটার ধারণ ক্ষমতা তিন হাজার পাউণ্ড। দুইশো পাউণ্ড ওজনধারী পনেরোজন উঠতে পারে, কাজেই ভেতরের স্পেসও তেমনি। কোনদিক না তাকিয়ে এলিভেটরে উঠে পড়ল ডায়াজ। চার বডিগার্ডও উঠল, প্যানেলের ষাট লেখা বোতামটা টিপে দিল তাদের একজন।

ষাট তলার পুরো ফ্লোর নিয়ে অফিস ওর্তেগা ডায়াজের। এখান থেকে পরিচালিত হয় তার এক নম্বরী ব্যবসা। দু'নম্বরী হয় আরেক

জায়গায়। ফ্লোরের সিকি অংশ জোড়া নিজের অস্বাভাবিক বিলাসবহুল অফিসে ঢুকল সে। হ্যাট আর কোট হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে লিকার কেবিনেট থেকে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে নিয়ে বসল এসে নিজের চেয়ারে। ঠিক বসল না, পুরু গদিতে ডুবে গেল। পান করার কথা ভুলে অনেকক্ষণ কিছু ভাবল ডায়াজ. তারপর এক ঢোকে পানীয়টুকু গিলে নিয়ে আনসারিং মেশিনের বোতাম টিপল।

কোন সাড়া নেই। অর্থাৎ তার অনুপস্থিতির সময় কারও ফোন আসেনি। এলে মেসেজ রেকর্ড হয়ে থাকত। বিরক্তিতে চোখমুখ কুঁচকে উঠল ওর্তেগা ডায়াজের। মেশিন অফ করে টপাটপ টেলিফোনের বাটন টিপল সে। তিন রিঙের পর ও প্রান্তে সাড়া দিল এক চিকন কণ্ঠ।

'ডায়াজ,' গম্ভীর স্বরে বলল সে।

'হ্যাঁ, বলো।'

'ওদিকের কোন খবর হলো?'

'না। এখনও হয়নি।'

'চিন্তার কথা।'

'কোন চিন্তা নেই। ও আছে এখনও জায়গামত।'

'কিন্তু লোকটার ওপর এত ভরসা করা কি ঠিক হচ্ছে? আমার তো মনে হয় না ও কোনদিন সন্ধান বের করতে পারবে ওদের।'

শব্দ করে হেসে উঠল ও প্রান্তের চিকন কণ্ঠ। 'কেউ যদি ওদের সন্ধান পায়, তো এই লোকই পাবে।'

'বুঝলাম। কিন্তু যে ভাবে লোকটাকে বারবার ঠেকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, তাতে ভয় হয়।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ।'

'কাজটা কার অনুমান করতে পারো কিছু?' কানের লতি চুলকাল ওর্তেগা ডায়াজ। 'কে করাচ্ছে?'

'আমার মনে হয় সেলার নিজেই করাচ্ছে কোন প্রফেশন্যালকে দিয়ে। যাতে ও পৌছতে না পারে জায়গামত।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'এতে একটা কথা কিন্তু প্রমাণ হয়।'

'কি?'

'লোকটা সঠিক পথেই এগোচ্ছে। এবং প্রথম থেকেই তাই ছিল, কারণ ঠেকানোর চেষ্টা প্রথমবার এখানেই করা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, বোধহয় তাই হবে।'

'বোধহয় না,' দৃঢ় স্বরে বলল ও প্রান্তের কণ্ঠ, 'তাই হয়েছে। নইলে কেন ও-চেষ্টা করা হবে, তুমিই বলো! এবং আর কেউ নয়, বড় লাভের আশায় সেলার নিজেই করাচ্ছে এ সব। যদি বুঝতাম যে তোমার পার্টি জানে ওদের অবস্থান, তাহলে অন্য পথে চিন্তা করা যেত।'

'ভাল কথা মনে করেছ, পার্টির প্রতিনিধি ফিরেছে কাল। দূর থেকে দেখেছি এক পলক, খুব চিন্তিত মনে হয়েছে।'

'স্বাভাবিক। কারণ ওদেরও সহ্যের বাইরে চলে গেছে ব্যাপারটা।'

'যোগাযোগ করব?'

'প্রশ্নই আসে না, অন্তত এখনই নয়। আগে হাতে আসুক ওটা, তারপর ভেবে দেখব কি করা যায়।'

'ওকে,' সশব্দে দম ছাড়ল ওর্তেগা ডায়াজ। 'ওটা তোমার লাইন, তুমি যা ভাল বুঝবে তাই হবে।'

'গুড, এই তো বুঝেছ। ভেবো না, ওদিকে লোকটার এগোনো যাতে বাধাগ্রস্ত না হয়, সে ব্যবস্থা করেছি আমি।'

'তাই করো দয়া করে; আমি একটু নিশ্চিন্ত হই।'

'অপেক্ষা করো, কালকের মধ্যেই হয়তো সুখবরটা দিতে পারব। এখন রাখছি, জরুরী কাজ আছে।'

'গুড ডে।' ফোন রেখে সিগারেট ধরাল ডায়াজ, ভাবতে বসল। এখনও তাহলে আশা আছে, ও প্রান্তের কণ্ঠটির নিশ্চিত আশ্বাসবাণী মনে মনে নাড়াচাড়া করতে লাগল সে। এবং আনন্দের কথা যে মাসুদ রানা লোকটা সঠিক পথেই আছে। সে জন্যেই ইউ গ্যালিতে আরও একবার আক্রমণ চালানো হয় তার ওপর। আয়ু আছে মানুষটার। তেমনি ওর্তেগা ডায়াজেরও আশা আছে যে ঘুরেফিরে পিটার মার্টিন আর তার বন্ধু আবারও মুঠোয় চলে আসবে তার।

আসতেই হবে, নিজেকে উদ্দেশ করে মনে মনে বলল ডায়াজ। বহু ধরনের ব্যবসা করেছে সে জীবনে, কিন্তু এবারেরটা একেবারেই আলাদা। এত ছোট একটা জিনিসের এমন আকাশচুম্বী দাম হতে পারে, আগে কখনও কল্পনাই করেনি সে।

পরে তাই আফসোস হয়েছে। দাম হাঁকতে তার দেরি হলেও ক্রেতা কিন্তু এক মুহূর্তও বিলম্ব করেনি তা কবুল করতে, ওই দামেই জিনিসটা কিনতে রাজি হয়ে যায় সে। তার ফলে লোভ জাগে ডায়াজের, ঠিক করে দাম আরও বাড়িয়ে দেবে ও-জিনিসের। আর যেহেতু পিটার মার্টিন সীনে না থাকলে ক্ষতি নেই, তাই তাকে পথ থেকে সরিয়ে দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে ভেবে আয়োজন করে কার অ্যাক্সিডেন্টের। কিন্তু ব্যাটা বেঁচে গেল, সেই সাথে ফাঁসিয়ে দিল তাকে।

ডায়াজ নিশ্চিত, মার্টিন তার দ্বিতীয় পরিচয় সম্পর্কে কিছুই জানত না। অথচ সুস্থ হয়ে ফেরার পর টেলিফোনে তাকে ওই নামেই সম্বোধন করেছে সে। তাকে মেরে ফেলার আয়োজন করার জন্যে কী জঘন্য সমস্ত ভাষায় গালাগালিই না করল লোকটা সেদিন। তক্ষুণি মার্টিনকে পাকড়াও করার জন্যে লোক পাঠিয়েছিল সে, গিয়ে পায়নি তারা লোকটাকে। খালি হাতে ফিরে এসেছে।

পরে বুঝে নিয়েছে ডায়াজ, কে করেছে অমন কাজ। কে জানিয়েছে

লোকটাকে তার আসল পরিচয়। তাই সেদিনের পর থেকে একদম চুপ মেরে আছে সে। এ যার লাইনের কাজ, তার বুদ্ধি অনুযায়ী চলতে শুরু করে সে তার পর থেকে।

কারণ তার ওপর আস্থা আছে ওর্তেগা ডায়াজের। ক্রুড বোস্টারের দোকানে কুড়িয়ে পাওয়া বুলেটটার ব্যালিস্টিক টেস্ট রিপোর্ট দুপুরের আগেই ইউ গ্যালি পুলিস চীফের হাতে এসে পৌছল। মনে প্রশ্ন জাগে, এমন কোন তথ্য ওতে ছিল না। থাকার কথাও নয় অবশ্য। স্রেফ একটা বুলেটে তেমন কী-ই বা থাকতে পারে? জানানো হলো, ওটা ছিল একটা পয়েন্ট থ্রী এইট বুলেট। যেহেতু ঘটনাস্থলের ধারেকাছে কোন খোসা পাওয়া যায়নি, কাজেই ধরে নেয়া যায় গুলিটা ছোঁড়া হয়েছে রিভলভার থেকে।

ডাক্তারের ওখান থেকে বেরিয়ে সারাদিন শহরময় টো-টো করে বেড়াল মাসুদ রানা। ভাব দেখাল খুব ব্যস্ত ও, না যেন কত কাজ করে বেড়াচ্ছে। আসলে করেছে মাত্র একটা কাজ, কেউ অনুসরণ করছে কি না, বোঝার চেষ্টা করেছে। কখনও গাড়ি নিয়ে, কখনও পায়ে হেঁটে ইউ গ্যালি চষে বেড়িয়েছে রানা।

সন্ধের খানিক আগে মোটেলে ফিরেছে। কেউ অনুসরণ করেনি ওকে। সেটা সন্দেহ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে ভেতরে ভেতরে। কেউ যদি না-ই লেগে থাকবে, তাহলে ওর গাড়িতে বোমা পাতল কে? ভূতে?

গতরাতে ভাড়া নেয়া রুমের সামনের স্লটে গাড়ি পার্ক করল মাসুদ রানা। ড্যাশ বোর্ড থেকে বোমাটা বের করে আগের জায়গায় জুড়ে দিল টেপ দিয়ে। তারপর চারদিকে নজর বুলিয়ে ঘাসের ভেতর পড়ে থাকা ডিভাইসটা তুলে নিল চট্ করে, দু'আঙুলে ধরে জায়গামত বসিয়ে দিল, মৃদু 'ঠক্' শব্দে লেগে গেল ম্যাগনেটিক ডিভাইস। ওকে দেখে চওড়া হাসি দিল ম্যানেজার।

'আমার কোন ফোন এসেছিল?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

'না, স্যার।'

'কেউ খুঁজতে এসেছে?'

'না। দিনটা কেমন কাটল, স্যার?'

'চমৎকার!'

'দ্বিতীয় রুমটা আজও প্রয়োজন হবে, স্যার?'

'হ্যাঁ, কাজ শেষ হয়নি এখনও।' পঞ্চাশ ডলারের একটা নোট এগিয়ে দিল ও। 'কীপ দ্য চেঞ্জ। রাত বারোটার পর কোন কল এলে ওই রুমে লাইন দেবেন।'

'ধন্যবাদ, স্যার। তাই হবে। যখনই কিছু প্রয়োজন হবে, আমাকে খবর দেবেন।'

'দেব।'

রুমে গেল না ও তখনই। মোটেলের প্রশস্ত ছাতের এখানে ওখানে বড় বড় সুদৃশ্য ক্যানোপি এবং তার নিচে চেয়ার-টেবিল পেতে রাখা আছে, তার একটার নিচে এসে বসল। নানান বয়সী মেয়ে-পুরুষ আছে ছাতে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে গল্প করছে, ছবি তুলছে একে অন্যের। এরা সবাই ট্যুরিস্ট। দুই ওয়েটার এটা-ওটা যোগান দিচ্ছে তাদের।

কফির অর্ডার দিয়ে সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা, তারপর বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করল। কেন সারাদিনেও কেউ পিছু নিল না ওর? কি ভাবছে সে বা তারা? সারাদিন রুমে পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছে মাসুদ রানা? না কি ভেবেছে, ও গাড়ি স্টার্ট দেয়ার আগেই ঝাঁকি লেগে পড়ে গেছে ডিভাইস, যার ফলে কাজ করেনি চার্জ? তাই হবে হয়তো, ভাবল মাসুদ রানা। কারণ অমনটা ঘটা অসম্ভব নয়, ঘটতে পারে। তাই বলে সারাদিনে একবার খোঁজ নিতেও আসবে না, তা হয় কি করে? না কি এসেছে? তাহলে অন্তত ডিভাইসটা পড়ে থাকার তো কথা নয়। কেসটা

কি?

কফি শেষ করে উঠল মাসুদ রানা। নতুন এক আইডিয়া এসেছে মাথায়। নিজের কার স্লটে চলে এল। সন্ধে হতে সামান্য বাকি তখন, আলো আছে যথেষ্ট। খুব দ্রুত সারল ও কাজটা। প্রথমে ডিভাইসটা খুলে নিল সে, তারপর বনেটের ঢাকনা তুলে ডিনামাইট চার্জের তারগুলো ঝটপট খুলে সম্পূর্ণ উল্টো করে সেট করল। ডিভাইসটা ফিরে গেল নিজের জায়গায়। আপনমনে শিস বাজাতে বাজাতে রুমের দিকে এগোল ও।

এই সময় হুশ্ করে ওর গাড়ির তিন স্লট পরের স্লটে এসে কড়া ব্রেক কষে দাঁড়াল এক কনভার্টিবল। ওটার সামনে-পিছনে 'জাস্ট ম্যারেড' লেখা প্ল্যাকার্ড দেখতে পেল মাসুদ রানা। ভেতর থেকে বের হলো নবদম্পতি জুটি, কোন দিকে নজর নেই তাদের। হাত ধরাধরি করে নিজেদের রুমে গিয়ে ঢুকল তারা। দরজা বন্ধ হয়ে গেল ভেতর থেকে।

খুব সম্ভব ছাতে ওঠার সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছিল ম্যানেজার, রানাকে দেখে কাছে এসে দাঁড়াল। 'আবার বের হচ্ছেন, স্যার?'

'না, গাড়ি লক্ করতে ভুলে গিয়েছিলাম,' মুখ ঘুরিয়ে সদ্য আসা গাড়িটা ইঙ্গিত করল মাসুদ রানা। 'এরা আজই এল বুঝি?'

'হানিমুন কাপল্? না, দু'দিন আগে এসেছে,' দাঁত বের করে হাসল লোকটা। 'সারাক্ষণ রুমের দরজা বন্ধ করে রাখে, স্যার। বেরই হয় না।'

'খুবই স্বাভাবিক।' মনে মনে হাসল ও। যদি কিছু ঘটে আজ রাতে, বেচারীদের মধুচন্দ্রিমার স্বপ্ন ভরা রাত নির্ঘাত অর্ধচন্দ্রিমা খাবে।

ওর রুমের টেলিফোন বাজছে শুনে দ্রুত পা চালাল মাসুদ রানা। ব্যস্ত হাতে দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে, হিলের ধাক্কায় দরজা বন্ধ করে লাফ দিল রিসিভার লক্ষ্য করে। 'ইয়েস?'

'মিস্টার রানা? মার্ক বিভান।'

'হ্যাঁ, বলুন।' আসাদ বা হাবিব নয় জেনে খানিকটা হতাশ হলো মাসুদ রানা।

'আমি ফোন করেছি কিছু শুনব বলে। এদিকে চরম উদ্বেগে আমাদের সবার ব্রেন নষ্ট হয়ে যাওয়ার অবস্থা।'

'দুঃখিত। এখনও কোন খবর হয়নি।'

'আমরা কি কোন সাহায্যেই লাগতে পারি না আপনার? কেন আপনি বারবার নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিচ্ছেন? এখানে একবার হামলা হয়েছে আপনার ওপর, আমাদের জানাননি, ওখানেও হয়েছে আবার, চেপে গেছেন, এভাবে...

'দাঁড়ান, দাঁড়ান! এক সঙ্গে এত প্রশ্ন করলে মাথা গুলিয়ে যাবে আমার। ইন ফ্যাক্ট, এই মুহূর্তে আপনার সাহায্য চাইব ভাবছি আমি।'

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকল বিভান। 'সত্যি বলছেন?'

'অফকোর্স সত্যি!'

'বলুন তাহলে কি চাই? যদি বলেন আমি চলে আসি।'

'তার দরকার নেই। এখানে আপনাদের ড্রাগ লাইনের কোন ভাল ইনফর্মার আছে?'

'অ্যাঁ...হ্যাঁ, আছে।'

'কি নাম? আসল নয়, কোড নেম।'

'স্পাইডার।'

'তাকে দু'ঘণ্টার মধ্যে আমার সাথে দেখা করতে বলুন। ডিটেলস ওপেন লাইনে বলা যাবে না। তাকে মার্কেট রিসার্চের কাজ করতে হবে।'

'ড্রাগ?'

'হ্যাঁ।'

'অল রাইট, এখনই খবর দিচ্ছি ওকে। থেমে কিছু ভাবল হয়তো মার্ক বিভান। 'ও লোক অ্যাডিক্ট বলে সন্দেহ করছেন আপনি?'

'এখন আর সন্দেহ নেই। আমি শিওর।'

'ও, গড!'

'রাখছি তাহলে।'

'অ্যাঁ? হ্যাঁ। মিস্টার রানা?'

'বলুন।'

'বি কেয়ারফুল, ম্যান! বি ভেরি ভেরি কেয়ারফুল!

'থ্যাঙ্কস, আই উইল।'

ফোন রেখে সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। এক মিনিট পুরো হওয়ার আগেই আবার বেজে উঠল ফোন। 'ইয়েস!'

'হাবিব, মাসুদ ভাই।'

'বলো, নতুন কোন খবর?'

'হপস সম্পর্কে নতুন একটা তথ্য পাওয়া গেছে।'

'কি?'

'লোকটা বোলাট্রিন জাতীয় এক ধরনের ন্যাজাল ড্রাগে আসক্ত। বোলাট্রিন তৈরি হয় ফ্রান্সে, এ দেশে নিষিদ্ধ। তবে ওটার বিকল্প ড্রাগ আছে বাজারে। হাঁপানী রোগীরা যে ইনহেলার নাকে ঠেকিয়ে নস্যির মত ডোজ নেয়, এ জিনিসও সেই রকম ইনহেলারে বিক্রি হয়।'

'ধন্যবাদ, হাবিব। ভালই হলো খবরটা পেয়ে।'

'এদিকে মার্ক স্টুয়ার্ট হাওয়া গরম করে তুলেছে। আবোল-তাবোল বলে কান ভারি করছে ওর চীফের।'

'আবোল-তাবোল মানে?'

'মনগড়া এটা ওটা বলে চীফকে দিয়ে আপনাকে এ দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে আর কি।'

'করতে দাও, কোন লাভ হবে না। আমি ছাড়া ওদের আর গতি নেই কোন। আসাদুল হকের সাথে যোগাযোগ হয়েছে তোমার?'

'না, মাসুদ ভাই। উনি ভীষণ ব্যস্ত। কি এক চিঠির খোঁজে...'

'বুঝেছি। ওটা পাওয়া গেলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে বলবে তাকে। লিলির ব্যাপারে সতর্ক থেকো।'

'থাকব। কিন্তু ওখানেও আপনাকে সই করে টার্গেট প্র্যাকটিস করা হয়েছে শুনলাম। ব্যাক আপ করার জন্যে কাউকে প্রয়োজন মনে করেন?'

'ধন্যবাদ, না। ভেবো না।'

এক ঘন্টা পর এল মার্ক বিভানের স্পাইডার। লোকটা খাটো, পাঁচ ফুট চার কি পাঁচ হবে। চেহারা নিতান্তই সাধারণ। তার আইডি তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করে সন্তুষ্ট হলো মাসুদ রানা। ওতে তার নাম লেখা আছে হেনরি বুচওয়াল্ড। লোকটার সাথে পনেরো মিনিট কাটাল রানা, নিজের কাজ বুঝে নিয়ে বেরিয়ে গেল সে। কাছের এক রেস্টুরেন্ট থেকে রাতের খাওয়া সেরে ফিরে এল মাসুদ রানা, ব্যস্ত হয়ে পড়ল শোয়ার আয়োজনে।

ঠিক দশটায় ওয়র রুমের আলো নিভে গেল। তার পরপরই রুমের বন্ধ দরজা ইঞ্চি দুয়েক ফাঁক হলো, দরজার কাছে রুমের একমাত্র চেয়ারটা নিয়ে এসে বসল রানা, চোখ রাখল ফাঁকে। তাকিয়ে থাকল গাড়িটার দিকে। ইউ শেপড মোটেলের দু'মাথায় দুই রুম হওয়ায় দারুণ সুবিধে হয়েছে, সরাসরি রানার সোজা, পঞ্চাশ গজমত দূরে দাঁড়ানো গাড়িটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও।

অসহ্য ভোগান ভোগাল ওকে হাতঘড়ি, কাঁটা নড়তেই চায় না। প্রতীক্ষা করতে কোনদিনই ভাল লাগে না মাসুদ রানার, কিন্তু উপায় কি? করতেই হবে। আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে পড়তে লাগল মোটেল, সাড়ে এগারোটা নাগাদ নীরব হয়ে গেল পুরো শহর। এক ভাবে গাড়ির দিকে

তাকিয়ে থাকতে গিয়ে সম্মোহিত হয়ে পড়েছিল মাসুদ রানা, তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, আচমকা এক ঝাঁকি খেয়ে সোজা হলো।

একটা ছায়া! ছোটখাট কে যেন সন্তর্পণে বেরিয়ে এল মোটেলের ও প্রান্তের পিছন থেকে। খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল লোকটা। ঈষৎ বিস্ফারিত চোখে তাকে দেখতে থাকল মাসুদ রানা। বাঁ হাতের চেয়ে তার ডান হাত প্রায় আট দশ ইঞ্চি লম্বা। সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল। মোটেলের এ-মাথা ও-মাথা চোখ বোলাল লোকটা, তারপর নিঃশব্দে এগোল রানার গাড়ির দিকে। বোমা না ফাটার কারণ তদন্ত করতে এসেছে নিশ্চয়ই, ভেবে মনে মনে হাসল মাসুদ রানা।

যেখানে লিসনিং ডিভাইস থাকার কথা, সেখানে হাতড়াল খানিক সে, তারপর এগোল বনেটের দিকে। পকেট থেকে কিছু একটা বের করে মিনিট খানেক কসরতের পর খুলে ফেলল ওটা, আরেকবার চারদিক দেখে নিয়ে ঢাকনা তুলল। এদের স্লট সোজাসুজি নয়, তেরছা, সেই কারণে লোকটার প্রতিটি কার্যকলাপ দেখতে পাচ্ছে রানা। ঝুঁকে দাঁড়াতে দেখল ও তাকে, বোধহয় বোমার ওয়্যারিং ঠিক আছে কি না পরখ করছে।

উঠে দাঁড়াল মাসুদ রানা, সময় হয়েছে ব্যাটার পিলে চমকে দেয়ার। বাঁ হাতে আলতো করে তুলে চেয়ারটা সরিয়ে দিল ও, পা বাড়াতে যাবে, ঠিক তখনই আচমকা কানের একেবারে কাছে তীক্ষ্ণ 'টাশ্‌শ্‌!' শব্দে নিজের পিলেই চমকে গেল ভীষণভাবে। ঝট্ করে বসে পড়তে যাচ্ছিল মাসুদ রানা, মাঝপথে থেমে গেল গুলির লক্ষ্য ও ছিল না বুঝতে পেরে।

যে-ই করে থাকুক গুলি, করেছে রানার গাড়ির সামনে দাঁড়ানো লোকটিকে। এবং জায়গামতই বিঁধেছে সেটা। গুলি হওয়ার সাথে সাথে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল লোকটা, সশব্দে বাড়ি খেল মাথা এঞ্জিনের

সাথে, পরমুহূর্তে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ধাক্কায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল রানার গাড়ি। কেঁপে উঠল পুরো মোটেল বিল্ডিং। দুপুরের সূর্যের মত কড়া, গনগনে অগ্নিকুণ্ডটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা আহাম্মকের মত। হুঁশ ফিরতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল ওর, তারপর বাঁ হাতের এক ঝটকায় দরজার পাল্লা বাইরের দিকে ঠেলে দিল রানা, ছুটে গিয়ে দড়াম করে বাড়ি খেল ওটা বাইরের দেয়ালে।

পরক্ষণে অস্ফুট এক বিস্ময়ধ্বনি কানে এল রানার; হুড়মুড় করে দৌড়ে গেল কে যেন। গলা সাবধানে বাড়িয়ে বাইরে তাকাল ও, মনে হলো কে যেন তীরবেগে এক ছুটে মোটেলের কোমর সমান উঁচু সীমানা দেয়াল টপকে ওপাশে গিয়ে পড়ল। তারপর আর কোন সাড়া নেই তার। ধাওয়া করে লাভ হবে না, বুঝল মাসুদ রানা, ওর কয়েক মুহূর্ত দ্বিধার সুযোগ নিয়েছে আততায়ী ষোলো আনাই। নাগালের বাইরে চলে গেছে।

ঘুরে দাঁড়াতে গেল মাসুদ রানা, মেঝেতে পড়ে থাকা কি যেন একটা দেখে থেমে গেল, চট্ করে তুলে নিল জিনিসটা। প্লাস্টিকের তৈরি তর্জনীর সমান একটা কন্টেইনার। ধাঁ করে ওটা পকেটে চালান করে দিল মাসুদ রানা, পরে দেখা যাবে, এখন সময় নেই। ওদিকে আকাশ ভেঙে পড়েছে তখন মোটেলের ওপর। চারদিকে এলোপাতাড়ি ছোটাছুটি, চিৎকার, মেয়েদের তারস্বরে কান্নাকাটি, সব মিলিয়ে এক মহা হুলস্থুল কাণ্ড। গাড়ি তো গেছেই, রানার রুমটাও গেছে একই সাথে।

দুই কোমরে হাত রেখে সামনে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। এলোমেলো বিষয়টা সাজাবার চেষ্টা করছে মনে মনে। বোমা যে পেতেছিল, সে কে? যে তাকে গুলি করল, সে-ই বা কে? এরা কে কার হয়ে কাজ করছে? চোখ কপালে তোলা ম্যানেজারকে পড়িমরি ওর দিকেই ছুটে আসতে দেখা গেল। দু'হাতে লোকজন ঠেলে-গুঁতিয়ে

রানার সামনে এসে দাঁড়াল সে: হাঁপাচ্ছে মুখ হাঁ করে। 'কি-কি হয়েছে, স্যার?' ঢোঁক গিলল লোকটা। 'আপনার গাড়ি, রূম···আপনি ঠিক আছেন তো?'

মাথা ঝাঁকাল কেবল মাসুদ রানা।

দশ মিনিটের মধ্যে দলবলসহ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেল ইউ গ্যালির পুলিস চীফ, ক্যাপ্টেন হার্ডেকার। গাড়ির ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে প্রায় অক্ষত একটা হাত আবিষ্কার করল পুলিস। কনুইয়ের নিচ থেকে কাটা পড়েছে হাতটা। তদন্তের প্রাথমিক কাজ শেষ হতে তিনটে বাজল ক্যাপ্টেন হার্ডেকারের, তারপর মাসুদ রানাকে নিয়ে পড়ল সে। একজন বোর্ডার কেন দুই রূম ভাড়া নেবে? কেন তাকে হত্যা করতে চাইবে কেউ? কেন তাকে ছেড়ে তার গাড়ি ধ্বংস করবে, ইত্যাদি অসংখ্য প্রশ্ন তার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাসুদ রানার একটা জবাবও তৃপ্ত করতে পারল না মানুষটিকে। 'আমার কানে আপনার এ গল্প কেমন শোনাচ্ছে জানেন?' হাসি মুখে প্রশ্ন করল ক্যাপ্টেন।

'কেমন?' মাসুদ রানা গম্ভীর। ওর মাথায় এখনও সেই চিন্তা, মৃত লোকটা কার হয়ে কাজ করছিল? কে হত্যা করতে চাইছে রানাকে? এমন কি হতে পারে, যে লোকটি মরেছে, সে বা তার নিয়োগকারী জানে কোথায় আছে মার্টিন আর স্বপন? এবং রানা যাতে সেখানে পৌঁছতে না পারে, সে জন্যে ওকে সরিয়ে দিতে চেয়েছে সে! সাইলাস হুগো?

তারপর আসে নাইজার হপসের কথা। লোকটাকে যে সে-ই গুলি করেছে, এখন তা নিঃসন্দেহে জানে মাসুদ রানা। এখন যে জিনিসটা কুড়িয়ে পেয়েছিল ও, সেটা একটা ইনহেলার, যার কথা মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে হাবিব জানিয়েছে রানাকে। এক ফাঁকে বাথরূমে গিয়ে দেখে নিয়েছে ও জিনিসটা ভাল করে। কন্টেইনারের গায়ে বড় অক্ষরে লেখা

আছে BEZEX। এর মধ্যেই আছে নাইজার হপসের সেই ন্যাজাল ড্রাগ। দৌড়ে পালাবার সময় পকেট থেকে পড়ে গেছে জিনিসটা।

কেজিবি ওকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে। কারণ ওরা জানে না কোথায় আছে স্বপন। সম্ভবত তাই। পরক্ষণে কি ভেবে মনে মনে আঁতকে উঠল মাসুদ রানা—এর মধ্যে আর কোন পক্ষ নেই তো?

'কি ভাবছেন?'

সচকিত হয়ে ক্যাপ্টেনকে দেখল ও। 'কিছু না।'

'কেমন শোনাচ্ছে এ গল্প শুনলেন না?'

'কেমন?'

'উদ্ভট।'

'কেন?'

'কারণ আপনি জানতেন হামলা হবে আপনার ওপর। জানতেন বলেই দুই মাথায় দুই রুম নিয়েছিলেন। অবশ্য হামলাটা একদিন পরে এসেছে, এই যা। তাই না?'

'একটা বিষয় লক্ষ করছেন না আপনি।'

'কোনটা?'

'যদি জানতামই, তাহলে এ শহরে আরও হোটেল-মোটেল আছে, তার কোনও একটায় উঠে যেতে পারতাম।'

'সে ক্ষেত্রে আবারও সেই প্রশ্ন আসে, দুই রুম কেন?'

সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। বুক ভরে ধোঁয়া টেনে নিয়ে মাথা ঝাঁকাল। 'ওই যে বলেছি, ব্যবসা।'

'তাহলে আপনার গাড়িতে বোমা কেন?'

'জিজ্ঞেস করতে মনে ছিল না।'

'কি বললেন?'

'বলেছি বোমাটাকে সে কথা জিজ্ঞেস করতে মনে ছিল না।'

অনেকক্ষণ ধরে মাসুদ রানাকে পর্যবেক্ষণ করল পুলিস চীফ। 'আপনাকে মোটেই ভীত মনে হচ্ছে না।'

বিরক্ত হলো ও। 'তাতে কি?'

'এমনকি ঘামতেও দেখা যাচ্ছে না,' আবার হাসল চীফ।

চুপ করে থাকল মাসুদ রানা।

'এতবড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল আপনাকে ঘিরে, অথচ ভান করছেন যেন এ কিছুই নয়। হরহামেশাই ঘটে এসব।'

'ভয় পাইনি কারণ আমি খুব সাহসী মানুষ,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ও। 'সহজে ভয়-টয় পাই না।'

'নাহ্, জবর ধাঁধায় ফেলে দিলেন আপনি। একটু খোঁজ-খবর করতেই হচ্ছে আপনার ব্যাপারে।' অন্যমনস্কের মত নিজের হাঁটুতে খানিক তবলা বাজাল ক্যাপ্টেন। 'আপনি তাতে মাইণ্ড করবেন না তো?'

'মোটেই না।'

যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠল ক্যাপ্টেন। 'চলুন তাহলে।'

উঠতে যাচ্ছিল রানা, এই সময় ঘরে ঢুকল এক কনস্টেবল। কিছু বলার জন্যে চীফের দিকে তাকাল সে, কিন্তু ওকে দেখে থেমে গেল। 'আপনি সেদিন ক্লড বোস্টারের ওখানে ছিলেন না, যেদিন তার ফ্যাক্টরি লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়?'

মাথা দোলাল রানা।

বিস্ময় ফুটল ক্যাপ্টেনের চেহারায়। ধীরে ধীরে ওর দিকে ঘুরল সে। 'সত্যি নাকি, মিস্টার রানা?'

'সত্যি।'

চোখ জোড়া সামান্য বিস্ফারিত হলো তার। 'অর্থাৎ, আপনি যখন যেখানে যান, সেখানেই এইসব ঘটে?'

কাঁধ ঝাঁকাল মাসুদ রানা। 'সব সময় না।'

'আপনি খুব আগ্রহী করে তুলেছেন আমাকে, মিস্টার,' আপনমনে বলল লোকটা। 'চলুন, পুলিস স্টেশন যাওয়া যাক। ওখানে বসে চুটিয়ে গল্প করা যাবে।'

'হাতটার ছাপ ল্যাবে প্রসেস করতে দিয়ে এসেছি, ক্যাপ্টেন,' বলল কনস্টেবল।

'ভাল করেছ। আর?'

মাথা দোলাল লোকটা। 'আর কিছু না।'

'চলো তাহলে, অফিসে যাওয়া যাক। আসুন, মিস্টার রানা।'

খোলা বারান্দায় বেরিয়ে এল ওরা। বোর্ডারদের কেউ কেউ তখনও রুমে ঢোকার সাহস অর্জন করে উঠতে পারেনি। ঘুম ঘুম চোখে হাঁটাহাঁটি করছে বারান্দায়। মনে হয় ভোরের অপেক্ষায় আছে, আলো ফুটলেই সটকে পড়বে। সেই হানিমুন যুগলকেও দেখল রানা তাদের মধ্যে। নিজেদের রুমের সামনে সিঁড়িতে পা রেখে মেঝেতে বসে আছে, ঢুলছে। থেকে থেকে চোখ মেলে ফ্যালফেলে দৃষ্টিতে সামনের ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকাচ্ছে।

ওদের দেখে এগিয়ে এল বিধ্বস্ত চেহারার ম্যানেজার। ক্যাপ্টেন আর মাসুদ রানাকে দেখল পালা করে। 'কোথাও যাচ্ছেন, স্যার?' রানাকে জিজ্ঞেস করল সে।

'পুলিস স্টেশন যাচ্ছি। আপনি কোন চিন্তা করবেন না, মোটেলের ক্ষতি পুষিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করব আমি ফিরে এসে।'

কিছু বলার চেষ্টা করল ম্যানেজার, কিন্তু ভাষা খুঁজে না পেয়ে নীরবে ওদের পিছন পিছন গাড়ি পর্যন্ত এল। 'কেউ আমার খোঁজে এলে বা ফোন করলে জানিয়ে দেবেন আমি কোথায় আছি।'

'জ্বি, স্যার।'

চোখে কৌতুক নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল হার্ডেকার,

ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। রানার ভাব দেখে মনে হচ্ছে বিরাট কোন কেউকেটা বুঝি ও। হুকুম করলেই অন্যেরা তা পালন করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠবে। অবশ্য কিছু বলল না সে।

পুলিস হেডকোয়ার্টার্সে নিয়ে আসা হলো মাসুদ রানাকে। ওর নাম-ধাম লেখা হলো প্রথমেই। তারপর হাতের ছাপ নেয়া হলো, সেটা কম্পিউটরের সাহায্যে ওয়াশিংটনে পাঠিয়ে শুরু হলো অপেক্ষার পালা। হার্ডেকারের কোন কাজেই বাধা দিল না ও। যেন রানার মত সুবোধ বালক আর হয়ই না। যদিও মুখ খোলাতে ব্যর্থ হলো সে ওর। আতিথেয়তায় কোন কার্পণ্য দেখায়নি ক্যাপ্টেন হার্ডেকার। যথাসময়ে খাবার, তাও ইউ গ্যালির সেরা রেস্টুরেন্টের, দফায় দফায় কফি, সিগারেট সরবরাহ করে গেছে রানাকে। ওদিকে পিরিয়ডিক চেকিং অব্যাহত রেখেছে কম্পিউটর।

'কোথাও কি কোন গোলমাল আছে আপনার মধ্যে, মিস্টার রানা?' বলল ক্যাপ্টেন।

'রানা নিরুত্তর।'

'বললেন না, মিস্টার মাসুদ রানা?'

'কি বলব?'

'বলছিলাম,' নাকের ডগা চুলকাল ধৈর্যের প্রতিমূর্তি ক্যাপ্টেন। চাউনি কিছুটা বিভ্রান্ত। 'এরকম সময়ে অন্য কেউ হলে লইয়ারের সাথে কথা বলার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠত। আমরা, মানে পুলিস, তার মানবিক অধিকার লঙ্ঘন করছি ইত্যাদি বলে হাওয়া গরম করে তুলত, টেলিফোন করার সুযোগ দেয়ার জন্যে চাপাচাপি করত। আপনি কিন্তু তার কিছুই করছেন না। ব্যাপারটা অদ্ভুত। তাই না?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'হ্যাঁ।'

চোখ কোঁচকাল ক্যাপ্টেন। 'আপনি জানেন তা?'

'জানি।'

'অথচ কিছু করছেন না, কেন?'

'করে কি হবে?'

'আপনার কিছুই গোপন করার নেই?'

ঠোঁট ওল্টাল রানা। 'না।'

'নাকি ভেতরে অন্য কোন ব্যাপার আছে?'

'থাকতে পারে।'

কপাল চুলকাল পুলিস চীফ। বিড়বিড় করে বলল, 'কিছুই বুঝতে পারছি না আমি আপনার ব্যাপারটা।'

কিছু বলল না মাসুদ রানা। এক মনে সিগারেট টেনে চলেছে।

'আপনি যদি প্রথম সুযোগে আমাকে বাধা দিতেন, যদি উকিলের সাহায্য নিতেন, আমি আপনার হাতের ছাপ নিতে পারতাম না, জানেন?'

'জানি।' মাসুদ রানা নির্বিকার।

'জেনেও বাধা দেননি, অস্বাভাবিক নয় ব্যাপারটা?'

'আমি ওতে মাইণ্ড করিনি।'

'তার ম্যানে কি আপনি সময় নষ্ট করতে চাইছেন?' থেমে একটু চিন্তা করল সে। 'কেন জানতে পারি?'

রানা নিরুত্তর।

'নীরব থেকে কি লাভ হবে আশা করছেন?' সামনে ঝুঁকে এল ক্যাপ্টেন। তবে তার চেহারায় এখনও পর্যন্ত রাগের বিন্দুমাত্র আভাস দেখতে পায়নি মাসুদ রানা। অথচ অন্য কোন অফিসার হলে এতক্ষণে চারদিকের সব মাথায় তুলত চেঁচিয়ে। 'বলুন, মিস্টার রানা, তাতে কি লাভ আপনার?'

'কোন লাভ নেই।'

'তাহলে?'

'কি তাহলে?' আরেকটা সিগ্যারেট ধরাল মাসুদ রানা।

'কেন মুখ বুজে আছেন?'

'বেশি কথা বলতে ভাল লাগে না আমার। তাই।'

একটু যেন থমকে গেল পুলিস চীফ। চোখ কুঁচকে ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ওকে নতুন করে। কিছু ভাবল। তারপর থেমে থেমে, মৃদু গলায় বলল, 'আমি যদি এ মুহূর্তে সেলে পুরে দিই আপনাকে, সেটা কি ভাল হবে? আপনি কি তাই চান? বলুন, চুপ করে থাকবেন না।'

'যা খুশি করতে পারেন আপনি,' সহজ গলায় বলল রানা। 'আমার কোন আপত্তি নেই। যদি তাতে ভাল হবে মনে হয়, রাখুন পুরে।'

ফোঁস করে দম ছাড়ল হার্ডেকার। 'তাহলে চলুন।'

সেলটা ছোট, তবে আধুনিক। বিছানা ঝকঝকে পরিষ্কার। দক্ষিণমুখী একটা জানালাও আছে সেলে। 'যখনই কথা বলতে ইচ্ছে হবে,' রানাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দরজায় তালা লাগাতে লাগাতে বলল হার্ডেকার। 'খবর দেবেন। আমি ওপরতলায় আছি।'

'আচ্ছা,' আরেকদিকে তাকিয়ে বলল রানা।

আগের সেই হাসি ফিরে এল ক্যাপ্টেনের ঠোঁটের কোণে। 'আমি জানি, আপনার সাথে আমার আলাপ ভাল জমবে, মিস্টার রানা।'

'ঠিক আছে। খবর দেব তেমন বুঝলে।'

'আমাদের এখানে এরকম ঘটনা সচরাচর ঘটে না, বুঝলেন? এই জন্যেই আপনার ব্যাপারে জানতে এত উদগ্রীব আমি।'

'বুঝি আমি,' বলল মাসুদ রানা।

'প্লীজ, হতাশ করবেন না যেন।'

মিষ্টি এক টুকরো হাসি উপহার দিয়ে চলে গেল ক্যাপ্টেন হার্ডেকার। করিডরের মেঝেতে তার ভারি বুট জুতোর খট-খট আওয়াজ অনেকক্ষণ

পর্যন্ত শোনা গেল। পিছিয়ে এসে কটে বসল মাসুদ রানা। একটা সিগারেট ধরাল। আবার ভাবতে বসল।

পায়ের শব্দে চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল মাসুদ রানার। এক কনস্টেবল এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। 'একজন দেখা করতে এসেছে আপনার সাথে,' বলল সে।

ঘুরে তাকাল মাসুদ রানা। 'কে?'

'মিস্টার বুচওয়াল্ড।' সেলের তালা খুলে দিল লোকটা। 'আসুন।'

কনস্টেবলকে অনুসরণ করে করিডরের শেষ মাথার এক রুমে এসে ঢুকল মাসুদ রানা। দরজার দিকে মুখ করে বসে আছে লোকটা। ভেতরে এল না কনস্টেবল, দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ল। ভাবখানা যেন ওদের ব্যাপারে কোন আগ্রহ নেই। মাসুদ রানাকে দেখে উঠে দাঁড়াল স্পাইডার। চেহারায় বিস্ময়।

'কি ব্যাপার?' বলল মাসুদ রানা। বসল যুবকের সামনের চেয়ারে। 'কোন খবর পেয়েছেন নাকি?'

'আপনার হোটেলে গিয়েছিলাম দেখা করব বলে। গিয়ে শুনি এই খবর। তাই দেখতে এলাম। আপনি কেমন আছেন?'

'ভাল,' হাসল মাসুদ রানা। 'চমৎকার দক্ষিণমুখী জানালাওয়ালা স্যুইটে রেখেছে এরা আমাকে। তারপর, বলুন।'

'আপনাকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছি আমি।'

'কোন প্রয়োজন নেই তার।'

অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল লোকটা। 'কেন?'

'এখানে নিরাপদে আছি আমি।'

কি যেন ভাবল স্পাইডার, কিছু একটা অনুমান করার চেষ্টা করছে। 'ঠিক আছে। কিন্তু হয়েছিল কি হোটেলে? কে বোমা পেতেছে আপনার রুমে?'

'জানার সুযোগ হয়নি।'

'কোন কিছু প্রয়োজন আপনার?'

'না, ধন্যবাদ।'

'শুধু শুধু এখানে পড়ে থাকবেন সব ফেলে?'

উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল রানা। 'আপনি কোন খবর সংগ্রহ করতে পেরেছেন ড্রাগ সাপ্লায়ারের?'

'পাইনি এখনও। তবে আর কিছুক্ষণের মধ্যে পেয়ে যাব আশা করি।'

'চলে যান তাহলে। খবর নিয়ে একবারে আসবেন। আমি ততক্ষণ পুরো বিষয়টা নিয়ে নিরিবিলিতে একটু ভাবনা চিন্তা করি।'

'ঠিক আছে।'

লোকটা বেরিয়ে যেতে রানাও সেলের উদ্দেশে পা বাড়াতে যাচ্ছিল, এই সময় রুমে এসে ঢুকল পুলিস চীফ ক্যাপ্টেন হার্ডেকার। 'বসুন,' রানাকে বলল সে। 'কিছু কথা আছে আপনার সাথে।'

মুখোমুখি বসল দু'জনে। সিগারেট ধরিয়ে নীরবে টানতে লাগল রানা, হার্ডেকার চেয়ে আছে ওর মুখের দিকে। 'আপনি আসলে কে, মিস্টার রানা?' একসময় নীরবতা ভঙ্গ করল ক্যাপ্টেন।

'এই একজন লোক, ক্যাপ্টেন।'

'খুব গুরুত্বপূর্ণ কেউ কি?'

'খুব নয়।'

'কিসের পিছনে লেগেছেন আপনি?'

ক্যাপ্টেনের চোখে চোখ রাখল মাসুদ রানা। 'বললে বিশ্বাস করবেন না আপনি। করলে ঘুম চিরদিনের জন্যে বিদায় নেবে আপনার চোখ থেকে। প্রতি মুহূর্ত ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন তাড়া করে ফিরবে।'

'এমন কি ব্যাপার সেটা?' চোখ কুঁচকে উঠল হার্ডেকারের। 'কিসের

সাথে জড়িত বিষয়টা?'

'ধ্বংসের সাথে।'

'ধ্বংস? কিসের?'

জানালা দিয়ে পড়ন্ত সূর্য দেখাল মাসুদ রানা। 'ওটার। পৃথিবীর। আপনার-আমার সবার।'

চুপ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল ক্যাপ্টেন। 'আরেকটু বিস্তারিত বলা যায় না?'

'না।'

'ওয়েল! বোঝা যাচ্ছে, না জেনে বাঘের গর্তে ঢুকে পড়েছি আমি। আপনাকে এই মুহূর্তে সসম্মানে মুক্তি দিতে বলেছে ল্যাংলি। সো,' কাঁধ ঝাঁকাল ক্যাপ্টেন। 'চলুন, হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসি আপনাকে।'

'বলার মত হলে সারাদিন সেলে কাটানোর প্রয়োজন হত না আমার। বলিনি, কারণ আমি জানতাম সে ক্ষেত্রে আপনি আমার পরিচয় জানার চেষ্টা করবেন। তাই করেছেন আপনি। ওরা যখন কিছু বলেনি তখন বুঝতেই পারছেন বিষয়টা খুবই গোপনীয়। সে যাক, আর কি বলেছে ল্যাংলি?'

'যদি কোন সাহায্য প্রয়োজন হয় আপনার, করতে বলেছে।'

'গুড। মন দিয়ে শুনুন এবার।'

বলে চলল মাসুদ রানা।

দুই

এক কনস্টেবল গাড়িতে করে মোটেলে পৌঁছে দিয়ে গেল মাসুদ রানাকে। সন্ধে প্রায় হয়ে এসেছে তখন। কাল ঠিক এই সময় গাড়িতে ফিট করা বোমার ওয়্যারিং ওলট-পালট করেছিল ও। লোকটা তখন বেঁচে ছিল। এখন নেই। মরে গেছে। কোনদিনই আর সকাল-দুপুর-সন্ধে, কিছুই দেখা হবে না তার।

কয়েক ঘণ্টা আগেও মানুষটা ছিল। একটা নাম ছিল তার, পরিচয় ছিল। হয়তো পরিবার পরিজনও ছিল। ক্রেডিট কার্ড, সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড ছিল, ড্রাইভিং লাইসেন্স ছিল। ব্যাংকে হয়তো অ্যাকাউন্ট ছিল, বন্ধুদের সাথে দেনা-পাওনার বিষয় ছিল, স্ত্রী বা বান্ধবীর সাথে আজ হয়তো ডিনারের ডেট ছিল। সমস্ত কিছু চুকেবুকে গেল এক লহমায়।

কে ছিল মানুষটা? মাথা ঝাঁকিয়ে ফালতু চিন্তাগুলো দূর করে দিল রানা। এখন কাজের সময়, অকাজের চিন্তায় সময় নষ্ট করার উপায় নেই।

ওকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল ম্যানেজার। পানসে হাসি দিল। 'কেমন আছেন, স্যার?'

'ভাল।' চারদিকে নজর বোলাল মাসুদ রানা। এরইমধ্যে সাফ-

সুতরো করা হয়েছে মোটেল। ওর দ্বিতীয় রুমের পোড়া দরজা আর দেয়ালের কয়েকটা ক্ষত ছাড়া গতরাতের বিস্ফোরণের কোন চিহ্নই নেই। 'আপনার খবর কি?'

চেহারা ত্যাড়া হয়ে গেল লোকটার। 'আর বলেন কেন, স্যার! পুরানো বোর্ডাররা প্রায় সবাই ভেগে গেছে।'

'ও নিয়ে ভাববেন না। সে জন্যে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পেয়ে যাবেন। দু'চারদিন যেতে দিন, আবার আসবে বোর্ডার।'

'তা ঠিক।'

লোকটার সাথে কিছু সময় কাটিয়ে রুমে চলে এল মাসুদ রানা। ভেতরে এসে প্রথমেই কুড বোস্টারের নাম্বার ঘোরাল ও। পাওয়া গেল না তাকে। দু'দিন আগে কী এক জরুরী কাজে ওয়াশিংটন গেছে সে, আজ রাতে ফেরার কথা। জানাল বোস্টারের বুড়ি হাউস-কীপার। এরপর ভিনসেন্ট স্মলকে ফোন করল রানা। সে-ও নেই। ফোন ধরলই না কেউ। রিসিভার রেখে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে ভাবতে বসল ও।

কিছুক্ষণ পর বুচওয়াল্ডের ফোন এল, রানার সঙ্গে কথা বলতে চায়। বাইরে কোথাও বসার ব্যবস্থা করতে বলল ও। এক রেস্টুরেন্টের নাম বলল বুচওয়াল্ড, পনেরো মিনিট পর সেখানে মুখোমুখি হলো দু'জনে। সবে ডিনার পর্ব শুরু হয়েছে তখন, ভেতরে খদ্দের প্রচুর। কফির অর্ডার দিয়ে এক কোনায় বসল ওরা।

'কিছু একটা মনে হয় পেয়েছি,' বলল বুচওয়াল্ড।

'কি?'

মুখ খুলতে গিয়েও বুজে ফেলল সে এক ওয়েট্রেসকে ওদের জন্যে কফি নিয়ে আসতে দেখে। মেয়েটা যথেষ্ট দূরে সরে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল স্পাইডার, তারপর বলল, 'হেরোইনের সাথে আপনার পার্টির সম্পর্ক।'

লোকটার অজান্তে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল মাসুদ রানা। 'তাই?'

'হ্যাঁ। অবশ্য বড় কিছু নয়।'

'খুলে বলুন।'

'মায়ামি থেকে এক লোক জিনিসটা নিয়ে আসে এখানকার খদ্দেরদের জন্যে। অল্পসল্প আনে। আপনার মার্টিন তার অন্যতম ক্রেতা।'

'লোকটার নাম কি?'

'ফিশ।'

কপাল কোঁচকাল মাসুদ রানা। 'কি

'ঠিকই শুনেছেন, ফিশ।

'ব্যস্? আর কিছু নয়?'

'না।'

'আচ্ছা, বেশ। তারপর?'

তৃপ্তির হাসি ফুটল স্পাইডারের মুখে। 'পিটার মার্টিন তার নিয়মিত খদ্দেরদের একজন। আগে নাকি এ-অভ্যেস ছিল না তার। এক কার অ্যাক্সিডেন্টের পর এই নেশায় জড়িয়ে পড়ে। অ্যাক্সিডেন্টে মেরুদণ্ডে চোট পায় সে, প্রায়ই নাকি সেই জায়গায় ব্যথা ওঠে। ব্যথা চাপা দেয়ার জন্যে হেরোইন নেয় সে. তাতে নাকি ব্যথা চলে যায়।'

'বলে যান.' সিগারেট ধরাল ও। লক্ষ করল. মৃদু কাঁপ উঠে গেছে দেহে। আঙুল কাঁপছে তিরতির করে।

'আপনার দেয়া ছবি ফিশের কয়েকজন খদ্দেরকে দেখিয়েছি. তারা প্রত্যেকে সনাক্ত করেছে লোকটাকে। সে অবশ্য অন্যদের মত ইউজুয়াল কাট ব্যবহার করে না, তার জন্যে খাঁটি মাল সরবরাহ করে ফিশ। মানে, করত আর কি!'

'করত? এখন করে না?'

'না।'

'কেন? পয়সা বাকি রাখে নাকি মার্টিন?'

'না, তা নয়। আসলে ওই ব্যবসায় নেই এখন ফিশ, ছেড়ে দিয়েছে। এই তল্লাটেই নেই লোকটা।'

'কতদিন থেকে নেই?'

'তা এক মাসের বেশিই হবে কিছু।'

ফিশকে সীন থেকে সরিয়ে ফাঁদে ফেলা হয়েছে মার্টিনকে? ভাবল মাসুদ রানা। লোকটা যখন নেশার জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছে, নেশা ছাড়া তার চলে না, তখনই ফিশের ব্যবসাই ছেড়ে দিতে হলো? না, ভেতরে অন্য কারণ আছে? এখানকার পথ বন্ধ করে দিয়ে কেজিবি একই জিনিস নিউ ইর্য়কে বসে মার্টিনকে সরবরাহ করার ব্যবস্থা নিয়েছিল?

'ঝামেলায় পড়া গেল,' আনমনে বলল ও।

'এখন তাহলে কি করব আমি?' প্রশ্ন করল বুচওয়াল্ড।

'ফিশকে খুঁজে বের করতে হবে। লোকটা গায়েব হয়ে গেছে বলে বিশ্বাস করি না আমি। এখানেই আছে ব্যাটা।'

'আমি খোঁজ ভাল করেই নিয়েছি, মিস্টার রানা। নেই সে সিনে। প্রায় এক মাস ধরে ফিশ একদম নিখোঁজ।'

'তবু, আবার খবর নিন।'

'বেশ।'

'আমি মোটেলে থাকব। কোন নতুন খবর পেলে সেখানে যোগাযোগ করবেন।'

'বুঝেছি।'

'যদি আমি না থাকি, কোথায় সাক্ষাৎ করতে হবে জানিয়ে দেবেন ডেস্কে। আমি পৌঁছে যাব সময়মত।'

'আচ্ছা।'

বেরিয়ে এল রানা রেস্টুরেন্ট থেকে। আকাশের দিকে তাকাল। ফ্লোরিডা উপকূলে আজ দুপুরে সৃষ্টি হয়েছে জোরাল এক ঘূর্ণিঝড়, তার ছায়া পড়েছে আকাশে। প্রচুর মেঘ জমেছে, ধূসর নীল রং পেয়েছে আকাশ। ড্রাগনের মত ক্রমাগত মোচড় খাচ্ছে মেঘ। জোরাল দমকা বাতাসের সাথে ছুটছে তাল রেখে। বাতাসে বৃষ্টির গন্ধ পেল মাসুদ রানা। গাড়িতে এসে উঠল ও, স্লট থেকে বেরিয়ে ফিরতি পথ ধরল। প্রথমে ক্রুড বোস্টারের বাসায় যাবে ঠিক করেছে রানা।

কিন্তু রাস্তার দিকে মুখ করা বোস্টারের গ্যারেজের দরজা খোলা দেখে নামল না ও। কোন গাড়ি নেই ভেতরে, অর্থাৎ ফেরেনি সে। কিছুদূর সোজা গিয়ে উত্তরে বাঁক নিল মাসুদ রানা, ভিনসেন্ট স্মলের বাড়ির দিকে চলল। তাকেও পাওয়া গেল না। অতএব গাড়ি ঘুরিয়ে মোটেলে ফিরে চলল ও। ততক্ষণে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে। গাড়ি পার্ক করে যখন নিজের রুমে এসে ঢুকল রানা, তখন চারদিক আঁধার করে জেঁকে বসল। ঝম ঝম করে ঝরছে দমকা বাতাসের সাথে।

কাপড় ছাড়ল মাসুদ রানা। রুম সার্ভিসকে এক কাপ কফির অর্ডার দিয়ে রিসিভার রেখে দেয়ামাত্র বেজে উঠল ফোন। হাবিব। 'মাসুদ ভাই?'

'বলছি।'

'আপনার পাঠানো হাতের ছাপ চেক করেছি। লোকটার নাম [illegible] ফ্র্যাঙ্ক। বয়স বাহান্ন। উচ্চতা পাঁচ ফুট এগারো। চুলের রং বাদামী। বুকে...

বাধা দিয়ে বলে উঠল রানা, 'কোন ছবি জোগাড় করা গেছে?'

'হ্যাঁ। একটা।'

'এখনই টেলিপ্রিন্টারের সাহায্যে লোকাল পুলিস স্টেশনে পাঠিয়ে দাও। আমি যাচ্ছি ওদের অফিসে।'

'জ্বি।'

'আর কিছু?' আনমনে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার দিকে তাকিয়ে আছে মাসুদ রানা। হেনরি ফ্র্যাঙ্ক নামটা যেন চেনা চেনা লাগছে। ওটা স্মরণ করার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত। 'লোকটির ব্যাপারে ফুটওয়ার্ক কে করেছে?'

'আমি নিজে করেছি।' একটু বিরতি দিল হাবিব। 'মাসুদ ভাই, পরিস্থিতি কিরকম মনে হচ্ছে ওদিকের?'

'এখনও বুঝতে পারছি না।'

'ভাল কথা, লণ্ডন কল করেছিল, নাইজার হপসের ব্যাপারে বিশেষ এক তথ্য দেয়ার জন্যে।'

'কি তথ্য?'

'বেজেক্স নামে এক ইনহেলার ব্যবহার করে লোকটা নেশার উপকরণ হিসেবে। ওটা পশ্চিম জার্মানির তৈরি। প্রচুর দাম, তাছাড়া সব সময় পাওয়াও যায় না। আমেরিকান ন্যাশনাল ড্রাগ অথরিটি ওটা নিজেরা আমদানী-বাজারজাত করে। ওষুধটা সাইনাসের রুগীদের জন্যে খুব উপকারী। যে সব অঞ্চলে সাইনাসের প্রকোপ বেশি, সে সমস্ত জায়গায় বিক্রি হয় এসব।'

'অর্থাৎ?' পকেটের ইনহেলারটার কথা ভাবল মাসুদ রানা। 'ও ব্যাটা সাইনাসের রুগী?'

'হতে পারে। আপনার কাছের বেজেক্স ইনহেলার প্রাপ্তিস্থান মায়ামি। আপনি যদি ওর জন্যে ইনহেলারের ফাঁদ পাততে চান, আমি সে ব্যবস্থা করতে পারি।'

সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। 'কি ভাবে?'

'বারোটা করে ইনহেলারের দুটো কার্টন জোগাড় করেছি আমি আপনার জন্যে। ওগুলো দোকানে দোকানে বিক্রি করতে হবে। ওর মধ্যে দুটো কন্টেইনারে সায়ানাইড গ্যাস প্ল্যান্ট করা থাকবে। কাজটায়

ঝুঁকি আছে, তবে অসম্ভব নয়। দোকানে ওই ইনহেলারই খোঁজ করে নাইজার হপস। যদি প্রয়োজন দেখা দেয় আর কি।'

'বলে যাও,' মনে মনে বলল, দেখা দিয়েছে।

'বিশেষ দুটো আলাদা করে প্যাক করে দেব আমি। কিন্তু সাবধান! ভুলেও ও দুটো ম্যাকের ধারেকাছে নেবেন না।'

'কিভাবে ফাংশান করবে ওগুলো?'

'অন্য ইনহেলার যেমন করে থাকে। মুখ খুলে কনটেইনার নাকে ঠেকিয়ে দম নেয়, ভেতরে ঢুকে যায় বেজেন্থ্র কম্পাউণ্ড। তার বদলে এই বিশেষ দুটো থেকে বের হবে সায়ানাইড গ্যাস। যে-কারও জন্যে একটা টানই যথেষ্ট, দ্বিতীয় টান দেয়ার কোন সুযোগই হবে না তার জীবনে। কয়েক সেকেণ্ডে অবধারিত মৃত্যু।'

একটু ভেবে দেখল মাসুদ রানা, আইডিয়াটা মন্দ নয়। 'ঠিক আছে, পাঠিয়ে দাও ওগুলো। তবে আগে হেনরি ফ্র্যাঙ্কের ছবি।'

'এখনই সে ব্যবস্থা করছি।'

'করো। রাখলাম।'

রিসিভার রাখল না মাসুদ রানা। হাবিবের রেখে দেয়ার অপেক্ষায় থাকল, ডায়াল টোন ফিরে আসার আওয়াজ শুনে অপারেটরকে বেল্ট এয়ারের নম্বর দিল। ওদের সুইচবোর্ড হয়ে মুহূর্তে লাইন পৌঁছে গেল ক্যামিলি হান্টের রুমে।

'হ্যালো, রানা!' ক্যামিলির রিনরিনে গলা শোনা গেল। 'কোত্থেকে?'

'হ্যালো। ইউ গ্যালি থেকে, ফ্লোরিডা।'

'আই সী! তা এতদিনে মনে পড়ল বুঝি আমার কথা?' খানিকটা অভিমানাহত শোনাল মেয়েটির কণ্ঠ।

'দুঃখিত। ব্যস্ত ছিলাম।'

'তুমি যে হাওয়া খেতে যাওনি, তা আমি জানি।'

'আমি কৃতজ্ঞ সমস্যাটা বুঝতে পেরেছ বলে।'

'এবার বলো, কেন স্মরণ করলে আমাকে। ব্যক্তিগত, না কাজে।'

'কাজে।'

'ধ্যাত্তেরি!'

'মাইণ্ড কোরো না। ঝামেলাটা মিটে যাক, তারপর ব্যক্তিগত বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামাব আমরা, ওকে?'

হাসি শোনা গেল ক্যামিলির। 'অগত্যা। বলে ফেলো, কি কাজ?'

'তোমার সাহায্য চাই।'

খানিক নীরবতা। 'কি?'

'তোমার রেকর্ডস খুব দ্রুত একবার চেক করে দেখো এখনই।'

'দেখছি। কি খুঁজতে হবে?'

'হেনরি ফ্র্যাঙ্ক নামে একজন কোন এক সময় তোমার ওখানে চাকরির দরখাস্ত করেছিল। কিন্তু স্বপন রেকমেণ্ড করেনি।'

'তো? কি নাম বললে যেন?'

'হেনরি ফ্র্যাঙ্ক।'

'ফ্র্যাঙ্ক, ফ্র্যাঙ্ক,' বিড়বিড় করে বলল ক্যামিলি হার্ন্ট। 'দাঁড়াও, দেখছি।' ড্রয়ার খোলা, কিছু একটা বের করা এবং পাতা ওল্টানোর আওয়াজ শুনতে পেল মাসুদ রানা।

'ভাল করে দেখো,' বলল ও।

কয়েক মুহূর্ত পর বলল মেয়েটি, 'হ্যাঁ, এই তো, পেয়েছি। ধরো দেখি একটু। হ্যাঁ, এই যে, আছে এখানে। মানুষটার চেহারা-সুরত আমারও খুব একটা ভাল মনে হয়নি।'

'কোন পদের জন্যে আবেদন করে সে?'

'সাধারণ শ্রমিক।'

'কি?'

'হ্যাঁ, রানা। সাধারণ শ্রমিক।'

'কোন রেফারেন্স ছিল সাথে?'

'হ্যাঁ। আগে ফ্লোরিডার কয়েক জায়গায় কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে তার, সে সব রেফারেন্স...

'কোন্ কোন্ জায়গায়?' দ্রুত বাধা দিল ও।

'অ্যা...দুঃখিত, রানা। সে সব নেই। কি কি যেন ছিল, কিন্তু এখন নেই। শুধু আবেদন পত্রটাই আছে।'

'যাহ্!' হতাশ হলো মাসুদ রানা।

'দুঃখিত, রানা। যাদের আমরা চাকরিতে নেই না, তাদের বায়োডাটা ইত্যাদি বেশি সময় রাখি না। নষ্ট করে ফেলি।' তবে মানুষটার কথা মনে আছে আমার। ইন্টারভিউর সময় কী একটা কথা যেন বলেছিল সে আমাকে, মনে পড়ছে না এ-মুহূর্তে।'

'শোনো, কথাটা মনে করার চেষ্টা চালাও।'

'বেশ কয়েক মাস আগের কথা সেটা, রানা। সময় লাগবে। তারপরও মনে পড়বে কিনা কে জানে!'

'ঠিক আছে। কাল তো শনিবার, এক কাজ করো। অফিস থেকে সোজা এয়ারপোর্ট চলে যাও, প্রথম ফ্লোরিডার ফ্লাইট ধরে চলে এসো। পথে বসে কথাটা মনে করার চেষ্টা চালাবার সুযোগ পাবে। ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

'সে কি! তাই বলে এখনই?'

'হ্যাঁ,' বাধা দিয়ে বলে উঠল মাসুদ রানা। 'বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ক্যামিলি। সময় নষ্ট করা যাবে না।'

'কিন্তু, রানা...'

'কোন কিন্তু নেই। তোমার বসকে আমার কথা জানিয়ে সোজা

রওনা হয়ে যাও। দেরি করার উপায় নেই।' এতে তোমার এগোনোও হবে, মনে করার কাজটাও হবে। তারপরও যদি মনে না পড়ে, কি বলেছিল মার্টিন কাল ফিরে যেতে পারবে তুমি।'

'তা না হয় হলো!'

'আবার কি?'

'বলছি, কাপড়-চোপড় না নিয়ে আসি কি করে?'

'কিচ্ছু দরকার নেই। তেমন কিছু প্রয়োজন হলে এখান থেকেই কিনে নিতে পারবে। তবে আমি শিওর, পোশাক ছাড়া তোমাকে ভালই লাগবে।'

হেসে উঠল মেয়েটি। 'ফাজলামো হচ্ছে?'

'আমি সিরিয়াস, ক্যামিলি।'

'ওকে,' ফোঁস করে দম ছাড়ল সে। 'আসছি তাহলে।

আরেকদিকে ফিরে বসে ছিল ক্যাপ্টেন হার্ডেকার দরজা খোলার আওয়াজে রিভলভিং চেয়ার সমেত ঘুরল। 'হ্যালো!' হাসল সে।

'হ্যালো, ক্যাপ্টেন।' তার মুখোমুখি বসল মাসুদ রানা।

'আমি আপনার প্রতীক্ষায় ছিলাম।'

'আর আমি প্রতীক্ষায় আছি...'

ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল ক্যাপ্টেন, 'হেনরি ফ্র্যাঙ্কের ছবির জন্যে।'

'ঠিক।'

হাতে ধরা একটা ছবি ওর দিকে বাড়িয়ে ধরল হার্ডেকার। 'নিন, অনেক আগেই এসেছে এটা।'

'ধন্যবাদ।' নিল রানা ছবিটা। দেখল। নিতান্তই সাধারণ চেহারা। এতই সাধারণ যে দু'জনের ভিড়েও বেমালুম গায়েব হয়ে যেতে পারবে, খুঁজে পাওয়া যাবে না।

'আপনার হোটেলের পঞ্চাশ গজ দূরে, ঝোপের মধ্যে আজ সকালে একটা রিভলভার পাওয়া গেছে। ওটার ব্যালিস্টিক চেক করিয়েছি আমি। এবং তাতে কি পেয়েছি, বলতে পারেন?'

উত্তর দিল না মাসুদ রানা।

'ওই রিভলভার থেকেই সেদিন ক্রুড বোস্টারের মেশিনশপ লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল। এবং আমার অনুমান হেনরি ফ্র্যাঙ্কই সেই লোক, যে গুলি করেছিল। আরও আছে। ক্রুড বোস্টার নয়, আপনিই ছিলেন তার টার্গেট।'

'খুব খারাপ,' বলল মাসুদ রানা।

'ছবিটা আমার হাতে আগে পড়ার সুবাদে এর কয়েকটা কপি তৈরি করেছি আমি, দু'জন লোককে লাগিয়েও দিয়েছি এর ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়ার জন্যে।' রানাকে চোখ কোঁচকাতে দেখে তাড়াতাড়ি জুড়ে দিল সে, 'ভাববেন না, আমার লোকেরা জানে কি ভাবে প্রশ্ন করতে হয়।'

তিন

বৃষ্টির প্রথমদিকের উন্মত্ততা কমেছে এখন। ঝমঝম করেই ঝরছে, তবে আগের মত এলোপাতাড়িভাবে নয়, বড় বড় ফোঁটায় খাড়া হয়ে পড়ছে, একঘেয়ে ড্রামবিটের মত আওয়াজ করছে। কিসের অপেক্ষায় আছে

যেন প্রকৃতি, ছোট্ট শহর ইউ গ্যালি। যেন কিছু ঘটতে চলেছে, বৃষ্টি আবহসঙ্গীত সৃষ্টি করেছে তার জন্যে।

নীরবে বসে আছে মাসুদ রানা। চিন্তিত, অন্যমনস্ক। কিসের প্রতীক্ষায় আছে যেন ও নিজেও। জানে, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। অন্ধকারে অদৃশ্য শত্রু খুঁজে ফিরছে ওর দু'চোখ।

চীফের অফিস থেকে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। গাড়িতে উঠে বড় একটা 'ইউ' টার্ন নিয়ে ভিনসেন্ট স্মলের বাড়ির দিকে ছুটল দ্রুতবেগে। কী এক অস্থিরতা পেয়ে বসেছে ওকে, সিগারেটের পর সিগারেট ধ্বংস করে চলেছে মাসুদ রানা। স্বাদ পাচ্ছে না, ইচ্ছে করছে না, তবু টেনে যাচ্ছে, যেন এটাই ওর জীবনের একমাত্র ব্রত।

ওপরে খালি চোখে দেখতে যেমনই দেখাক, পরিবেশ যতই শান্ত মনে হোক,আসলে ভেতরে ভেতরে ঠিক তার উল্টো, তপ্ত কড়াইয়ের মত তেতে আছে। সামান্য ছোঁয়া লাগলেই জ্বলে উঠবে ফাঁৎ করে, দাউ দাউ জ্বলে উঠবে আগুন। রক্তপিপাসু এক হায়েনাকে বধ করতে সন্তর্পণে এগোচ্ছে মাসুদ রানা, ওদিকে কয়েক ডজন টেকনিশিয়ান দিনরাত কাজ করছে মার্কিন আইসিবিএম প্রজেক্ট পুরোপুরি ডিসঅ্যাসেম্বলিঙের কাজে। কেউ জানে না কি আছে পথের শেষে।

তবে যাই থাকুক, ফয়সালার সময় হয়ে এসেছে, মনে মনে ভালই জানে মাসুদ রানা। দূর থেকে স্মলের ঘরে আলো জ্বলতে দেখে খুশি হয়ে উঠল ও। সোজা এসে তার ড্রাইভওয়েতে ঢুকে পড়ল মাসুদ রানা। স্মলের গাড়ির ঠিক পিছনে এসে গাড়ি দাঁড় করাল। স্টার্ট বন্ধ করে লাফিয়ে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। ডোরবেল চাপার আগে জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল মাসুদ রানা। আছে ভিনসেন্ট স্মল। লিভিংরুমে পায়চারি করছে, কি যেন বলছে বিড় বিড় করে।

পরক্ষণেই ভুলটা ভাঙল নয় রানার, একা নয়, ঘরে আরও কেউ

রয়েছে। তার সঙ্গে কথা বলছে লোকটা। চেহারা উত্তেজিত। আবার তাকাল মাসুদ রানা। আর কেউ নয়, ক্রুড বোস্টার। ওর বাঁ দিকে, ঘরের এক কোণে পিঠ উঁচু এক কুশন-চেয়ারে বসে আছে মোটা লোকটা। সে-ও বেশ ক্রুদ্ধ। বেল বাজাল মাসুদ রানা।

এত দ্রুত দরজা খুলল স্মল, যেন ওর অপেক্ষাতেই ছিল সে। 'মিস্টার রানা! আসুন আসুন!'

'যাক, আপনারা দু'জনেই ফিরেছেন তাহলে,' বলল ও ভেতরে ঢুকে।

'হ্যাঁ, ইয়ে...একটু বাইরে যেতে হয়েছিল, বিশেষ কাজে।' ভেতরে এসে সোফা ইঙ্গিত করল সে রানাকে। 'বসুন। ড্রিঙ্কস?'

'না, ধন্যবাদ।'

কিছু সময় দেখল ওকে ভিনসেন্ট স্মল। চাউনি কেমন যেন, অদ্ভুত। 'একটা প্রশ্ন করতে পারি আমি?'

'করুন।'

'আপনার হোটেলে গতরাতে যে বোমা বার্স্ট হওয়ার ঘটনা ঘটে, ওর সঙ্গে আমাদের কোন...' থেমে বোস্টারের দিকে তাকাল স্মল। ঢোক গিলল। 'ওর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক আছে?'

'আপনার কি ধারণা?' পাল্টা প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

'জানি না।' আবার ঢোক গিলল স্মল।

'বোমাটার উদ্দেশ্য ছিল আমাকে পথ থেকে সরিয়ে দেয়া,' বলল ও। 'তাতে সন্দেহ নেই কোন। যেমন সে রাতে ক্রুড বোস্টারের মেশিনশপে গুলি করা হয়েছিল, আমাকে, অথবা তাকে শেষ করে দেয়ার জন্যে। অতএব, নিশ্চিতভাবে ধরে নিতে পারেন, আপনার সাথেও এই দুই ঘটনার যোগাযোগ আছে। এবং এর পিছনে আপনাদের বন্ধু পিটার গার্টিনের হাত আছে। কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে

ধরতে হবে। নয়তো কেউ বাঁচব না আমরা।'

'মিস্টার রানা...' করুণ দৃষ্টিতে তাকাল ভিনসেন্ট স্মল। আমতা আমতা করতে লাগল। 'মনে হচ্ছে, আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। আমাদেরও সেরকম সন্দেহ। এ হচ্ছে গিয়ে, ঠিক...মানে...'

'কেন মনে হচ্ছে আপনাদের আমার অনুমান ঠিক?'

'মার্টিন...ওর আচরণ অনেক পাল্টে গিয়েছিল আগে থেকে।'

'সে যে মাদকাসক্ত ছিল জানতেন?'

বোস্টারের সাথে দ্রুত নজর বিনিময় হলো স্মলের। মুহূর্তের জন্যে দ্বিধাদ্বন্দ্বে দুলল সে মনে হলো। নার্ভাস হয়ে পড়েছে। ঠোঁট চাটল ক্রুড বোস্টার। মুখ খুলল সে স্মলের পরিবর্তে। 'আমাদের মনে হয়েছে ড্রাগ নিত সে। কিন্তু নিশ্চিতভাবে জানতাম না। এ নিয়ে আমরা দু'জন আলোচনাও করেছি।'

'সম্প্রতি?'

'না,' মাথা দোলাল ক্রুড বোস্টার। 'আগে। মার্টিন আত্মগোপন করার আগে। তার ভেতরে অদ্ভুত এক পরিবর্তন লক্ষ করি আমরা। প্রায়ই উত্তেজিত হয়ে পড়ত সে। তবে আশ্চর্য, একবার বাথরুম থেকে ঘুরে এলেই আবার আগের মানুষ হয়ে যেত। দু'জনেই লক্ষ করেছি আমরা।'

'আরেকটু খুলে বলুন।'

'একবার ওর পকেট থেকে একটা প্যাকেট পড়ে গিয়েছিল। ওর মধ্যে...ওয়েল, সিরিঞ্জ আর কয়েকটা ক্যাপসুল দেখেছি আমরা।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল বোস্টার। 'তখন ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝিনি আমরা। ভেবেছি, অ্যাক্সিডেন্টের ব্যথা কমানোর জন্যে ডাক্তার কার্লসনই হয়তো প্রেসক্রাইব করেছে ওসব। অন্য কিছু ভাবার কোন কারণও ছিল না আসলে। তারপর...ওয়েল, বেশ কিছুদিন পরে

সন্দেহটা জাগে আমাদের মনে। মার্টিনের হঠাৎ হঠাৎ অদ্ভুত আচরণ দেখে।'

'আমি বলছি কতটা অদ্ভুত ছিল আপনাদের বন্ধু,' বলল মাসুদ রানা। 'সড়ক দুর্ঘটনার পর চিকিৎসার সময়ে ব্যথা কমানোর জন্যে তাকে মরফিন পুশ করে ডাক্তার, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে ওই মরফিনেই অ্যাডিক্ট হয়ে পড়ে সে। প্রায় অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার। ওই আসক্তি থেকে কখনোই বেরিয়ে আসতে পারেনি মার্টিন। এ মুহূর্তে মাদকাসক্তির কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছে আপনাদের বন্ধু, ব্যক্তিত্ব বলে এখন কিছুই নেই তার।'

মুহূর্তে চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে উঠল স্মলের। ভয়তাড়িত চোখে রানার দিকে তাকাল সে। 'এ কথা কেন বলছেন?'

'এই জন্যে যে, আপনাদের বন্ধুর হাতে এ মুহূর্তে এমন এক ভয়ঙ্কর অস্ত্র আছে, যার সাহায্যে মুহূর্তে পৃথিবী ধ্বংস করে দিতে পারে সে।'

চমকে উঠল ক্রুড রোস্টার। 'অ্যাঁ?'

'কি বললেন?' প্রায় লাফিয়ে উঠল ভিনসেন্ট স্মল।

'ঠিকই বলছি। মার্কিন আইসিবিএম প্রজেক্টের সিস্টেম বরবাদ করে দেয়া যাবে, এমন একটা বাই-পাস কন্ট্রোল তৈরি করেছে আরেকজন, স্রেফ বাজী জেতার জন্যে। ওই কন্ট্রোল অ্যাকটিভেট বা ডিঅ্যাকটিভেট করার রিমোট সুইচ তার কাছেই আছে। এবং পালিয়ে বেড়াচ্ছে পিটার মার্টিন। তাকে যদি খুব দ্রুত নিরস্ত্র করা সম্ভব না হয়, তাহলে সব শেষ।'

পরপর কয়েকটা ঢোক গিলল স্মল। রোস্টার স্থির হয়ে বসে আছে, হাতের তালু দেখছে আনমনে। 'ও মাঝেমধ্যে একটা জায়গার কথা বলত,' বলল ভিনসেন্ট স্মল। 'বলত, ওর নাকি একটা হাইডআউট আছে কোথাও।'

শক্ত হয়ে গেল মাসুদ রানা। 'কোথায়? কি নাম জায়গাটার।'

'জানি না। নাম বলেনি। বিষয়টা নাকি খুব গোপনীয়, বলত মার্টিন। তবে কিছু কিছু...' থেমে গেল লোকটা।

'বলুন, কিছু কিছু কি?'

'জায়গাটার ব্যাপারে এটা-ওটা বলত সে, যখন মর্জি হত।'

'যেমন?'

'যেমন...' মনে করার চেষ্টা করল স্মল, 'উম্‌ম্! ওখানে একটা ফিশ স্টোর আছে...ওয়াক্স নামে এক লোক তার মালিক। মাছ মার্টিনের পছন্দ। বলত, জায়গাটা নাকি ওর কাজের জন্যে আদর্শ।'

'নাম বলেনি কখনও?' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। উত্তেজনায় হাত কাঁপছে অল্প অল্প।

'না। জিজ্ঞেস করলেই এড়িয়ে যেত।'

'তারপর?'

ক্লড বোস্টার নড়ে উঠল। 'পরে আমরা দু'জন গোপনে খোঁজ-খবর নিয়েছি, খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি সে জায়গা, কিন্তু পারিনি।'

হতাশ হয়ে পড়ল মাসুদ রানা। যা-ও বা একটু আশার আলো দেখা দিয়েছিল, গেল মিলিয়ে। এই মনে হলো পেয়েছি, পরমুহূর্তে মিলিয়ে গেল ঘন কুয়াশায়। হাজার মাইল দূরে সরে গেছে, পুব-পশ্চিমে, না উত্তর-দক্ষিণে, জানে না ও।

'জায়গাটার কথা কতবার বলেছে সে?'

'আমার সামনে দু'বার। দু'বারই ওকে অসুস্থ মনে হচ্ছিল।'

'অর্থাৎ বৃস্ট প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল তার?'

'হ্যাঁ।'

স্মলের দিকে ফিরল মাসুদ রানা। 'আপনার সামনে কতবার বলেছে?'

'কয়েকবারই। ঠিক মনে নেই। ব্যাপারটা অদ্ভুত লেগেছে আমার।'

'কেন?'

'পিটার মার্টিন জীবনভর বড় বড়, অত্যাধুনিক ল্যাবে কাজ করে অভ্যস্ত। অন্য টেকনিশিয়ানদের সাহায্য নিয়ে ওকে কাজ করতে হয়। সে কোথায় কেমন আদর্শ কাজের জায়গা খুঁজে পেল, সেখানে একা কি কাজ করবে, এইসব ভেবে অবাক লাগত আমার। এ নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন করিনি কখনও।'

'নিঃসঙ্গতায় ভুগত আপনাদের বন্ধু?'

'হ্যাঁ, খুব।'

'আপনাদের কারও মনে পড়ছে না কখনও সেই জায়গাটার নাম সে উল্লেখ করেছিল কি না? বা...

মৃদু গলায় বলল বোস্টার, 'যেদিকেই হোক, অন্তত উত্তরে কোথাও হবে না সে জায়গা।'

'কেন? হতে বাধা কোথায়?'

'রিউমেটিজম আছে মার্টিনের। বেশি ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ক্ষতি হয় ওর, সহ্য করতে পারে না।'

'তার মানে, পৃথিবীর আর মাত্র অর্ধেকটা খুঁজলেই পাওয়া যাবে তাকে,' তিক্ত গলায় বলল মাসুদ রানা।

'বিশ্বাস করুন,' বলল স্মল। 'আমরা চেষ্টা করেছি জানার। তখন যদি বিন্দুমাত্র টের পেতাম এর মধ্যে এতবড় ব্যাপার আছে, আরও সচেষ্ট অবশ্যই হতাম আমরা।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল ও। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'আর কখনও ভুলেও সে চেষ্টা করতে যাবেন না কেউ। ভুলেও না। এখন থেকে, ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখতে হবে আপনাদের নিজেদের, চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে। মনে রাখবেন, আরও অনেকেই জানে তার সাথে আপনাদের বন্ধুত্বের কথা। তারাও খুঁজছে পিটারকে। যদি তারা সন্দেহ

করে যে আপনাদের কাউকে ধরলে তার খোঁজ পাওয়া যাবে, করতে পারে। সেক্ষেত্রে কি ঘটবে অনুমান করে নিন। আর, এর মধ্যে যদি কোন নতুন তথ্য মনে পড়ে, আমাকে জানাবেন।'

দুই টুকরো কাগজে কয়েকটা ফোন নাম্বার লিখে দু'জনকে দিল মাসুদ রানা। 'এর যে কোন নাম্বারে ফোন করবেন, খবর পেয়ে যাব আমি। আগে নিজের পরিচয় জানাতে ভুলবেন না। যা বললাম, মনে রাখলে আপনারাই উপকৃত হবেন।'

মাথা দোলাল লোক দুটো।

'ওয়াচ ইওর স্টেপ। যে কোন মুহূর্তে যা খুশি ঘটে যেতে পারে।'

হোটেলে ফিরে এল মাসুদ রানা। ফোনে বুচওয়াল্ডের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করল, কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না। তার জন্যে একটা বার্তা ডেস্ক অ্যাটেনডেন্টকে জানাল রানা, তারপর বেরিয়ে এসে ছুটল পুলিশ স্টেশন।

'আপনি গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে বসেছেন আমার,' ওকে দেখে হাসির ভঙ্গি করল ক্যাপ্টেন হার্ডেকার। 'আসুন।'

'আমিও বুঝি তা।' সিগারেট অফার করল ও ক্যাপ্টেনকে, নিজেও ধরাল একটা। 'আপনার স্পাই দু'জনের খবর কি?'

'এখনও খোঁজ পায়নি কোন।'

'আই সী!'

'এবার কি মনে করে, মিস্টার রানা?'

'কুড বোস্টার আর ভিনসেন্ট স্মল, দু'জনের বাসায়ই চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে গার্ড বসাতে হবে, ক্যাপ্টেন। ইমিডিয়েটলি।'

চোখ কুঁচকে উঠল হার্ডেকারের। 'কেন?'

'নইলে ওদের দু'জনের মাথা সই করে টার্গেট প্র্যাকটিস করতে

পারে কেউ।'

'আপনি শিওর?'

'ওয়ান হাণ্ড্রেড অ্যাণ্ড ফিফটি পার্সেন্ট।'

কিছুক্ষণ নীরবে ওকে পর্যবেক্ষণ করল হার্ডেকার। 'অল রাইট, এখনই ওদের জন্যে গার্ডের ব্যবস্থা করছি আমি। তবে,' থেমে মুচকে হাসল ক্যাপ্টেন। 'কেন ওদের ওপর হামলা আসবে, ব্যাখ্যা করবেন না নিশ্চই?'

হাসল মাসুদ রানাও। 'ঠিক ধরেছেন। অন্তত এখনই নয়। পরে সময় হলে করব, হয়তো।'

'হয়তো না।' সমঝদারের মত মাথা দোলাল হার্ডেকার।

আবার হাসল রানা। 'হয়তো বললে কি দুটোই বোঝায় না?'

'কিছু তথ্য আমি সংগ্রহ করেছি, মিস্টার রানা। হয়তো আপনার কাজে লাগবে।'

'কিসের তথ্য?'

ওর চোখে চোখ রেখে বলল ক্যাপ্টেন, 'পিটার মার্টিন সম্পর্কিত।' টেবিল থেকে দুটো টাইপ করা শীট তুলে নিল সে। রানা তাকে নীরবে পর্যবেক্ষণ করছে দেখে হাসল মুখ টিপে। 'কাকে ঘিরে কি চলছে এখানে, আপনি আমাকে বলেননি ঠিকই, কিন্তু ইউ নো, আমি ইউ গ্যালির পুলিস চীফ। সোর্স আমারও প্রচুর আছে, তাদের মধ্যে খুব পুরানো এবং বিশ্বস্ত একজন খবরটা দিয়েছে আমাকে। আমাদের ঘাড়ের ওপর কেপ কেনেডি, ওখানে যে সব টেকনিশিয়ান কাজ করে, আই মীন করত, এই মার্টিন তাদের মধ্যে অন্যতম এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল কোন এক সময়ে।

'যে জন্যে তার ওপর নজর রাখার দায়িত্ব অফিশিয়ালি আমাকে দেয়া হয়েছিল। রুটিন নজরদারী, লোকটা কোন বাজে তৎপরতার

সাথে জড়িত কি না, বা সিকিউরিটি রিস্ক কি না, সেদিকে লক্ষ রাখতে হত আমাকে।'

'তো?'

'তো সেই সময়ে পিটার মার্টিন সম্পর্কে কিছু তথ্য হাতে আসে আমার। ইউ গ্যালিতে আপনার পদধূলি দেয়ার কারণ জানতে পেরে আজ পুরানো ফাইল ঘেঁটে সে-সব বের করেছি। ওগুলো জানা থাকলে হয়তো কিছু সাহায্য হবে আপনার।'

'কি ধরনের তথ্য?'

'মেয়ে সম্পর্কিত।'

বিস্মিত হলো মাসুদ রানা। 'মেয়ে!' এ একটা নতুন তথ্য। কোন মেয়ের সাথে পিটার মার্টিনের সম্পর্ক ছিল না বলেই জানত সবাই।

'এখানকার দুই বারবনিতার কাছে আসা-যাওয়া করত লোকটা। কারণ শুধুই জৈবিক চাহিদা মেটানো। অর্থের বিনিময়ে দেহ, দ্যাট'স অল। তবে...'

'কি তবে?'

'আরও এক মেয়ের সাথে দু'বার দেখা গেছে তাকে এই শহরেই। মেয়েটি যতদূর জানা গেছে স্থানীয় নয়। এবং বারবনিতাও ছিল না।'

'মেয়েটি কে? কোন বর্ণনা?'

'বয়স সাতাশ-আটাশ। উচ্চতা মাঝারি, স্বাস্থ্য ভাল। সুন্দরী। ব্লন্ড। দু'বার এ শহরে দেখা গেছে তাকে, মার্টিনের অ্যাক্সিডেন্টের পর। দু'বারই এক সাথে লাঞ্চ করেছে তারা এবং শেষের দিন ছবিও দেখেছে।'

গভীর চিন্তায় ডুবে থাকল কিছুক্ষণ মাসুদ রানা। 'মেয়েটির পরিচয় বের করার কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি?'

'না, তার কোন প্রয়োজনও ছিল না। অকারণ এসব খবরদারী করতে গেলে তাদের দু'জনেরই নাগরিক অধিকার খর্ব করা হত, আইনগত

জটিলতায় জড়িয়ে পড়তে পারতাম আমরা।'

'বুঝেছি।

'যতদূর জানা গেছে, ওদের দু'জনের সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ।'

'আর?'

'দু'বারই এখানকার সিন্দবাদ হোটেলে ওঠে মেয়েটি হেলেন লুইস নামে, নিজের ঠিকানা দিয়েছিল সারাসোটার। টেলিফোনে চেক করা হয়েছে সে ঠিকানা, ঠিকই ছিল। তার অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের ম্যানেজার জানিয়েছে, ৮ বছরের বেশি সময় ধরে ওই ঠিকানায় বাস করছে হেলেন লুইস।'

অন্যমনস্কের মত হাত বাড়াল মাসুদ রানা. শীট দুটো তুলে দিল ক্যাপ্টেন হার্ডেকার। দ্রুত ওতে চোখ বোলাল ও। দ্বিতীয় শীটের শেষদিকে হেলেন লুইসের সারাসোটার ঠিকানা এবং ফোন নম্বরের ওপর কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল দৃষ্টি। মুখস্থ করে নিল রানা সে সব। 'মনে হয় সন্দেহজনক কিছু নেই এর মধ্যে।' ফিরিয়ে দিল ও শীট দুটো।

'হতে পারে। তবু আমি আরও বিস্তারিত জানার চেষ্টায় আছি। নতুন কোন তথ্য পাওয়া গেলে জানাব আপনাকে।'

'ধন্যবাদ, আমি অপেক্ষায় থাকব।'

হাসি ফুটল ক্যাপ্টেনের মুখে। 'আপনাকে সা' । করার একটা সুযোগ পাওয়া গেল দেখে ভালই লাগছে। ইউ গ্যালি ছোট শহর, মিস্টার রানা, উল্লেখ করার মত কিছুই প্রায় ঘটে না কখনও। এই সুযোগে কিছু একটা করতে পারছি বলে...'

বাধা দিল রানা। 'খুশি লাগছে। আমি বুঝি।'

'আপনি যদি ওই দুই মেয়ের সাথে দেখা করতে চান, আমি ব্যবস্থা করতে পারি।'

'ঠিকানা দিন ওদের। জানিয়ে রাখুন, প্রয়োজন হলে আসব আমি।'

উঠল মাসুদ রানা। 'দয়া করে এখনই বোস্টার আর সুলকে গার্ড দেয়ার ব্যবস্থা করুন।

'শিওর।'

চার

ঠক্-ঠক্ শব্দে এগিয়ে গিয়ে পীপহোলে চোখ রাখল মাসুদ রানা। হেনরি বুচওয়াল্ডকে দেখে খুলে দিল দরজা। 'আসুন।'

আকাশ আরও গাঢ় রং পেয়েছে, ঘন সুরমা রঙের মেঘে ছেয়ে আছে। চারটা বাজে, অথচ দেখে মনে হয় সন্ধে হয়ে গেছে বুঝি। রাস্তার আলো জ্বেলে দেয়া হয়েছে একটু আগে। বাড়ি-ঘর, দোকানপাটের আলো জ্বলছে অনেক আগে থেকেই। দমকা বাতাস আর বৃষ্টির তোড়ে রাস্তা প্রায় জনহীন।

'কিছু জানা গেল?' দরজা বন্ধ করে ভেতরে এসে বসল মাসুদ রানা ইঙ্গিতে বসতে বলল স্পাইডারকে।

'সাভান্না থেকে সম্প্রতি বড় এক হেরোইনের চালান হাতবদল হয়েছে। খাঁটি জিনিস। কিনেছে সুনি কিপটন নামে একজন। তার বর্ণনা যা পেলাম, তাতে আমি শিওর, ওই লোক হেনরি ফ্র্যাঙ্কের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। চার্লসটন নামে একজনের কাছ থেকে কিনেছে সে মাল। চার্লসটন রেগুলার সেলার। সম্ভবত সে-ও জড়িয়ে পড়েছে মার্টিনের সাথে।'

'ফিশের কোন খবর?'

মাথা দোলাল স্পাইডার। 'নাহ্! স্রেফ উবে গেছে ব্যাটা। বহু খুঁজেছি, হদিসই নেই কোন।'

'খোঁজ চালিয়ে যান। ওকে পেতেই হবে।' পকেট থেকে হেনরি ফ্র্যাঙ্কের একটা ছবি বের করল মাসুদ রানা। 'একে চেনেন?'

ছবিটা দেখল স্পাইডার। পরমুহূর্তে বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার চোখ। 'ও মাই গড! এ ছবি পেলেন কোথায়?'

'কেন?'

'এই তো সেই লোক, ফিশ।'

'কি বললেন?' থমকে গেল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ। এ সেই ফিশ।'

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ছবিটা নিয়ে নিল রানা। হাবুডুবু খাচ্ছে চিন্তার সাগরে। 'বুঝলাম।'

ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যে এয়ারপোর্টে পৌঁছল মাসুদ রানা। বাইরে যখন গাড়ি পার্ক করছে ও, তখনই রানওয়ে স্পর্শ করল ক্যামিলি হান্টের বিমান। ফোকার ধরনের ছোট একটা বিমান। চারজন যাত্রীর পর দরজায় উদয় হলো ক্যামিলি। কাঁধে লম্বা ফিতের মাথায় ঝোলানো একটা ব্যাগ, আর হাতে একটা কোট, এই তার লাগেজ।

ভেতরে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত বৃষ্টি দেখল সে অসহায় দৃষ্টিতে, তারপর কোট দিয়ে মাথা আড়াল করে দৌড় লাগাল টার্মিন্যাল ভবনের দিকে। ভেতরে পা রেখেই রানাকে দেখে চোখ কোঁচকাল ক্যামিলি। 'ইশ্শ্! দেখ তো কী অবস্থা। এর মধ্যে মানুষ বের হয় ঘর থেকে?'

হাসল মাসুদ রানা। 'এর মধ্যেই বের হতে হয়, নইলে জীবন একঘেয়ে হয়ে পড়ে। দাও, তোমার বোঝাটা দাও।' তার ব্যাগের দিকে

হাত বাড়াল ও।

'ধন্যবাদ। তার প্রয়োজন নেই। তাড়াতাড়ি গাড়িতে চলো. ভিজে একসা হয়ে গিয়েছি। ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

'হ্যাঁ. চলো।'

গাড়িতে উঠে গায়ের পানি ঝাড়ল ক্যামিলি। 'আচ্ছা মানুষ তুমি! এভাবে জরুরী তলব কেন করলে বলো দেখি!'

'জরুরী প্রয়োজন ছিল.' গিয়ার দিয়ে গাড়ি ছাড়ল ও।

'ছিল?' চোখ কুঁচকে তাকাল মেয়েটি। 'তার মানে? শুধু শুধু ছুটে এলাম আমি এত পথ?'

'শুধু শুধু কেন হবে? আমি তো আছি।' সবুজ সঙ্কেতের অপেক্ষায় গাড়ি দাঁড় করাল মাসুদ রানা। 'তোমার ছুটে আসা যাতে একেবারে বিফল না হয়. সে ব্যবস্থা আমি করব। প্রমিজ।'

বাঁকা নজর হানল ক্যামিলি। 'নিশ্চই সে জন্যে আসতে বলোনি?'

'ঠিক ধরেছ।' সঙ্কেত বদলে যেতে বড় রাস্তায় উঠে পড়ল রানা, গাড়ি ছোটাল শহরের দিকে। 'কেন বলেছি. সে তো ফোনেই...'

'আমার মনে হয় সেটাও আসল কারণ নয়. রানা। জানো, কত জরুরী কাজ ফেলে রেখে ছুটতে হয়েছে আমাকে?'

প্রসঙ্গ বদল করল ও। 'হেনরি ফ্র্যাঙ্কের সেই কথাটা মনে পড়েছে?'

'না. দুঃখিত।'

'ভুলে যাও।'

'ব্যাপারটা কি নিয়ে, রানা?'

'সে সব থাক না হয়। ছুটে আসার আনন্দ মাটি হয়ে যাবে তোমার। তারচে' বরং হঠাৎ পাওয়া ছুটি এনজয় করো। কাল প্রথম নিউ ইয়র্ক ফ্লাইটে...'

'ফ্লাইট! কাল? তুমি ওয়েদার রিপোর্ট শুনেছ?'

'না তো! কেন?' ঘুরে মেয়েটিকে দেখল মাসুদ রানা।

'এই মুহূর্ত থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্যে ফ্লোরিডার সাথে সারাদেশের বিমান যোগাযোগ বন্ধ। আমারটা ছিল শেষ ফ্লাইট।

'সত্যি আমি দুঃখিত, ক্যামিলি।'

'থাক্, অত ঘটা করে দুঃখ প্রকাশ করতে হবে না। এখন যাচ্ছি কোথায় আমরা?'

'এক খারাপ মেয়ের কাছে।'

পাশ ফিরে বসল ক্যামিলি হার্স্ট। 'খারাপ মেয়ে?'

'হ্যাঁ, হোর বা বারবনিতাও বলে লোকে।'

দীর্ঘ সময় রানাকে দেখল মেয়েটি। তারপর চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'তোমাকে বোঝা বড় মুশকিল।'

'অতএব সে চেষ্টা আর কোরো না,' হাসল রানা। পনেরো মিনিট পর ক্যাপ্টেনের দেয়া দুটো ঠিকানার প্রথমটায় গাড়ি থামাল। বাড়িটা দোতলা, আর দশটা আবাসিক বাড়ির মতই, বরং একটু বেশিই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গ্যারেজে দুটো ফোর্ড গাড়ি মজুত দেখা গেল। যে মেয়েটি দরজা খুলল, ত্রিশের মত বয়স তার। ব্লণ্ড। দীর্ঘদেহী, পূর্ণ প্রস্ফুটিত শ্রেণীর মেয়ে। মুখে প্রফেশনাল রেডিমেড হাসি, গাঢ় নীল চোখে অতল সাগরের রহস্য। অবশ্য রানার সাথেও এক ব্লণ্ড রয়েছে দেখে হাসি-রহস্য দুই-ই গায়েব হয়ে গেল তার পলকে। এরা ভুল ঠিকানায় এসেছে ভাবল হয়তো সে।

'মিস লিসা?'

মাসুদ রানার প্রশ্ন সামান্য বিস্মিত করল মেয়েটিকে। 'হ্যাঁ!'

'আমার এক বন্ধুর ব্যাপারে আপনার সাথে কিছু কথা বলতে এসেছি। ভেতরে আসতে পারি আমরা?'

'আসুন।'

লিভিং রুমে বসল ওরা। খেয়াল করল রানা, লিসা ঘন ঘন ক্যামিলির দিকে তাকাচ্ছে। অস্বস্তিতে পড়েছে হয়তো। 'পিটার মার্টিন নামে একজনের কথা নিশ্চই মনে আছে আপনার?' বলল রানা।

'হ্যাঁ। এঞ্জিনীয়ার,' মাথা দোলাল লিসা। 'কেন?'

'তাকে কেমন মনে হয়েছে আপনার?'

'কেমন মানে?'

'মানে অনেকের সাথে সম্পর্ক আছে আপনার, পেশার খাতিরে রাখতে হয়। এর ফলে মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ করার সুযোগও পেয়েছেন আপনি। সেই দৃষ্টিতে লোকটাকে কেমন মনে হয়েছে আপনার জানতে চাইছি।'

মুখ নিচু করে ভাবল কিছু লিসা। 'একেবারেই সাধারণ মনে হয়েছে।' ক্যামিলির দিকে ফিরে লাজুক এক টুকরো হাসি দিল সে। 'আপনি বিব্রত হচ্ছেন না তো?'

'না,' কণ্ঠ অহেতুক চড়িয়ে বলল ক্যামিলি। 'মোটেই না।'

নত মস্তকে নিজের হাতের রেখা পর্যবেক্ষণে মন দিল লিসা। 'ভদ্রলোক একেবারে আনাড়ি ছিলেন। একেবারেই অনভিজ্ঞ, তৃপ্ত হওয়ার...আই মীন...

'বুঝেছি,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তারপর বলুন।'

'ভারমুক্ত হওয়ার পর প্রতিবারই কাঁপতে দেখেছি তাকে। দুর্বল হয়ে পড়তেন।'

'আর?'

'খুব লাজুক, মুখচোরা ছিলেন আপনার বন্ধু। তাঁর সম্ভবত এক বান্ধবী ছিল। আমার মত সেই মেয়ে তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারত না বলে তিনি মনে হয় রীতিমত প্রশংসা করতেন আমাকে।'

'বান্ধবীর কথা বলেছে সে আপনাকে?'

'বলেছে।'

'মেয়েটিকে দেখেছেন কখনও?'

অন্যমনস্কের মত ক্যামিলিকে দেখল লিসা। 'দেখেছি, তবে পরিষ্কার নয়। সিনেমা হলে আবছা অন্ধকারে দেখেছি…খেয়াল নেই।'

'নাম বলেনি সে মেয়েটির?'

'হ্যাঁ। হেলেন কি যেন।'

'হেলেন লুইস?'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। লুইস। হেলেন লুইস।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। এ ব্যাপারে নতুন আর কোন তথ্য যদি মনে পড়ে, দয়া করে পুলিস চীফকে জানাবেন।'

খানিক ইতস্তত করে মাথা দোলাল লিসা। 'বেশ।'

বলা ছিল ম্যানেজারকে, তাই রানার পাশের রুমটা ক্যামিলির জন্যে তৈরিই রেখেছে সে। 'যদি ঠাণ্ডা লেগেছে আমার, বুঝবে মজা।' রুমে ঢুকে এদিক ওদিক তাকাল ক্যামিলি।

'ঠাণ্ডা সারাতে ওস্তাদ আমি।'

এক কোমরে হাত রেখে দেহের ওপরের অংশ ঘোরাল মেয়েটি। দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা তীব্র যৌনাবেদনময়। আপাদমস্তক দেখল সে রানার। 'সত্যি?'

শ্রাগ করল ও। 'পরীক্ষা প্রার্থনীয়।'

'ওয়েল। পরে দেখা যাবে। আগে তোমার একটা শার্ট অন্তত দাও দয়া করে। গোসল সেরে পরার কিছুই নেই সঙ্গে।'

নিজের নতুন এক শার্ট এনে দিল ও। 'গোসল সেরে এটা পরো, তারপর ঢুকে পড়ো কম্বলের তলায়। আমি ডিনারের ব্যবস্থা করছি।'

নিজের রুমে এসে দরজা বন্ধ করে দিল মাসুদ রানা। সারাসোটায় হেলেন লুইসের নাম্বারে কথা বলার জন্যে হাত বাড়াতে যাচ্ছিল, এই

সময় বেজে উঠল ফোন—হাবিব করেছে নিউ ইয়র্ক থেকে। 'আপনার প্যাকেট কাল সকালে হুউ-গ্যালি পোস্ট অফিসে পৌছে যাবে, মাসুদ ভাই। জিনিসটার ব্যাপারে খোঁজ খবর করতে গিয়ে সি.আই.এ-র একজনের সাহায্য নিতে হয়েছে আমাকে পথ না পেয়ে। লোকটা আমার বন্ধু। অবশ্য তেমন কিছু বলিনি আমি তাকে।'

'ভাল করেছ। তারপর?'

'ওই এলাকায় বেজেক্স কে কে কিনছে এ মুহূর্তে, তার ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দু'দিন আগে মায়ামি এয়ারপোর্টে একটা বিক্রি হয়েছে। কে কিনেছে সেটা, বিক্রেতা সঠিক বলতে পারেনি। ওই একটার ক্ষেত্রেই এমনটা ঘটেছে, আর যারা কিনেছে তারা প্রত্যেকে নিয়মিত ক্রেতা।'

'এগুলোয় কতদিন চলে?'

'বেশি ব্যবহার হলে দু'দিন। কোন ক্ষেত্রে তিন-চারদিন।'

'স্পেশাল দুটো হলেই চলত। বাকিগুলোর প্রয়োজন হবে না। যে জন্যে ওগুলো পাঠাতে চাইছ, তাতে সময় লাগবে। অথচ সময় নেই একেবারেই।'

'কিন্তু ওগুলো ডেসপ্যাচ হয়ে গেছে।'

'ওকে, গিয়ে থাকলে যাক। আসাদ চিঠিটা পায়নি এখনও?'

'না। আজ রাতের মধ্যে পাওয়ার আশা আছে।'

'ঠিক আছে। রাখছি তাহলে।'

লাইন কেটে দিয়ে হার্ডেকারের দেয়া হেলেন লুইসের ফোন নম্বর বের করল মাসুদ রানা। রিং করল সারাসোটায়। দু'মিনিট পর পাওয়া গেল লাইন। যে বিল্ডিঙে থাকে হেলেন, তার সুপার জবাব দিল ও প্রান্তে। সুরেলা গলায় বলল লোকটা। 'ই-ইয়েস?'

'আমি হেলেন লুইসের নাম্বারে রিং করেছি, কিন্তু...'

'মিস লুইস? তার তো টেলিফোন নেই। এটা আমার অফিসের নাম্বার।'

'ওহ্, দুঃখিত। দয়া করে তাকে ডেকে দেবেন?'

'আমিও দুঃখিত, মিস্টার; তিনি নেই!'

'কোথায় গেছেন?'

'খুব সম্ভব রোম।'

'মাফ করবেন?'

'রোমে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। এখন ওর রোমেই থাকার কথা। মিস লুইস বেশিরভাগ সময় ট্যুরের ওপর থাকেন, ইউ নো?'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আপনি কোত্থেকে বলছেন?'

'নিউ ইয়র্ক থেকে।'

'যদি মিস লুইসের জন্যে কোন মেসেজ...আর মেসেজ রেখেই বা হবে কি? সারা বছরে দুই-একবার আসেন তিনি এখানে। দু'তিন দিন থেকেই ফুড়ুৎ। আমার অবশ্য তা নিয়ে ভাবতে হয় না। কারণ, এক বছরের ভাড়া এক সাথে পে করেন উনি।'

'আচ্ছা! তার অ্যাপার্টমেন্ট কি ফার্নিশড?'

'হ্যাঁ। আমাদের প্রত্যেকটি অ্যাপার্টমেন্টই ফার্নিশড। কেন জিজ্ঞেস করছেন?'

'এমনি, বিশেষ কোন কারণ নেই। ধন্যবাদ।'

নতুন করে ভাবতে বসল মাসুদ রানা। তিন দিন হলো এখানে এসেছে ও, এখনও কিছুই করতে পারেনি, কেবল আন্দাজ আর অনুমান ছাড়া। হেলেন লুইসকে কেন্দ্র করে যে ক্ষীণ আশার আলো দেখা দিয়েছিল, তাও নিভে গেল আলেয়ার মত। কিছু পাওয়া গেল না পথের বাঁকে।

কোথায় বসে নিজের খামখেয়ালী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্যে তৈরি হচ্ছে এক অ্যাডিক্ট, উন্মাদ ট্যালেন্ট, কে জানে! এ পর্যন্ত যতদূর বুঝতে পেরেছে রানা, তাতে ও প্রায় নিশ্চিত যে পিটার মার্টিনের মিশন সম্পূর্ণ অপরিকল্পিত। যে পরিকল্পনা করে স্বপনকে খোঁচা মেরে উসকে দিয়েছিল সে, তা পরে নিজেই হঠাৎ করে বদলে ফেলেছে। সে যে কারণেই হোক। কোন কিছুই পরিকল্পিত উপায়ে চলছে না বলেই চারদিকে এত প্যাঁচঘোচ।

কেউ চায় মাসুদ রানাকে হত্যা করতে, কেউ চায় বাঁচিয়ে রাখতে। ধরে নেয়া যেতে পারে হেনরি ফ্র্যাঙ্ক ফিশ মার্টিনের পক্ষে কাজ করছে। সে জানে স্বপনকে কোথায় আটকে রাখা হয়েছে। যে জন্যে মার্টিনের নির্দেশে মাসুদ রানাকে হত্যা করতে চাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়।

কিন্তু নাইজার হপস কেন ওকে রক্ষা করতে যাবে? সে কেন রানার গুপ্তঘাতককে হত্যা করবে? কেজিবি জানে না মার্টিন-স্বপন কোথায় আছে? মাসুদ রানার লেজ ধরে সেখানে পৌঁছার আশায় আছে ওরা? কিন্তু হুগোর সাথে যদি কেজিবির বাই-পাস কন্ট্রোল কেনাবেচার কথা পাকা হয়েই থাকে, তাহলে কেজিবির লোক কেন রানার পিছু নেবে? হুগোর লোক নেই কেন সীনে?

তার মানে হুগোও জানে না ওদের সন্ধান? না তার সাথে মার্টিন গোপনে নতুন কোন পরিকল্পনা ফেঁদেছে?

চাঁদি গরম হয়ে উঠছে দেখে ক্ষান্ত দিল মাসুদ রানা। কে দেবে এত প্রশ্নের জবাব? আপাতত পেটের জ্বালা মেটানো যাক, ভাবল ও, তারপর ফুল স্পীডে শুরু করা যাবে আবার। ক্যামিলির খবর নেয়ার জন্যে উঠতে যাচ্ছিল রানা, টেলিফোনের আওয়াজে বসে পড়তে হলো।

'ইয়েস?'

'স্পাইডার।'

লোকটার বলার সুরে এমন কিছু ছিল, কলজে ছাঁৎ করে উঠল রানার। 'কোত্থেকে?'

'১২০ পিনো লেন থেকে। একটা ডেডবডি আগলে বসে আছি আমি। জলদি চলে আসুন।'

'কে সে?'

'পিটার মার্টিনের আরেক বন্ধু।'

'শট?'

'হ্যাঁ, জলদি আসুন। ১২০ পিনো লেন।'

পাশের রুমে তখনও শাওয়ারের শব্দ আসছে শুনে নক করল না রানা, ক্যামিলির জন্যে ছোট্ট একটা চিরকুট লিখে কাগজটা তার দরজার নিচ দিয়ে ভেতরে চালান করে দিয়েই ছুটল। মুষলধারার বৃষ্টি আর উথাল-পাথাল ঝোড়ো বাতাসে চারদিক ঝাপসা। সেই সাথে ঘন ঘন বাজ পড়ছে বিকট শব্দে। ম্যানেজারের কাছে পথের হদিস জেনেই এসেছে মাসুদ রানা, তাই দেরি হলো না জায়গামত পৌঁছতে।

পিনো লেন এক কানা গলি। তার একেবারে শেষ বাড়িটা ১২০ নম্বর। অবিকল এক বাক্সের মত দেখতে ওটা। অসমাপ্ত। গলির আর সব বাড়িতে আলো দেখা গেল, কিন্তু ওটা অন্ধকার। হেডলাইটের আলোয় সামনের এক চিলতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভিজতে দেখল রানা বুচওয়াল্ডকে। গাড়ির আলো নিভিয়ে বসে থাকল ও। বিদ্যুৎ চমকের আলোয় কাছ থেকে ভাল করে লোকটাকে দেখে নিশ্চিত হয়ে তবে নামল, হাতে ওয়ালথার প্রস্তুত।

'আসুন,' বলে পেন্সিল টর্চ জ্বেলে পথ দেখাল বুচওয়াল্ড। কয়েক পা এগিয়ে থেমে পড়ল। 'এই দেখুন।' তার টর্চের সরু আলোর রেখা রুমের এক কোণে পড়ে থাকা একটা মৃতদেহের ওপর চক্কর দিয়ে মুখে গিয়ে

স্থির হলো। 'বীজো ম্যাককল এর নাম। হেনরি ফ্র্যাঙ্কের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এ-ও মাসখানেক ধরে গায়েব ছিল। সাভান্না থেকে এই লোকই ফ্র্যাঙ্কের জন্যে হেরোইন কিনে এনেছে। মালটা আছে এখানে।'

'এর খোঁজ পেলেন কি করে আপনি?' দেহটা স্পর্শ করে দেখল রানা, এখনও গরম আছে মোটামুটি।

'একে আজ সন্ধের পর শহরে দেখা গেছে, খোঁজ পেয়েই ছুটে এসেছিলাম। দরজায় নক করে সাড়া না পেয়ে জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখি এই অবস্থা। আমি আসার অন্তত ঘণ্টাখানেক আগে মারা গেছে এ লোক।'

'কোথায় লেগেছে গুলি?'

'বুকে। স্মল ক্যালিবারের হাই ভেলোসিটির স্টীল বুলেট। বুক ভেদ করে পিছনের দেয়ালে ঢুকেছে বুলেট। ওই দেখুন।' আলোর রেখা স্থান বদল করল। 'আমার ধারণা অস্ত্রটা ম্যাগনাম ছিল।'

দেয়ালের ছিদ্রটা দেখল মাসুদ রানা। অনেকখানি চলটা উঠে গেছে ওখানকার। টর্চের আলোয় বুলেটের তলাটা দেখা যায় কেবল। 'হেরোইন কোথায়?'

'এই যে।' পকেট থেকে সিকি পাউণ্ড ওজনের একটা মুখ বন্ধ সেলোফেন ব্যাগ বের করল বুচওয়াল্ড। ভেতরে ধবধবে সাদা পাউডার ঠাসা।

এক পলক দেখল রানা প্যাকেটটা, স্পর্শ করল না। 'এর কাগজপত্র?'

'তাও আছে,' আরেক পকেটে হাত ঢোকাতে যাচ্ছিল স্পাইডার, হাত তুলে নিষেধ করল মাসুদ রানা।

'পুলিস চীফকে দেবেন।' মাথার মধ্যে ফের সব ওলট-পালট হয়ে গেছে। হিসেবের গড়বড়টা কোথায় ধরতে পারছে না মাসুদ রানা

নাইজার হপ্স্ যদি একে চিনতে পেরে থাকে, তাহলে হত্যা করল কেন? একে অনুসরণ করলেই তো পিটার মার্টিনের নাগাল পেয়ে যেত সে। কি ভেবে হাত পাতল রানা। 'টর্চটা দিন।'

ওটা নিয়ে বীজো ম্যাককলের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল ও। আলো ফেলে নজর বোলাতে লাগল তার মুখের ওপর। দেখতে দেখতে চেহারা কঠোর হয়ে উঠল রানার, উঠে পড়ল ও। নির্যাতন করা হয়েছে এর ওপর। অর্থাৎ যা জানার, গুলি করার আগে জেনে নিয়েছে নাইজার হপ্স্। ও জেনে গেছে কোথায় আছে মার্টিন? আতঙ্কিত বোধ করল মাসুদ রানা। সারা মুখে ঘাম ফুটে উঠল ওর।

বুচওয়াল্ডকে হতবাক করে দিয়ে আচমকা দৌড় দিল মাসুদ রানা। বাধা দেয়া দূরে থাক, তাকে কোন প্রশ্ন করার সুযোগও দিল না ও, দিশেহারার মত দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সংবিৎ যখন ফিরল বুচওয়াল্ডের, তখন দেরি হয়ে গেছে। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ষাট মাইল বেগে খ্যাক করে বড় রাস্তায় উঠে পড়েছে ততক্ষণে রানা, কড়া ব্রেক চাপার ফলে গতিশীল গাড়ি সড়াৎ করে পিছলে গেল ভেজা রাস্তায়, যেদিকে যেতে চাইছিল রানা, সেদিকেই ঘুরে গেল নাক। পরমুহূর্তে গায়েব হয়ে গেল গলিমুখ থেকে।

দশ মিনিট পর ভিনসেন্ট স্মলের বাড়ির গেটে পৌঁছল মাসুদ রানা। পুলিসী বাধা পেরোতে আরও পাঁচ মিনিট ব্যয় হলো।

জানালার পর্দা সরিয়ে ওকে দেখে তবে দরজা খুলল লোকটা। দুশ্চিন্তা, ঘুমের অভাব আর মৃত্যুভয়, সব মিলিয়ে একেবারে কাহিল করে ফেলেছে তাকে। 'আমার বাসার সামনে পুলিস কেন, মিস্টার রানা?' দরজা বন্ধ করে বলল সে।

'আপনার নিরাপত্তার জন্যে।' লোকটাকে বহাল তবিয়তে দেখে হাঁপ ছাড়ল ও।

নীরবে ওকে দেখল স্মল কয়েক সেকেণ্ড। 'আপনার চেহারা এরক লাগছে কেন? কি হয়েছে?'

'বীজো ম্যাককল নামে এক লোককে খুঁজে পেয়েছি আমি,' তা চোখে চোখ রেখে বলল মাসুদ রানা। 'কোন এক হেনরি ফ্র্যাঙ্কের বন্ধু সে। আমার ধারণা আপনাদের বন্ধু পিটার মার্টিনের সাথে জড়িত হয়ে পড়েছে লোকটা ইদানীং।'

'কোথায় সে?'

'নিজের বাড়িতে। মৃত। ঘণ্টাখানেক আগে হত্যা করা হয়েছে তাকে। দেখতে চাইলে চলুন আমার সাথে। হয়তো এরপর আপনারও ওই দশা হবে।'

সশব্দে আঁতকে উঠল মোটা লোকটা। চোখ কপালে তুলে কয়েক পা পিছিয়ে ধপ্ করে বসে পড়ল একটা চেয়ারে। 'আমি কেন...আমি...আমাকে...

'এখনও সময় আছে, মিস্টার স্মল,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা 'বোস্টারের সঙ্গে ফোনে কথা বলুন, দু'জনে মিলে মার্টিনের হাই আউটের অবস্থান কোথায়, কি নাম সে জায়গার মনে করার চেষ্টা চালান। আমার মনে হয়, জায়গাটার নাম সে বলেছিল, ভুলে গেছে আপনারা। ফর গড্স সেক, চেষ্টা করুন।'

পাঁচ

ওর অস্তিত্ব টের পাচ্ছে মাসুদ রানা।

আসছে নাইজার হপ্স্।

নাকি এসেই পড়েছে?

বীজো ম্যাককল যদি তাকে পিটার মার্টিনের হাইডআউটের সন্ধান দিয়ে থাকে, তাহলে আসবে সে, কোন সন্দেহ নেই। তাকে পাকড়াও করতে যাওয়ার আগে মাসুদ রানাকে শেষ করে দিয়ে তবে যাবে। ওকে নিজের লেজে লেগে থাকার কোন সুযোগ হপ্স্ দেবে না। দিতে পারে না। অতএব এবার আর রানার অচেনা শত্রুকে বধ করতে আসবে না সে, আসবে স্বয়ং ওকেই বধ করতে।

চারদিক চকিতের জন্যে আলো করে ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ, পরমুহূর্তে 'কড়-কড়-কড়াক্!' শব্দে পড়ল বাজ। কেঁপে উঠল গোটা ইউ গ্যালি। মোটেলের গেটে পৌঁছে ঘড়ি দেখল মাসুদ রানা। তাজ্জব হয়ে গেল সবে সাড়ে আটটা বাজে দেখে। ওর ধারণা ছিল কম করেও এগারোটা বেজে গেছে।

গাড়ি পার্ক করে দৌড়ে বারান্দায় উঠল রানা। ক্যামিলির জানালার ভারি কার্টেনের ওপাশে আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে। সেদিকে এগোতে গিয়েও মত পাল্টাল ও, প্রথমে ভেজা কাপড় ছাড়া দরকার। নিজের বন্ধ

দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। বাঁ হাত উঠে গেল ওপরে, দরজা আর ফ্রেমের ফাঁকে গুঁজে রাখা কাগজের ছোট্ট টুকরোটা খুঁজল। নেই! থমকে গেল মাসুদ রানা। পরমুহূর্তে ওয়ালথার চলে এল হাতে।

সেফটি ক্যাচ অফ করল ও, নিঃশব্দে খুলে ফেলল দরজার তালা দেয়ালের আড়ালে সরে এসে আচমকা পাল্লা ধরে টান দিল বাইরে দিকে।

ও যা আশঙ্কা করেছিল; গুলি বা মাযল ফ্ল্যাশ, কিছুই দেখা গেল না তার বদলে চাপা হাসির আওয়াজ এল। 'আমি হার্ডেকার, মিস্টার রানা বলে উঠল পুলিস চীফ। 'চলে আসুন।'

চোখ কোঁচকাল মাসুদ রানা। 'আলো জ্বালুন।'

মৃদু ক্লিক শব্দের সাথে আলোয় ভেসে গেল রুম। দরজা সোজা রুমের একমাত্র কুশন চেয়ারটায় বসা দেখা গেল ক্যাপ্টেনকে। মুখে মৃদু হাসি। 'ঘাবড়ে দিয়েছি নাকি?'

অস্ত্র জায়গায় রেখে ভেতরে ঢুকল মাসুদ রানা। 'আরেকটু হলেই গুলি করতাম আমি, ক্যাপ্টেন।'

কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'এ সব কাজে প্রয়োজনে এক-আধটু ঝুঁকি নিতেই হয়, মিস্টার রানা। কি আর করা!'

'এমন কি প্রয়োজন ঘটল এ ঝুঁকি নেয়ার?' দরজা বন্ধ করে খাটের কিনারায় এসে বসল মাসুদ রানা।

'আছে। ঘটেছে।'

'কি?'

'আমার আরেক ইনফর্মার ঘণ্টাখানেক আগে নতুন এক সংবাদ দিয়ে গেছে হেলেন লুইসের ব্যাপারে।' পায়ের ওপর পা তুলে প্রবল বেগে নাচাতে লাগল ক্যাপ্টেন হার্ডেকার। 'ভেরি ইন্টারেস্টিং খবর।'

কোট খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও। 'বলুন।'

'হেলেন লুইসকে হেনরি ফ্র্যাঙ্কের সাথেও দেখা গেছে।'

'হোয়াট!'

'হ্যাঁ।'

'হেনরি ফ্র্যাঙ্কের সাথে?'

'এগজ্যাক্টলি।'

'কবে! কোথায়!'

'এখানেই। যে সময় তাকে মার্টিনের সাথে দেখা গেছে, সেই একই সময়।'

'আগে তো বলেননি!'

'আমি নিজেই জানতাম না। জেনেছি ঘণ্টাখানেক আগে। মার্টিনের সাথে বাইরে দেখা করেছে হেলেন, ফ্র্যাঙ্কের সাথে নিজের হোটেল রূমে। অনেক রাতে অন্য পরিচয়ে তার হোটেলে গিয়েছিল লোকটা। তিনবার।'

খুব একটা আশ্চর্য হলো না মাসুদ রানা। ফ্র্যাঙ্ক যখন মার্টিনের হয়ে কাজ করেছে মৃত্যুর আগপর্যন্ত, তখন হেলেনের সাথে তার দেখা করায় অবাক হওয়ার কিছু নেই। বড় চতুর মেয়ে হেলেন লুইস, তাই ওদের দু'জনের সাথে প্রকাশ্যে জাহির করেনি সে নিজেকে। একজনের সাথে প্রকাশ্যে, অন্যজনের সাথে গোপনে দেখা করে ভবিষ্যৎ নিরাপদ করতে চেয়েছে। কোন জটিলতা দেখা দিলে যাতে সহজে তাকে প্যাঁচে ফেলা না যায়, সে চেষ্টা করেছে।

এখন যদি জানা যেত কে কার সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করছে, অথবা কে কার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, বড় উপকার হত।

'মেয়েটি আসলে কে, মিস্টার রানা? কার হয়ে কাজ করছে?'

'জানি না, ক্যাপ্টেন। জানার চেষ্টায় আছি।'

দীর্ঘ সময় ওকে দেখল পুলিস চীফ। 'আপনার ভোগান্তির কথা ভেবে

আফসোস হচ্ছে। বড় কঠিন পাল্লায় পড়েছেন।'

'ঠিক,' আনমনে মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'এই মেয়েটি আরও ঘোরাল করে তুলেছে পুরো ব্যাপারটা। তার মুখ আছে, চেহারা নেই। ছায়া আছে, কায়া নেই।'

ওঠার উদ্যোগ নিল চীফ। ক্যাপের দিকে হাত বাড়াল। 'আমার সাথে আসুন।'

'কোথায়?'

'কাছেই। খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা খবর আছে।'

'কি খবর?'

'আসুন না! পনেরো মিনিটের মধ্যে জেনে যাবেন। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, এ মিশনের এক মেজর টার্নিং পয়েন্ট হবে সেটা। কামন!'

অন্ধকার রুমে জানালার পর্দা সরিয়ে ঘাপটি মেরে বসে আছে মাসুদ রানা। তাকিয়ে আছে বাইরের বর্ষণমুখর রাতের দিকে। দুটোর ঘর পেরিয়ে গেছে কাঁটা। হার্ডেকারের সাথে বেরিয়ে আবার আধ ঘন্টার মধ্যেই ফিরে এসেছে ও, ক্যামিলিকে নিয়ে নিজের রুমে বসে লেট ডিনার সেরেছে। রানাকে চিন্তিত আর উদ্বিগ্ন দেখে ঘাঁটায়নি ক্যামিলি। প্রায় নীরবে খাওয়া শেষ করেছে। চলে গেছে রুমে। অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে সে। অহেতুক টেনে এনেছে রানা ক্যামিলিকে। ভাবছে ও, মেয়েটির যে সাইনাস আছে জানত না রানা। বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লেগে গেছে ওর।

সামনে মন দিল রানা। বাতাসের প্রবল ঝাপটায় থেকে থেকে ঝাঁকি খাচ্ছে ইউ গ্যালি। বৃষ্টি আর ঘন ঘন বজ্রপাতের আওয়াজে কান ঝালাপালা।

নাইজার হপ্‌সের মত শিকারীর জন্যে এমন রাতই উপযুক্ত।

বাইরে কোথাও হয়তো মিশে আছে সে অন্ধকারে, শিকারের অপেক্ষায়। হাতে তার পয়েন্ট টুটু ম্যাগনাম। মাসুদ রানাও তার প্রতীক্ষায় আছে। এমন বাদলঘন প্রলয় তাণ্ডবের রাতে শিকার করা ওরও পছন্দ।

খানিক বিরতির পর আবার ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ। তবে আগের মত বুনো ঝাঁঝ নেই তাতে। লক্ষ করল রানা, বৃষ্টির তোড়ও খানিকটা কমেছে। কোথায় তুমি নাইজার হপস? মনে মনে বলল ও. বেরিয়ে এসো, আমি তোমার অপেক্ষায় আছি। যদি বীজোকে দিয়ে কাজ উদ্ধার হয়ে থাকে, তাহলে আসবে সে। আসবেই। পথের কাঁটা উপড়ে ফেলার জন্যে আসতে হবে তাকে।

নাইজারের জায়গায় ও নিজে হলে শত্রুকে শেষ করার কাজে কোন্ জায়গাটা অ্যামবুশের জন্যে বেছে নিত, ভাবতে লাগল মাসুদ রানা। চট্ করে আইডিয়াটা এল মাথায়। জানালা বন্ধ করে পর্দা টেনে দিল ও। বাথরুমের আলো জেলে দরজাটা ভেতর থেকে ভিড়িয়ে রাখল ঘড়ি ধরে পাঁচ মিনিট, তারপর কমোড ফ্ল্যাশ করল। বাইরে যদি কেউ থেকে থাকে, তাকে ও বোঝাতে চায় প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে উঠেছে। আলো নিভিয়ে বিছানার কাছে চলে এল রানা।

বেড সাইড ল্যাম্প জেলে দ্রুত হাতে স্লীপিং ব্যাগ ফুলিয়ে একটা মানুষের ডামি তৈরি করল। দূরের দর্শকের জন্যে ডামিটা যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে দেখে সন্তুষ্ট হলো রানা। রুম অন্ধকার করে বাঁ হাতে জিনিসটা ধরে দরজার দিকে এগোল। ছিটকিনি খোলার আগে জানালার পর্দা সরিয়ে সামনেটা তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিল মাসুদ রানা। সেফটি ক্যাচ অফ করা ওয়ালথার দাঁতে কামড়ে ধরে নিঃশব্দে দরজা খুলল। ইঞ্চিখানেক ফাঁক করল পাল্লা।

পরমুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার দেহে। ঝট্ করে দরজা খুলেই

ডামিটা বাইরের দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল. আবার টেনে দিল দরজা। এক চিলতে ফাঁকে চোখ রেখে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকল। পরবর্তী বিদ্যুৎ চমকের অপেক্ষায় আছে, সেই সাথে সম্ভাব্য শত্রুর মাযল ফ্ল্যাশ দেখে তার অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চায়।

এক সেকেণ্ড দু'সেকেণ্ড করে পেরিয়ে যাচ্ছে সময়, দেখা নেই বিদ্যুতের। খোলা দরজার আরেক দিকে, দেয়ালের নিরাপদ আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। দৃষ্টি অন্ধকার ঝোপগুলোর দিকে। চরম উত্তেজনায় ঘামছে ও। দেখতে দেখতে দুই মিনিট কেটে গেল, আকাশের অন্ধকার কাটে না। বিরক্ত হয়ে উঠল রানা।

অবশেষে কাটল, ঝলসে উঠল ইউ গ্যালির আকাশ। চোখ ধাঁধানো নীলচে উজ্জ্বল আলো কাঁটা চামচের রূপ নিয়ে ফালি ফালি করে চিরে দিল আকাশের বুক। দিনের মত আলো হয়ে গেল চারদিক। ওরই মাঝে দৃশ্যটা চোখে পড়ল রানার, ডানদিকের বড় এক ঝোপ থেকে যেন এক ঝলক আগুন ছুটে এল ওর রুমের দরজা সই করে। যেন গায়ের জোরে ফুঁ দিয়ে পেটের আগুন উগরে দিল কোন প্রাগৈতিহাসিক ড্রাগন। গুলির আওয়াজ শুনতে পেল না রানা, বজ্রপাতের বিকট শব্দের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

ঝট করে মুখ পিছিয়ে নিল ও, তবে গুলির হাত থেকে রক্ষা পেলেও দরজা এবং চৌকাঠ থেকে ছিটকে উঠে আসা স্প্লিন্টারের আঘাত থেকে রেহাই পেল না। বাঁ গাল কেটে গেল মাসুদ রানার, দরদর করে বেরিয়ে এল রক্ত। কিন্তু সেদিকে নজর দেয়ার সময় নেই, এক লাফে রুম থেকে বেরিয়ে এসেই হাঁটু গেড়ে বসল ও মেঝেতে, ঝোপটা লক্ষ্য করে যত দ্রুত সম্ভব খালি করে ফেলল ওয়ালথারের চেম্বার। এক সেকেণ্ডও বিরতি না দিয়ে ক্লিপ বদল করল মাসুদ রানা।

আড়ালের আশায় এদিক ওদিক তাকাল। নেই কোন আড়াল, একদম খোলা জায়গায় রয়েছে সে। একেবারে বধ্যভূমিতে। এখন আবার চমকে উঠবে বিদ্যুৎ, যে কোন মুহূর্তে, পরিষ্কার দেখে ফেলবে ওকে নাইজার হপস। হলোও তাই। ওর ভাবনা শেষ হওয়ার আগেই জ্বলে উঠল আকাশ, গুলি করল শত্রু। এবারের আওয়াজটা স্পষ্ট শুনতে পেল মাসুদ রানা, পরক্ষণে চিত হয়ে পড়ল ও কলারে হ্যাঁচকা এক টান খেয়ে। অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে ঘাড়টা। পড়েই এক গড়ান দিয়ে সরে গেল ও। খেয়াল করেছে রানা, গুলি কোন ছোট অস্ত্র থেকে ছোঁড়া হয়নি। রাইফেলের আওয়াজ ওটা।

উপুড় হয়ে দু'হাতে ধরল রানা পিস্তলটা। ওর দু'চোখ হন্যে হয়ে খুঁজছে নাইজার হপসকে। হঠাৎ ডানদিকে, মোটেলের অফিস বরাবর, ছাতে, একটা দীর্ঘ ছায়া দেখতে পেল রানা মুহূর্তের জন্যে। দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল ওটা। আঁতকে উঠল রানা, ওটা কে? তাহলে ঝোপের দিকে ওটাই বা কে? ঘন ঘন দু'দিকে নজর বোলাতে লাগল মাসুদ রানা। ঘাম বেরিয়ে এসেছে আতঙ্কে। শত্রু কি তাহলে দু'জন? দু'দিক থেকে আক্রমণ করছে? ভাবতে ভাবতেই আরেকবার দেখল ও ছায়াটাকে, পলকের জন্যে মাথা তুলেই নামিয়ে নিয়েছে।

বজ্রপাতের শব্দের সাথে তাল রেখে পর পর দুটো গুলি ছুঁড়ল মাসুদ রানা। কোন লাভ হলো কি না বুঝতে পারল না। আচমকা হেডলাইটের তীব্র আলোয় ভরে উঠল সামনের আঙিনা, একটা গাড়ি যাচ্ছে সামনের রাস্তা দিয়ে। সে আলোয় আরেক ছায়া দেখতে পেল মাসুদ রানা। ওর অল্প কয়েক গজ সামনেই। বুকের সাথে একটা রাইফেল জড়িয়ে ধরে এদিকেই আসছিল সে, কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে গাড়ির আলোয় নিজের অস্তিত্ব ফাঁস হয়ে পড়ায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল, বাঁদরের মত লাফ দিয়ে দিক বদল করল সে। গাড়িটা ততক্ষণে বাঁক

ঘুরে চলে গেছে নিজের পথে, অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। উঠে বসতে যাচ্ছিল রানা, আচমকা চোখে আলো পড়ায় ধাঁধিয়ে গেছে দৃষ্টি।

পরমুহূর্তে আকাশ ভেঙে পড়ল ওর মাথায়। কিছু ঠিকমত বুঝে ওঠার আগেই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রাইফেলধারী, ভারি বাঁটটা সবেগে চালাল রানার মাথা সই করে। ঝট করে মাথা সরিয়ে নিল মাসুদ রানা, শুয়ে শুয়েই পা চালাল লোকটার পা লক্ষ্য করে। দড়াম করে আছড়ে পড়ল লোকটা। পড়েই রাইফেল ছেড়ে দিল সে, লাফিয়ে উঠে বসল রানার বুকের ওপর।

বাঁ পাঁজরে প্রচণ্ড এক ঘুসি খেয়ে চোখে আঁধার দেখল মাসুদ রানা। এক হাতে ওর পিস্তল ধরা হাতের কবজি সজোরে চেপে ধরেছে শত্রু, হাত নাড়াতেই পারছে না ও। আরেক ঘুসি মেরে বসল লোকটা রানার থুতনিতে, গুঙিয়ে উঠে পিস্তল ছেড়ে দিল মাসুদ রানা, শত্রুর মুখ সই করে প্রাণপণ শক্তিতে একটা ঘুসি চালাল। কিন্তু বাধল না ওটা কোথাও, হাওয়ায় এক চক্কর দিয়ে এল শুধু শুধু।

বুকের ওপর মানুষটার চাপ অসহ্য হয়ে উঠল মাসুদ রানার, দেহের পুরো ওজন চাপিয়ে দিয়েছে সে ওর ওপর। গড়ান দিয়ে পাশ ফেরার চেষ্টা করল ও, ফেলে দিতে চাইল তাকে ওপর থেকে। কাজ হলো না। বোঝা গেল এভাবে পারা যাবে না। কাজেই স্থির হয়ে গেল মাসুদ রানা, তারপর ডান হাতের সবগুলো আঙুল সোজা রেখে ভয়ঙ্কর এক জুডো চপ মেরে বসল লোকটার গলায়. মৃদু 'ঘুট্' শব্দে ভেঙে ভেতরে বসে গেল তার ভয়েসপাইপ। চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, কিন্তু পুরো হলো না তা, মাঝপথে থেমে গেল। হাস্যকর ব্যাঙের ডাকের মত শোনাল আওয়াজটা।

দু'হাতে গলা চেপে ধরে উঠে দাঁড়াল মানুষটা। বিদ্যুতের আলোয় তার বিস্ফারিত চোখ আর প্রচণ্ড যন্ত্রণায় বিকৃত চেহারা দেখতে পেল

রানা পলকের জন্যে। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল সে। রানাও উঠল। পিস্তল খোঁজাখুঁজির ঝামেলায় গেল না, এক পা এগিয়ে ভয়ঙ্কর এক হেভিওয়েট পাঞ্চ মেরে বসল লোকটার নাকের ওপর। পরমুহূর্তে ডান হাঁটু সবেগে ওপরদিকে চালাল। জায়গামতই লাগল ওটা। মাটি থেকে ফুটখানেক শূন্যে উঠে গেল, তীব্র যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেছে লোকটা, পাগল হয়ে গেছে যেন।

পা মাটিতে পড়েই ভাঁজ হয়ে গেল তার, হুড়মুড় করে পড়ল লোকটা। দুই হাতে কুঁচকি চেপে ধরে গড়াগড়ি খাচ্ছে, দেহটা মোচড় খাচ্ছে তার আহত সাপের মত। সবসময় জিতেই অভ্যস্ত সে, অভ্যস্ত অন্যের চোখে আতঙ্ক দেখে, মৃত্যুভীতি দেখে। কিন্তু আজ উল্টোটা ঘটে যাওয়ায় যার-পর-নাই অবাক হয়েছে মনে হলো তার চোখ দেখে। তবে সে ভালই জানে, এখন আর পিছিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। হয় মরতে হবে, নয়তো মারতে হবে।

মাথা ঝাঁকিয়ে ব্যথা তাড়াবার চেষ্টা করল লোকটা। গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ বেরোচ্ছে। তার মনের জোর অবাক করল রানাকে, এর মধ্যেও পাল্টা হামলা চালাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে ব্যাটা।

মিছে সময় নষ্ট না করে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দেয়ার জন্যে এগোতে যাচ্ছিল রানা, এই সময় আবারও রাতকে দিন করে ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ। পরমুহূর্তে ঝপ্ করে বসে পড়তে হলো ওকে চোখের কোণে অন্যরকম আরেক ঝলক ধরা পড়ায়। মোটেলের অফিসের ছাদ থেকে ছোঁড়া হয়েছে গুলি। পরমুহূর্তে ওকে চমকে দিয়ে ভাঙা, বিকৃত গলায় চেঁচিয়ে উঠল সামনের শত্রু, ছিটকে দেয়ালে গিয়ে বাড়ি খেল সে। তাজ্জব হয়ে গেল মাসুদ রানা।

মাটিতে পড়ে আধা জবাই হওয়া মুরগির মত ছটফট করল খানিক লোকটা, তারপর হঠাৎ স্থির হয়ে গেল।

বেকুবের মত সেদিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। ওর মধ্যেই মেঝে হাতড়ে তুলে নিল পিস্তলটা। গুলি ওকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়নি? নাকি সেম সাইড? দু'দিক থেকে আক্রান্ত হয়েছে বলে এতক্ষণ শঙ্কিত ছিল মাসুদ রানা, কিছুটা দূর হলো শঙ্কা। পিস্তল ধরা হাত সামনে বাড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে থাকল ও স্থির হয়ে, চোখ নেচে বেড়াচ্ছে ছাতে, সামনের খোলা আঙিনার ওপর।

কোথাও কিছু নড়ছে না। ব্যাপারটা কি? এর মধ্যে কয়েকবার চমকেছে বিদ্যুৎ, সে আলোয় চারদিক তাঁতিপাতি করে খুঁজে দেখেছে রানা, নেই কেউ। থেকে থাকলে তারও ওকে দেখার কথা, এবং গুলি ছোঁড়ার কথা। নাকি...! আবারও সেই কাণ্ড ঘটিয়েছে নাইজার হপস? এই লোকটিকে হত্যা করে...

দীর্ঘ সময় পড়ে পড়ে আবোল তাবোল ভাবল মাসুদ রানা। এর অর্থ কি দাঁড়ায়? বীজো ম্যাককলকে মুখ খোলাতে ব্যর্থ হয়েছে হপস? মার্টিনের সন্ধান বের করতে পারেনি তার পেট থেকে? তার মানে এখনও মাসুদ রানার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি হপসের? ভেতরে ভেতরে উল্লাস বোধ করল রানা। পিটার মার্টিনের সন্ধান লোকটা পেয়ে গেছে বলে যে ভয় দেখা দিয়েছিল, এই ঘটনায় তা মিথ্যে প্রমাণ হয়ে গেল।

একটা বিষয় অবাক করল ওকে, নাইজার হপসের ধৈর্য। এই লোকটিকে নিকেশ করার জন্যে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে তাকে? কত ঘণ্টা? সে কি জানত এ আসবে মাসুদ রানাকে হত্যার চেষ্টা করতে? জানত। নইলে আসবে কেন? এ-ও প্রমাণ হলো, ওর মত গাঢ় অন্ধকারে নেই নাইজার হপস। মাসুদ রানা ওর প্রতিদ্বন্দ্বীদের সবাইকে ভাল করে না চিনলেও সে চেনে।

রানার ফোন পেয়ে দশ মিনিটে পৌঁছে গেল ক্যাপ্টেন। সকাল সাতটার মধ্যে জানা হয়ে গেল নিহত লোকটি পেশাদার অ্যাসাসিন, কিথ

ক্যাভেল। মায়ামির লোক। দুটো গুলি খেয়েছে সে, দুটোই ম্যাগনামের। একটা কাঁধে, অন্যটা বুকে। সম্ভবত কাঁধের গুলিটা আগে খেয়েছে ক্যাভেল।

শুধু জানা গেল না কার হয়ে কাজ করছিল সে।

ছয়

মোটেলে ফেরার পথে পোস্ট অফিস থেকে পার্সেলটা ছাড়িয়ে নিয়ে এল মাসুদ রানা। ন'টা বেজে গেছে তখন। আবহাওয়া একইরকম, মেঘ কাটার কোন লক্ষণ নেই, বৃষ্টির তেজ আগের মতই। আজ নিয়ে তিনদিন সূর্যের মুখ দেখেনি ইউ গ্যালিবাসী।

ক্যামিলির দরজা বন্ধ। বাথরুমে পানি পড়ার আওয়াজ নেই। ঘুমিয়ে আছে হয়তো এখনও। মুচকে হাসল মাসুদ রানা। রাতে একেবারে ওর নাকের ডগায় কতকিছু ঘটে গেল, টেরও পায়নি মেয়েটি। রুমে পা রাখামাত্র রাত জাগার ক্লান্তি আর মিশন সম্পর্কিত অনিশ্চয়তা একযোগে আক্রমণ করল রানাকে একা পেয়ে। এ পর্যন্ত স্রেফ দৌড়-ঝাঁপ ছাড়া কাজের কাজ কিছুই করতে পারেনি ও, তাও অন্ধের মত।

ঘুমের অভাবে চোখ জ্বালা করছে রানার। প্রচুর সময় নিয়ে গোসল করল ও। বেরিয়ে এসে নতুন এক সেট শার্ট প্যান্ট পরে তৈরি হয়ে নিল। তারপর পড়ল প্যাকেট নিয়ে। ওপরের মোড়ক ছিঁড়ে ভেতর থেকে

ছোট, পুরু বোর্ডের তৈরি একটা বাক্স বের করল। ওটা খুলতে ভেতরে একটা বড়, আর একটা খুদে প্যাকেট পাওয়া গেল। পরেরটা বের করল মাসুদ রানা।

নাইজার হপসের ফেলে যাওয়া ইনহেলার আর এগুলোয় কোন তফাত নেই, একই জিনিস। তর্জনী সমান সাদা রঙের প্লাস্টিক কন্টেইনার। সরু, গোলাকার। খুব হালকা। গায়ে লেখা আছে: BEZEX।

এ দুটোর সাথে হাবিবের পাঠানো ছোট্ট এক সতর্কবাণীও আছে। ওটা পড়ল মাসুদ রানা। সেদিনের কুড়িয়ে পাওয়া ইনহেলার বড় প্যাকেটটার ভেতরে রেখে খাটের তলায় চালান করে দিল। বিশেষ দুটোর একটা সেলোফেন মোড়ক না খুলে বালিশের তলায় রাখল ও। অন্যটা খুলল। নাকের হাতখানেক দূরে ধরে দেখল জিনিসটা। মারাত্মক বিষাক্ত গ্যাস আছে এর মধ্যে—সায়ানাইড! একটা টানই যথেষ্ট, হৃৎপিণ্ডের কাজ মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যাবে যে কারও।

কিন্তু কি কাজে লাগবে এটা মাসুদ রানার? করবে কি ও এটা দিয়ে? স্থানীয় ড্রাগ মার্কেটে প্ল্যান্ট করবে?

এর ওপর হপসের আসক্তি যদি বেশি মাত্রায় থেকে থাকে, তাহলে ধরে নেয়া যেতে পারে দু'দিন পর পর নতুন ইনহেলার সংগ্রহ করতে হয় তাকে। হয়তো এখানেও তাই করবে সে। যদি সাথে করে একগাদা নিয়ে এসে থাকে, তাহলে? যদি না নিয়ে এসে থাকে, তাহলে কিনতে হবে হপসকে। কিন্তু এ দুটোর একটাই যে পড়বে তার হাতে, কি নিশ্চয়তা আছে? এ দুটো যে দুই দোকানে প্ল্যান্ট করা হবে, সে যদি তার ধারেকাছেও না যায়, তাহলে?

জিনিসটা প্যান্টের পকেটে রেখে দিল মাসুদ রানা এবং বেমালুম ভুলে গেল। রাতের অনির্ধারিত ব্যায়ামের ফলে অনেক আগেই খিদে

লেগেছিল ওর, এইবার একেবারে অপ্রতিরোধ্য হয়ে চেগিয়ে উঠল। বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। ক্যামিলি হান্টের দরজা এখনও বন্ধ। নক করল ও। তিনবার নক করার পর সাড়া মিলল মেয়েটির। চোখ ডলতে ডলতে এসে খুলে দিল দরজা। লাল চোখে তাকাল রানার দিকে। মিষ্টি এক টুকরো হাসি উপহার দিল তাকে রানা। ওর একটা সাদা শার্ট পরে আছে ক্যামিলি। নিচে কিছু নেই, ফর্সা পা দুটো বেরিয়ে আছে। বুকের বোতাম খোলা, দু'হাতে শার্টের দুই প্রান্ত ধরে রেখেছে ক্যামিলি।

'রাতে আসবে বলেও এলে না কেন?' অভিযোগের সুরে বলল মেয়েটি। হাই তুলল মুখের সামনে হাত উল্টো করে। 'তোমার জন্য দরজা আনলক্ রেখেছিলাম।'

'এসেছিলাম। কিন্তু তোমাকে গভীর ঘুমে দেখে জাগাতে মন চায়নি।'

'আমারই দোষে ঘটেছে ব্যাপারটা,' লজ্জিত হাসি ফুটল ক্যামিলির মুখে। 'ঘুমের ট্যাবলেট খেয়েই ঝামেলাটা বাধিয়েছিলাম।' জোরে ন্যাক টানল সে। চোখে পানি দেখল তার রানা।

'ঠাণ্ডা লাগিয়েছ বুঝি?' প্রশ্ন করল ও।

'সামান্য।'

'কাপড় পাল্টাও তাড়াতাড়ি।'

'কেন?'

'কি কেন? কয়টা বাজে জানো?' ঘড়ি দেখল রানা।

'কয়টা?'

'প্রায় দশটা।'

আঁতকে উঠল মেয়েটি। 'ও মাই গড!'

'কুইক! খিদেয় জান বেরিয়ে যাচ্ছে আমার।'

'রানা!'

'বলো।'

'তোমার চেহারা যেন কেমন লাগছে।'

'কেমন লাগছে?' হাসল ও।

'মনে হয় রাতে একেবারেই ঘুমাওনি। ঠিক?'

'না, মানে...'

'কিছু ঘটেছে নিশ্চই রাতে?' ওর বাহু আঁকড়ে ধরল ক্যামিলি।

'হ্যাঁ।'

'কি? বলো আমাকে।'

'পরে। আগে তৈরি হয়ে নাও।'

তবু নড়ে না ক্যামিলি। 'খারাপ কিছু ঘটেছে?'

'ফের কথা!' তেড়ে উঠল রানা। 'যাও তো!'

কথা বাড়াল না আর ক্যামিলি। ক্লজিট থেকে নিজের কাপড়-চোপড়, জুতো নিয়ে দ্রুত বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। কিছুক্ষণের জন্যে কমে গিয়েছিল বৃষ্টির বেগ, ফের বেড়ে গেল তা। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমক আর বজ্রপাত শুরু হয়ে গেল নতুন করে। দ্রুত ঘনিয়ে আসতে লাগল রাতের মত ঘন আঁধার। ক্যামিলির অপেক্ষায় সোফায় বসে পড়ল মাসুদ রানা। সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল।

এদিক ওদিক তাকাচ্ছে ও আনমনে। বেডসাইড টেবিলে রাখা ক্যামিলির হাতব্যাগের ওপর চোখ পড়ল। তার পাশে একটা মুখ ছেঁড়া ছোট কাগজের প্যাকেট, একটা প্রেসক্রিপশন উঁকি দিচ্ছে ওর মধ্যে থেকে। বের করে পড়ল রানা ওটা; নিউ ইয়র্কের এক ফার্মেসি ইস্যু করেছে ক্যামিলির নামে। প্যাকেটের বারোটা ক্যাপসুলের মধ্যে থেকে রোজ রাতে ঘুমাবার আগে দুটো করে খেতে বলা হয়েছে ওকে।

কি ভেবে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল মাসুদ রানা। ভিনসেন্ট স্মলের নাম্বার ঘোরাল। ছয়বার রিং হতে ও প্রান্তের সাড়া পাওয়া গেল।

চাপা, প্রায় ফিস ফিসে গলায় সাড়া দিল একটা কণ্ঠ। 'ইয়েস?'

'মিস্টার স্মল?'

'হ্যাঁ, বলছি।'

'আমি মাসুদ রানা।'

'ওহ্, আপনি? বলুন।'

'আপনি একা?'

'হ্যাঁ। না, মানে, বাইরে পুলিস...

'কোন অসুবিধে নেই তো?'

কি যেন বলল মানুষটা আমতা আমতা করে, বোঝা গেল না।

'মিস্টার স্মল?'

'অ্যাঁ? হ্যাঁ, জ্বি?'

'আপনি ঠিক আছেন তো?' গলায় জরুরী ভাব ফুটল মাসুদ রানার।

'হ্যাঁ, আছি।'

'আমি যা জানতে চেয়েছিলাম, মনে পড়ল?'

ইতস্তত করতে লাগল মানুষটা। 'না, মানে...ঠিক...

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বলুন।'

গলা শুনে মানুষটিকে খুব ক্লান্ত মনে হলো মাসুদ রানার। 'দেখুন, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, বিশ্বাস করুন, মিস্টার রানা।'

'কিন্তু?'

দীর্ঘ নীরবতা। 'ও ভাল কথা। কাল এক লোক আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। সে-ও জানতে চাইছিল পিটার মার্টিনের খবর। আপনি ঘুরে যাওয়ার পর।'

চট করে ভুরু কুঁচকে উঠল মাসুদ রানার। 'কে সে? স্থানীয়?'

'না। বাইরের।'

'কেন খুঁজছে সে তাকে?'

'নিজেকে রিয়েল এস্টেটের দালাল পরিচয় দিয়েছে লোকটা বলল, ভাল একটা বাড়ি খুব সস্তায় বিক্রি করতে চায় সে। আগে একব তাকে বাড়ি কিনবে বলেছিল নাকি মার্টিন। তাই...

'নাম কি বলেছে নিজের?'

'ট্রুম্যান।'

'কোত্থেকে এসেছে?'

'মায়ামি।'

'চেহারার বর্ণনা দিন।'

'ভাল দেখতে পাইনি, গাঢ় সানগ্লাস ছিল...

শক্ত হয়ে গেল মাসুদ রানা। 'এই ওয়েদারে সান গ্লাস? তাও রাতে অজান্তেই গলা চড়ে গেল ওর।

'হ্যাঁ। তারওপর হ্যাট ভুরু পর্যন্ত টেনে নামিয়ে রেখেছিল, কারণে চেহারা দেখতে পাইনি ভালমত।'

'আপনি খুব ভয় পেয়েছেন মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, মিস্টার রানা। ভয় করছে খুব।'

'কেন? পুলিস গার্ড নেই?'

'তা আছে, কিন্তু...

'কিন্তু কি?'

সশব্দে ঢোক গিলল স্মল। 'বোস্টাবকে কয়েকবার ফোন করে সাড়া পাইনি। কেউ ধরছে না ফোন।'

ইশ্‌শ্! নিজেকে জঘন্য একটা গাল দিল মাসুদ রানা। একদিক সামা দিতে গিয়ে আরেকদিকে প্রয়োজনীয় নজর রাখার কথা প্রায় ভুলে গিয়েছিল। এমন ভুল কি করে ঘটল ওকে দিয়ে? বাজে একটা আশা উঁকি দিল রানার মনে। সেই সাথে অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল বুক বহু কষ্টে নিজেকে যথাসম্ভব শান্ত রাখল সে।

'শুনুন, স্মল! বাইরের পুলিস দু'জনকে ভেতরে ডেকে আনুন। ওদের...'

'কেন?'

'থামুন! শেষ করতে দিন কথা। ওদের ভেতরে এনে দরজা-জানালা সব বন্ধ করে ঘরে বসে থাকুন। এক পা-ও বের হবেন না বাইরে। বুঝতে পেরেছেন?'

'হ্যাঁ, বুঝেছি।'

'ভুলেও বের হবেন না। যান, ডাকুন ওদের। এখন রাখছি আমি, পরে আবার যোগাযোগ করব।'

চট্ করে লাইন কেটে দিয়েই বোস্টারের নম্বর ঘোরাল মাসুদ রানা। বেল বাজছে, তিনবার...সাতবার...নয়বার! দড়াম করে রিসিভার রেখে দিল ও। সাড়া দিচ্ছে না কেউ। তখনই বাথরুম থেকে বের হলো ক্যামিলি হান্ট। রানার চেহারায় কিছু একটা দেখে থমকে দাঁড়াল। 'কি হয়েছে?'

উঠে পড়ল মাসুদ রানা। 'আমাকে এক্ষুণি বেরুতে হচ্ছে, ক্যামিলি।'

'সে কি! কোথায়?'

'এই তো, কাছেই। বেশি সময়...'

'আমি তো তৈরি। আমাকেও কেন নিয়ে যাও না?'

কি ভেবে আপত্তি করল না মাসুদ রানা। 'ঠিক আছে। এসো।'

বেরিয়ে পড়ল ওরা। মুখ তুলে কালো মেঘে ছাওয়া আকাশের দিকে তাকাল রানা। বাতাসে অশুভ একটা গন্ধ পেল। ক্রুড বোস্টারের চেহারা ভেসে উঠল চোখের সামনে। বেঁচে আছে সে? ভাবল মাসুদ রানা, নাকি...

ফুয়েল ট্যাঙ্ক প্রায় খালি দেখে প্রথম গ্যাস স্টেশনে গাড়ি ঢোকাল ও। অ্যাটেনডেন্টকে ট্যাঙ্ক ফুল করার নির্দেশ দিয়ে দৌড়ে এদের পে-ফোন

বুদে ঢুকে ব্যস্ত হাতে পুলিস চীফের নাম্বার ঘোরাল। তৃতীয় রিঙে তা
সাড়া পেল ও। 'ইয়েস?'

'মাসুদ রানা, ক্যাপ্টেন।'

'বলুন, স্যার!' চাপা হাসি দিল লোকটা।

'ভিনসেন্ট স্মলের বাসায় যে দুজন গার্ড দিয়েছেন, ওদের বলুন, ও
যেন বাসার ভেতরে গিয়ে দরজা-জানালা বন্ধ করে লোকটাকে আগে
বসে থাকে।'

মুহূর্তে গলার স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল চীফের। 'কেন?'

'কারণ আছে, ক্যাপ্টেন। কিন্তু এখনই বলা যাবে না, সময় নেই।'

'ওকে, মনে করুন বলে দিয়েছি। কিন্তু শুধু ওই বাড়িতে কেন
ক্লড...'

'তার ওখানে হয়তো প্রয়োজন হবে না। খুব সম্ভব যা ঘটার ঘ
গেছে। আমি যাচ্ছি তার বাসায়।'

'ওহ্, গড! কখন কি ঘটল?'

'জানি না, ক্যাপ্টেন। জানার জন্যে যাচ্ছি। ফোন করে কোন সা
পাইনি ক্লড বোস্টারের।'

'হোলি কাউ!'

'চললাম।'

লোকটাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ফোন রেখে বেরি
এল মাসুদ রানা। গ্যাস বিল মিটিয়ে তীরবেগে গাড়ি ছোটাল। ও
চেহারায় শঙ্কা আর ব্যস্ততা দেখে বিস্মিত হলো ক্যামিলি হান্ট, তাকি
থাকল রানার মুখের দিকে। তবে কোন প্রশ্ন করল না।

সাত

ক্লড বোস্টারের ড্রাইভ থেকে কম করেও পঞ্চাশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে পুলিসের গাড়িটা। দু'জন আছে ওটার ভেতরে। অলস ভঙ্গিতে বসে আছে তারা, একঘেয়েমিতে পেয়ে বসেছে হয়তো। ওদের গাড়ি বোস্টারের গেটে দাঁড়িয়ে পড়েছে দেখে এ পাশেরজন, চালক, জানালার কাঁচ নামাল। রানাকে চিনতে পেরে মৃদু হাসির সাথে হাত নাড়ল সে। কাঁচ তুলে হেলান দিল আবার। ঘাড় কাত করে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে।

ডোর বেল বাজাল মাসুদ রানা। কোন সাড়া নেই। অথচ দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ঘুরে গাড়ির দিকে তাকাল ও, বৃষ্টির ঘন ছাঁটের ভেতর দিয়ে আবছাভাবে দেখা গেল ক্যামিলিকে। জানালার কাঁচ সামান্য নামিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। আবার বেল বাজাল রানা। না, এবারও সাড়া দিল না কেউ। এদিকে তাকিয়ে থাকা পুলিস লোকটার সন্দেহ জাগল ব্যাপার দেখে, সঙ্গীকে কিছু বলে গাড়ি নিয়ে একদম ভেতরে চলে এল সে। 'এনিথিং রঙ, মিস্টার?'

'বুঝতে পারছি না।'

আবার বেল টিপল ও। সাড়া নেই। নব ধরে ঘোরাবার চেষ্টা করল। ঘুরছে না। পকেট থেকে সব সময়ের সঙ্গী সেলুলয়েডের টুকরোটা বের

করল ও, কাজে লেগে গেল দ্রুত। ওর কাজ দেখে অবাক হলেও কিছু বলল না পুলিস দু'জন। মাসুদ রানাকে না চিনলেও চীফের সাথে ওর যে বিশেষ সম্পর্ক আছে, তা জানে এরা। সতর্ক হলো দু'জনেই। ভয়ঙ্কর দর্শন পুলিস কোল্ট দেখা দিল তাদের হাতে। হঠাৎ হাত থেমে গেল রানার। দরজায় কান পাতল তাড়াতাড়ি। পরিষ্কার শুনতে পেয়েছে রানা; কে যেন মৃদু কণ্ঠে কথা বলে উঠেছে ভেতরে। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না, তখন ভুল শুনেছে ভেবে আবার তালা নিয়ে পড়ল ও। প্রায় দু'মিনিট খোঁচাখুঁচির পর খুলল তালা।

কিন্তু তখনই ভেতরে ঢুকল না মাসুদ রানা। দরজার এপাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল; ডান হাতে ওয়ালথার প্রস্তুত। দেখাদেখি পুলিস দু'জনও আড়াল নিল। বাঁ হাতে ডোর নব ঘোরাল ও, আচমকা ঠেলে দিল দরজা ভেতরদিকে। না, কেউ ওঁৎ পেতে ছিল না ওর জন্যে। গুলি ছুঁড়ল না কেউ ভেতর থেকে।

ঢুকে পড়ল মাসুদ রানা। ওকে অনুসরণ করল দুই পুলিস। তাদের একজন আস্তে করে ভিড়িয়ে দিল দরজা। পায়ে পায়ে এগোল রানা অন্দরমহলের উদ্দেশে। মেঝেতে পড়ে আছে ক্রুড বোস্টার, বেডরুমে। প্রায় চেনাই যায় না চেহারা। সারামুখ রক্তাক্ত, কোথাও কোথাও কালসিটে পড়ে আছে। হাতের আঙুল প্রায় সবগুলোই ভাঙা, কোন কোনটার হাড় বেরিয়ে এসেছে চামড়া ফুঁড়ে। মুখে চওড়া সার্জিক্যাল টেপ সাঁটা আছে বোস্টারের, নির্যাতনের সময় লোকটা যাতে চেঁচাতে না পারে, সে জন্যে এই আয়োজন।

ক্রুড বোস্টার মারা গেছে ভেবে আঁতকে উঠেছিল রানা প্রথমে। কিন্তু কয়েকবার তার চোখে পলক পড়তে দেখে ভুলটা ভাঙল সবার। দৃশ্যটা চোখে পড়তে হতভম্ব হয়ে পড়ল দুই গার্ড। সংবিৎ ফিরতে সময় লাগল না তাদের; একজন ছুটল অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করতে। ছুটে গেল

মাসুদ রানা। 'ক্লড!' গলা চড়িয়ে ডাকল ও। 'ক্লড বোস্টার!'

গুঙিয়ে উঠল হতভাগ্য মানুষটা। ওকে দেখে কিছু বলার জন্যে মুখ খুলল, ঘড়ঘড় শব্দ আর এক ঝলক তাজা রক্ত বেরিয়ে এল কেবল। ধরে তাকে চিৎ করল মাসুদ রানা, এবং ব্যাপারটা চোখে পড়ল তৎক্ষণাৎ। অ্যাপ্রনের বুকের বাঁ দিকটায় খুদে একটা গর্ত, তার চারদিকের কাপড় পুড়ে কালো হয়ে আছে। বুকে গুলি খেয়েছে ক্লড বোস্টার, সরাসরি হৃৎপিণ্ডে। অথচ মরেনি এখনও। রানাকে চিনতে পারল সে, এবং সাথে সাথে দু'চোখ পানিতে ভরে গেল তার। কেঁদে ফেলেছে।

ভুলটা পরক্ষণেই ভাঙল রানার। গুলি আসলে গায়ে বেঁধেনি বোস্টারের। অ্যাপ্রনের বুক পকেটে ছোট ছোট তিনটে রেঞ্চ রেখেছিল সে, ওগুলোই তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে এ যাত্রা। তার পাশেই বুলেটটা পড়ে থাকতে দেখে তুলে নিল মাসুদ রানা। রেঞ্চের সাথে ধাক্কা খেয়ে একেবারে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে ওটা। ম্যাগনাম টুটু-র বুলেট।

'ক্লড, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?' বলল মাসুদ রানা।

অনেক কষ্টে সামান্য মাথা দোলাল লোকটা।

'ঘাবড়াবেন না। আশা করছি মারাত্মক কোন জখম হয়নি আপনার। সেরে উঠবেন আপনি। কথা বলতে পারবেন?'

'হ্যাঁ…পারব। কি-কিন্তু…তাড়াতাড়ি…প্লীজ!'

'কি ঘটেছিল?'

চোখ বুজল ক্লড বোস্টার। আঁতকে উঠল রানা লোকটা জ্ঞান হারিয়েছে ভেবে। এক মুহূর্ত পর আবার তাকাল সে। বিকৃত হয়ে উঠল চেহারা, যন্ত্রণা সহ্য করতে খুব কষ্ট হচ্ছে লোকটার। 'দরজায়…দরজায়…নক শুনে…ভা-ভাবলাম পুলিস…বুঝি। কিন্তু দরজা…খুলে…দিতেই লোকটা…ঘুসি মেরে…'

'লোকটা কে?'

'শুকনা। লোকটা…খু-খুব শুকনা…আর লম্বা। মুখে…

'কি বললেন?' হাঁটুতে ভর দিয়ে বোস্টারের মুখের কাছে কান নিয়ে এল মাসুদ রানা। কথা প্রায় শোনাই যাচ্ছে না তার। 'আরেকটু জোরে বলুন, ক্রুড! লোকটা কে ছিল? দেখতে কেমন?'

থুথুর মত এক দলা রক্ত ফেলল ক্রুড বোস্টার। চাউনি দেখে মনে হলো যেন রানাকে চুপ করতে বলছে। কিন্তু দেখেও দেখল না রানা। 'জলদি বলুন, ক্রুড। লোকটা দেখতে কেমন ছিল?'

'ডান গালে…লম্বা…কাটা দাগ। আর…আর, ডান চোখ…কাঁচের ছিল তার। হাতে…অদ্ভুত…বন্দুক।'

'কেন? কেন এসেছিল সে? কখন এসেছিল?'

যন্ত্রণার ছাপ মুছে গেল লোকটার চেহারা থেকে, সে স্থান দখল করল আতঙ্ক। 'ও…ও এসেছিল…খুব ভোরে।'

'বলুন, বোস্টার, বলুন! কেন এসেছিল সে?'

'ওকে বলে…দিয়েছি আমি।'

'কি? কি বলে দিয়েছেন?'

'মার্টিন…কোথায় পাওয়া যাবে…

বাধা দিল মাসুদ রানা। চেঁচিয়ে বলল, 'কোথায় পাওয়া যাবে তাকে? আপনি জানলেন কি করে সে কথা?'

'প-পরে মনে…পড়েছে। একবার…বলেছিল আমাকে…মা-মার্টিন।'

'কোথায় জায়গাটা? কি নাম?'

'লেসভিল।'

কপাল কোঁচকাল মাসুদ রানা। 'লেসভিল?'

মাথা দোলাল ক্রুড বোস্টার।

'জায়গাটা কোথায়?'

কয়েকবার মুখ খোলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো লোকটা। এক হাত প্রসারিত করল সে, তর্জনী খাড়া, যেন কিছু নির্দেশ করতে চায়। 'ম্যা…ম্যাপ! পিন…হোল।'

'ম্যাপ?' আপনমনে বলল মাসুদ রানা। 'পিনহোল! কিসের ম্যাপ, বোস্টার? কোথায়?'

'অন্ধকার থাকতে আসে লোকটা।' ঘন ঘন দম নিচ্ছে এখন ক্রুড, সশব্দে। 'আমি…আমাকে…আমাকে…' বক্তব্য শেষ করতে পারল না সে, জ্ঞান হারিয়েছে। মাথা হেলে পড়ল তার একপাশে।

ক্রুড বোস্টারের পালস পরীক্ষা করে দেখল মাসুদ রানা। একটু ধীর, তবে নিয়মিত। উঠে দাঁড়াল ও। এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল ম্যাপের খোঁজে। পুরো ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখল মাসুদ রানা। নেই। অন্যমনস্কের মত এদিক-ওদিক তাকাল ও। হঠাৎ করেই একটা ব্যাগের ওপর চোখ পড়ল। ক্রুড বোস্টারের বেঞ্চ অ্যাপ্রন দিয়ে ঢাকা। ব্যাগের ভেতর থেকে গোল করে পাকানো একটা কাগজ উঁকি দিচ্ছে দেখে দ্রুত এগোল রানা। বের করল সেটা, বেঞ্চের ওপর বিছাল।

এক গ্যাসোলিন কোম্পানির তৈরি ইস্ট কোস্ট অঞ্চলের রোড ম্যাপ ওটা। ফ্লোরিডা ও মেইনের মূল সড়ক, কাউন্টি সড়ক ইত্যাদি আছে এতে। ডিটেইলড ম্যাপ। খুব ছোট ছোট অক্ষরে ছাপা আছে হাজার হাজার জায়গার নাম, এর মধ্যে লেসভিল খুঁজে বের করা…কি যেন বলেছিল তখন ক্রুড বোস্টার? পিন হোল!

ম্যাপের ওপর আলতো করে তর্জনী বোলাতে লাগল মাসুদ রানা। কোন ছিদ্র বাধে কি না হাতে, বুঝতে চায়। কিন্তু না, অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করেও তেমন কিছু বাধল না। এবার ম্যাপ তুলে আলোর দিকে ধরল মাসুদ রানা। ইঞ্চি ইঞ্চি করে নজর বোলাল পুরো ম্যাপে। একটানা পাঁচ মিনিট চেষ্টার পর পাওয়া গেল ফুটোটা, ঠিক একটা ভাঁজের মধ্যে।

ছিদ্রটা এতই ছোট যে দেখা প্রায় দুষ্কর। মনে হয় অন্যমনস্ক কেউ ম্যাপ দেখার সময় হয়তোবা ভুল করেই পিনের প্রান্ত দিয়ে স্পর্শ করেছিল ওখানটায়।

এবং সেই 'কেউ'টা নিশ্চই পিটার মার্টিন। নিশ্চই কাজটা করার সময় দেখে ফেলেছিল ক্রুড় বোস্টার। ভাঁজের ঠিক মাঝখানে, উপকূলরেখা ঘেঁষে সুন্দর নীল অক্ষরে লেখা আছে 'লেসভিল'। জায়গাটা উত্তর ক্যারোলিনায়, সাগর পারের এক ফিশিং স্পট। ম্যাপ ভাঁজ করে পকেটে রাখল মাসুদ রানা। ততক্ষণে অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছে গেছে। ক্যাপ্টেন হার্ডেকারও এসেছে তার পিছন পিছন। তাকে দেখেও না দেখার ভান করল রানা, কথা বলতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। গাড়ি ঘুরিয়ে সোজা এয়ারপোর্টের উদ্দেশে ছুটল।

পথে প্রথম যে ফোন বুদ পড়ল, তার সামনে থামল ও। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে এতক্ষণ একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি ক্যামিলি হান্ট। কথা বলে রানার মনোযোগ নষ্ট করতে চায় না। প্রথমে আসাদুল হককে ফোন করল মাসুদ রানা। পাওয়া গেল না, নেই সে অফিসে। তার আনসারিং মেশিন রেকর্ড করে নিল রানার বার্তা। এরপর হাবিবকে ফোন করল ও। প্রথম রিঙেই সাড়া দিল সে।

'মাসুদ রানা।'

ব্যস্ত হয়ে উঠল হাবিব। 'জ্বি, বলুন।'

'ওর খোঁজ পেয়েছি,' বলল ও।

'শোকর আলহামদুলিল্লা! কোথায়?'

'তোমার রেকর্ডার অন করো।'

'খুট!' করে একটা আওয়াজ উঠল। 'করেছি।'

'ফিতের ইংরেজি করো। বানান ফলো করার প্রয়োজন নেই, উচ্চারণ ফলো করবে। আর গ্রামের যা ইংরেজি হয়, তার বাংলা

প্রতিশব্দের "এ" কার আর শেষ অক্ষর বাদ। আমার আলমারির "উত্তর" হ্যাঙ্গারে যে "ক্যারোলিন" শার্ট আছে, তার সাথে একটা "এ" যোগ দিলে পেয়ে যাবে। আমার কথা শেষ হলে বারবার বাজিয়ে বুঝে নিয়ো।'

'জ্বি, ঠিক আছে। আর কিছু?'

'ও যদি বেশি অসুস্থ হয়, বয়ে আনার বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজন হতে পারে। সাথে আমাদের ডাক্তারকেও চাই।'

'এখনই ব্যবস্থা করছি।'

'আমি রওনা হয়ে যাচ্ছি। এমনিতেই পিছিয়ে পড়েছি।'

'কি করে?'

'কাঁচের চোখ আমার অন্তত তিন ঘণ্টা আগে ওই জায়গা লোকেট করেছে একজনকে পিটিয়ে আধমরা করে।'

হাবিবের দম আটকে যাওয়ার শব্দ শুনল মাসুদ রানা। 'যাহ্! তার মানে রওনা হয়ে গেছে ও?'

'হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি করো যা করার। রাখি।'

'আপনি রওনা হয়ে যান। সব আয়োজন সেরে আমি নিজেও আসছি, মাসুদ ভাই।'

'এসো। সামনে-পিছনে চোখ রেখো।'

দৌড়ে এসে গাড়িতে উঠল মাসুদ রানা। স্টার্ট দিয়েই ছেড়ে দিল গাড়ি। কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইল ওকে ক্যামিলি হান্ট, কিন্তু চেহারা দেখে সাহস পেল না। খানিকটা এগোতেই সাইরেনের আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। কিছুক্ষণের মধ্যে ঝড়ের বেগে ওদের পাশ কাটিয়ে হাঁ-হাঁ করে ছুটে গেল এক অ্যাম্বুলেন্স। ক্লড বোস্ট্যার রয়েছে ওটায়। লোকটার কথা ভেবে আফসোস হলো মাসুদ রানার। অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়েছে মানুষটার ওপর।

'কোথায় চলেছি আমরা, রানা?'

'এয়ারপোর্ট।'

'এয়ারপোর্ট? কেন?'

'ইউ-গ্যালি ত্যাগ করছি আমি।'

'পাগল হলে নাকি?' এই ওয়েদারে কোন প্লেন টেক অফ করবে না বলিনি?'

'বিশেষ প্লেন আছে আমার। ওটা করবে।'

'ও, তাই বলো।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার মুখ খুলল ক্যামিলি।

'ও-বাড়িতে তোমার বন্ধু...মানে, তার অবস্থা কেমন?'

'যাচ্ছেতাই।'

'মানে?'

'ওর ওপর খুব নির্যাতন করেছে কেউ। চরম অবস্থা করে ছেড়েছে বেচারীর।'

'আমি দুঃখিত, রানা।'

'ও কিছু নয়। ভুলে যাও।'

অনেকক্ষণ নীরবে এগোল ওরা। রাস্তা ভেজা, একটু এদিক-ওদিক হলেই উল্টে যেতে পারে গাড়ি, কিন্তু সেদিকে রানার খুব একটা খেয়াল আছে বলে মনে হলো না। তুমুলগতিতে গাড়ি ছোটাচ্ছে ও।

'রানা!'

'বলো।'

'মিস্টার স্বপনের খোঁজ পেয়েছ তুমি, তাই না?'

'খুব সম্ভব, হ্যাঁ। সে জন্যেই যাচ্ছি।'

রুমাল দিয়ে চোখ মুছল ক্যামিলি হান্ট। থেকে থেকে ভিজে উঠছে তার চোখ। ভালই ঠাণ্ডা লাগিয়েছে। কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'এই ওয়েদারে ফ্লাই করতে যাচ্ছ তুমি, ভয়ই করছে আমার।'

'ভয়ের কিছু নেই। ওয়েদার এরচে' খারাপ হলেও যেতে হত আমাকে, ক্যামিলি। না গিয়ে উপায় নেই।'

'তা জানি,' বলে ইতস্তত করতে লাগল ক্যামিলি হান্ট। 'ইয়ে, একটা কথা, রানা, মানে…।'

'থামলে কেন?'

'আমাকেও কি সাথে যেতে হবে তোমার?'

'কেন, ভয় করছে যেতে?'

উত্তর দিল না ক্যামিলি। আরেকবার নাক ঝাড়ল রুমালে।

'না, যেতে হবে না,' হাসল মাসুদ রানা।

তবু দ্বিধা যায় না মেয়েটির। 'এখানে আমার কোন বিপদ…'

'না, কেউ কোন ক্ষতি করবে না তোমার। তাছাড়া এখানে যখন কোন কাজ নেই, প্রথম অ্যাভেইলেব্‌ল্ ফ্লাইটে তুমিও ফিরে যেয়ো নিউ ইয়র্ক।'

'বেশ। কিন্তু তুমি যাচ্ছ কোথায়?'

'লেসভিল।'

'কোথায় জায়গাটা?'

'উত্তর ক্যারোলিনার উপকূলে।' গাড়ি স্লো করে ডানে বাঁক নিল মাসুদ রানা। প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির কারণে ট্রাফিকের চাপ গত ক'দিন থেকেই কম ইউ গ্যালিতে, কাজেই দ্রুত ছুটতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না রানার। ভয় শুধু চাকা পিছলে যাওয়া নিয়ে। 'আমিও নাম শুনিনি কখনও।'

আবার চোখ মুছল ক্যামিলি হান্ট। 'তুমি একা যাবে লেসভিল?'

'নিশ্চই! কেন?'

'না, এমনিই।' একটু চুপ করে থাকল মেয়েটি। 'তোমার সাহস দেখে খুব অবাক হচ্ছি আমি, রানা।'

'একা যাচ্ছি বলে?'

'তা ছাড়া কি? কোন সাহসে অজানা-অচেনা এক জায়গায় এই ওয়েদারে রওনা হতে চাইছ তুমি, ভাবলেই মাথা ঘোরে আমার।'

উত্তর দিল না মাসুদ রানা। এয়ারপোর্ট পৌছল ওরা পনেরো মিনিট পর। বাইরে তখন ঘোর অন্ধকার। দেখে মনে হয় সন্ধে হয়ে গেছে বুঝি। ভেতরে এসে খুঁজে বের করল রানা ম্যাসনকে। সি.আই.এ-র মাসটাং এফ-ফিফটিনের পাইলট। ধূমায়িত কফি সামনে রেখে পত্রিকা পড়ছে যুবক। রানাকে দেখে হাত নাড়ল সে। 'হাই! মনে পড়ল তাহলে আমার কথা এতদিন পর?'

'ভুলে গেলে, কাল রাতেই দেখা হয়েছে আমাদের?'

'নেভার মাইণ্ড।'

হাসল মাসুদ রানা। 'এবার কাজের কথা শোনো।

পত্রিকা রেখে সোজা হয়ে বসল ম্যাসন। 'কোথায় যাবেন, স্যার?'

'আবহাওয়ার অবস্থা কি?' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা।

'এন জি।'

চোখ কোঁচকাল ও। 'কি?'

'নো গুড।'

'ওড়া সম্ভব?'

'যদি আপনি বিপদ ঘটাতে চান, সম্ভব।'

'বিপদ চাই না। কেবল উড়তে চাই। তুমি একটু চেষ্টা করলে সফল হবে বলে ভরসা আছে আমার।'

মাসুদ রানাকে দেখল ম্যাসন কয়েক মুহূর্ত। 'আমার ওপর আপনার এত আস্থা দেখে খুব গর্ব হচ্ছে। ধন্যবাদ, স্যার। তবে...'

'কি তবে?'

'কিছুক্ষণ আগে, ঘন্টা দুই হবে, একটা পাইপার কোমাঞ্চ টেক অফ করেছে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের নির্দেশ অমান্য করে। ব্যাপারটা নিয়ে

যথেষ্ট হৈ চৈ হয়েছে।'

হিমশীতল একটা আতঙ্কের ধারা বয়ে গেল ওর মেরুদণ্ডের ওপর দিয়ে। 'যাত্রী কয়জন ছিল ওটায়?'

'একজন। লম্বা। এক চোখ কাঁচের।'

'আই সী!'

'পাইলটকে এটিসি বারবার সতর্ক করেছে, তার লাইসেন্স বাতিল করে দেবে বলে হুমকি দিয়েছে। কানেই তোলেনি ব্যাটা।'

'ভেব না। তেমন হুমকি তোমাকে দেবে না এরা।'

'হ্যাঁ, তা জানি।'

পকেট থেকে ক্রুড ব্যেস্টারের ম্যাপটা বের করল মাসুদ রানা। ভাঁজ খুলে দেখাল ম্যাসনকে ওর গন্তব্য। 'সেকশনাল চেক করে দেখো। এর আশেপাশে, আই মীন, সব চেয়ে কাছে কোথায় ল্যাণ্ড করা যায়, জানতে হবে।'

জায়গাটা দেখল ম্যাসন আর্মস্ট্রং। তারপর অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকাল মাসুদ রানার দিকে। তারপর আবার ঝুঁকে পড়ল ম্যাপের ওপর।

'লেসভিলের সবচেয়ে কাছের এয়ার স্ট্রিপ দশ মাইল দূরে। তবে সেখানে সুবিধে হবে বলে মনে হয় না আমার। নিশ্চই কাদাপানিতে বরবাদ হয়ে গেছে স্ট্রিপ।'

'তবু, ওর মধ্যেই সুবিধে করে নিতে হবে,' বলল রানা।

'আপনি বড় নাছোড়বান্দা মানুষ।'

'অনেকেই বলেছে কথাটা,' মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'কিন্তু উপায় নেই। ওই পাইপারটাকে চাই আমার। ওটাও গেছে লেসভিল।'

'আপনি শিওর?'

মাথা ঝাঁকাল মাসুদ রানা। 'ড্যাম শিওর।'

'কিন্তু ওটা ওড়ার সময় প্রচুর আলো ছিল।'

'আলো কোন সমস্যা হবে না।'

আবার নীরবে রানাকে পর্যবেক্ষণ করল ম্যাসন। 'আমি সর্বান্তকরণে আশা করি, আপনাকে আমি যা সন্দেহ করছি আপনি তা নন।'

'পাগল? না, পাগল নই আমি। তবু উড়তে চাই। নইলে...

'থাক, বুঝেছি। কোন ব্যাখ্যা প্রয়োজন নেই। উড়তে যখন হবেই, তখন আর বসে আছি কেন আমরা?' কফি শেষ করল ম্যাসন। 'চলুন, যাওয়া যাক তাহলে।'

'এক মিনিট।' পকেট থেকে গাড়ির চাবি বের করে ক্যামিলির দিকে এগোল মাসুদ রানা। একটা চেয়ারে বসে আছে মেয়েটি, হাতে রুমাল। চাবিটা ওকে দিল রানা। 'তুমি ফিরে যাও, ক্যামিলি। সকালে আবহাওয়া ভাল থাকলে নিউ ইয়র্ক ফিরে যেয়ো। ওখানে দেখা হবে আবার।'

ক্লান্ত চোখ তুলে তাকাল ক্যামিলি। 'এরমধ্যে রওনা হতেই হবে তোমাকে?'

'উপায় কি?'

পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হলো মেয়েটি। আলতো করে চুমু খেল রানার গালে। 'নিজের দিকে খেয়াল রেখো, রানা।'

মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানাল মাসুদ রানা। পিছন থেকে ওর ঘাড়ের ওপর এসে দাঁড়াল পাইলট। 'রেডি, বাডি?'

'রেডি। চলো।'

ক্যামিলি হান্টের হাতে মৃদু চাপ দিল মাসুদ রানা। 'ভেব না। আমি জানি ঠিক কি করা দরকার।'

'সফল হয়ে ফিরে এসো, রানা,' ছলছলে চোখে বলল ক্যামিলি হান্ট। 'আমি তোমার প্রতীক্ষায় থাকব।'

ঘুরে দাঁড়াল মাসুদ রানা। দাঁত বের করে হেসে উঠল ম্যাসন আর্মস্ট্রং। 'চলুন, এরকম আবহাওয়ায় আকাশে পায়চারি করতে কেমন

লাগে, বুঝে আসি।'

আট

প্রাইভেট এয়ার ক্রাফটের জন্যে নির্ধারিত র‍্যাম্প এরিয়ায় দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানার মাসটাং ফাইটার এফ-ফিফটিন। অন্যান্য ক্রাফটের চাইতে অনেক উঁচুতে, আকাশের পটভূমিতে তার খাড়া নাকটা ভীতিকর লাগছে। চকচক করছে মাস্টাঙের বৃষ্টিভেজা ফিউজিলাজ।

প্রি-ফ্লাইট চেকিঙের কাজ আগেই সেরে রেখেছিল ম্যাসন। অতএব যে কোন মুহূর্তে মাটি ত্যাগ করতে কোন অসুবিধে হবে না এখন ওদের। বৃষ্টির কারণে এয়ারফিল্ড গতকাল সন্ধের পরই ক্লোজ করে দেয়া হয়েছে অফিশিয়ালি, কাজেই খোলা জায়গায় কোন ক্রু দেখল না ওরা। মাঠ একেবারে ফাঁকা।

নিজের আসনে উঠে বসল মাসুদ রানা। শোল্ডার হার্নেস ও সীট বেল্ট দিয়ে নিজেকে ভাল করে বাঁধল। ওদিকে পাইলট চোখ টেনে দিয়ে হেডসেট পরে তৈরি। ওপরের ক্যানোপি আগেই লক করে দিয়েছে সে, তারওপর রয়েছে বৃষ্টি। ফলে টার্মিন্যালের কারও চোখে পড়ল না ওদের প্রস্তুতি গ্রহণের দৃশ্য। অবশ্য বেশিক্ষণ যে ব্যাপারটা চেপে রাখা সম্ভব হবে না, জানা আছে রানার। বিমান স্টার্ট দিলেই আর দেখতে হবে না, হৈ-হৈ পড়ে যাবে টার্মিন্যাল ভবনে। হয়তো ছুটেও

আসবে কেউ কেউ।

'ঈশ্বর জানেন এঞ্জিনের আওয়াজ শুনে কি করবে ব্যাটারা।' হেডফোনে ওর মনের কথাই ম্যাসনের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে শুনল মাসুদ রানা।

পরক্ষণেই স্টার্ট দিল সে, মুহূর্তে জ্যান্ত হয়ে উঠল মাসটাঙের দৈত্যাকার চার প্যাডেল ব্লেড। দুনিয়ার আর কোন কিছু এত আওয়াজ করে কি না জানে না মাসুদ রানা। হেডসেট পরে থাকা সত্ত্বেও মুহূর্তে কানে তালা লেগে গেল ওর। বারোটা মার্লিন সিলিণ্ডারের সম্মিলিত প্রচণ্ড হুঙ্কারে ভয়ঙ্কর এক ঝাঁকি খেয়ে সচেতন হয়ে উঠল ইউ গ্যালি এয়ারপোর্ট, হঠাৎ করে প্রাণ ফিরে পেল রেডিও। টাওয়ার অপারেটরের বিস্মিত প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে উঠল ম্যাসন আর্মস্ট্রং।

পাত্তা দিল না সে, উত্তর দিল না একটা প্রশ্নেরও। হাতের ঝাপটায় রেডিওর সুইচ অফ করে ট্যাক্সি স্ট্রিপে তুলে নিয়ে এল সে মাসটাং, স্বাভাবিকের চাইতে খানিকটা দ্রুতগতিতে রানওয়ের শেষ মাথায় এসে ঘুরল, তারপরই দে ছুট। প্রয়োজনীয় দূরত্ব অতিক্রমের প্রয়োজন মনে করল না ম্যাসন, পঞ্চাশ ফুট বাকি থাকতেই ডানা মেলে দিল শূন্যে। শুনতে পেল মাসুদ রানা, বিড়বিড় করে কি যেন বলছে সে। হয়তো প্রার্থনা করছে সহি সালামতে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে ঈশ্বরের কৃপা লাভের আশায়।

সোজা পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট ওপরে এসে আরোহণ শেষ করল মাসটাং। পরিষ্কার, ঝকঝকে নীল আকাশ ওপরে, রোদের আলো মেখে হাসছে চারদিক। ওদের নিচে ভীতিকর কালো মেঘের ঘনঘটা। বাতাসের সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটছে দিগ্বিদিক, মোচড় খাচ্ছে ক্রমাগত। ওর মধ্যে থেকে মাথা তুলেছে চমৎকার এক রংধনু—শ্বাসরুদ্ধকর দৃশ্য। সামনের পাইপার বিমানটার কথা ভাবল মাসুদ রানা, কোথায় আছে এখন

ওটা? কত দূরে? পৌঁছে গেছে জায়গামত? ওদিকের আবহাওয়া কে জানে কেমন থাকবে মাসটাং যখন পৌঁছবে।

ওসব চিন্তা ম্যাসন আর্মস্ট্রঙের ওপর ছেড়ে দিয়ে হেলান দিল মাসুদ রানা। চোখ বুজল। সময়েরটা সময়ে দেখা যাবে। কি লাভ শুধু শুধু আগে থেকে মাথা ঘামিয়ে? এক ঘণ্টার মধ্যে দু'বার মেঘের নিচে নেমে এসে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করেছে ম্যাসন। দ্বিতীয়বার ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সে, নিচের একটা মাঠ দেখিয়েছে রানাকে। পানিতে থৈ থৈ করছে মাঠটা। আশপাশে কোন ল্যাণ্ডমার্ক দেখতে পেল না মাসুদ রানা। আরও এক ঘণ্টা কাটল।

'যতটা ভেবেছিলাম, তার চাইতে অনেক জোরাল ক্রসউইণ্ড,' বলল ম্যাসন।

'তাহলে?'

'পশ্চিমে বাতাস এরকমই হবে। বরং কিছুটা পুবে যাই এখন আমরা, তারপর কোস্ট লাইন ধরে ফিরে আসা যাবে। এখানে মেঘের সিলিং বড্ড নিচু। দেখতে অসুবিধে হচ্ছে।'

'তাই চলো।'

একটু একটু করে অনেকখানি জায়গা নিয়ে বাঁক নিল মাসটাং। ঘণ্টাখানেক পুবে এগিয়ে ওটাকে মেঘের নিচে নিয়ে এল ম্যাসন। সাথে সাথে একটা সামার রিসোর্ট চোখে পড়ল। সন্তুষ্ট হলো পাইলট, আবার প্লেনের নাক ঘোরাল দক্ষিণপুবে। তারপর যত নিচে সম্ভব নেমে এল। গাছের মাথা ছুঁয়ে সগর্জনে ছুটল লেসভিল। দৃষ্টি সদাসতর্ক, আচমকা যদি মাটি বা আকাশ ফুঁড়ে কিছু বাধা হয়ে দাঁড়ায় যাত্রাপথে, তাকে এড়াতে প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুত। ওদিকে সূর্য অনেকটা পশ্চিমে হেলে পড়েছে তখন।

একটু পর গাছপালা ছেড়ে বিদ্যুতের লাইন অনুসরণ শুরু করল ম্যাসন। তারপর সরু গ্রাম্য রাস্তা। সবশেষে একটা হাইওয়ে বাঁয়ে রেখে

আরও আধ ঘণ্টার যাত্রা। তারপর গন্তব্যে পৌঁছল ওরা। ম্যাসনের নির্দেশে নিচে তাকাল মাসুদ রানা। মাসটাঙের ঠিক নিচেই একটা এয়ারস্ট্রিপের আউটলাইন চোখে পড়ল। তিনটে চাকার গভীর দাগ রয়েছে ওটার রানওয়েতে। রানওয়ের মাঝামাঝি জায়গায় আচমকা বেঁকে গিয়ে শেষ হয়েছে সে দাগ। দাগের শেষ মাথায় মাটিতে ত্যাড়া হয়ে বসে থাকতে দেখা গেল পাইপার কোমাঞ্চিটিকে।

খ্যাক-খ্যাক করে হেসে উঠল ম্যাসন। 'ব্যাটা ছাগলের বিষ্ঠা! শেষ রক্ষা করতে না পেরে হেঁদিয়ে গেছে মাটিতে।' পরক্ষণেই আঁতকে উঠল সে। 'হায় খোদা! কি ওটা?'

প্রায় একই সাথে রানারও চোখ পড়েছে জিনিসটার ওপর। একজন মানুষ। প্লেনটার পাশেই উপুড় হয়ে পড়ে আছে কাদামাটিতে মুখ গুঁজে। বলে দিতে হয় না, দেখলেই বোঝা যায় লোকটা মৃত। পাইপারের পাইলট নিশ্চই, ভাবল মাসুদ রানা। কাজ উদ্ধার হতে তাকে হত্যা করে ফেলে রেখে নিজের পথে চলে গেছে নাইজার হপস।

'এখন কি করি?' চিন্তিত কণ্ঠে আপনমনে বলে উঠল পাইলট। 'এখানে তো দেখছি ল্যাণ্ড করার কোন উপায়ই নেই!'

'ধারেকাছে কোন পাকা রাস্তা আছে?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

মাথা দোলাল ম্যাসন। 'ম্যাপে উল্লেখ নেই।'

'তাহলে স্ট্রিপের আশেপাশেই কোথাও নামতে হবে,' দৃঢ়স্বরে বলল মাসুদ রানা। 'নামতেই হবে!'

'কিন্তু…'

'কোন কিন্তু নেই, ম্যাসন!' প্রায় ধমকে উঠল ও। 'ব্যাপারটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ, বলে বোঝানো অসম্ভব। সে সময়ও নেই হাতে। তবে এটুকু শুনে রাখো, ওই প্লেনটিতে যে এসেছে, সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই যদি তাকে ধরতে না পারি, আমেরিকা নামের দেশটা হাওয়া হয়ে যাবে

কয়েকদিনের মধ্যে।'

খানিক ইতস্তত করল ম্যাসন। 'বুঝলাম। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করারও তো একটা সীমা আছে। এমন ঝুঁকি নেয়ার কথা কখনও কল্পনাও করিনি আমি।'

'এখন করো।' মাসুদ রানা নির্বিকার। 'সব ব্যাপারেই প্রথমবার বলে একটা কথা আছে।'

'হ্যাঁ,' মুখ হাঁড়ি করে বলল লোকটা। 'প্রথমবার কখনও কখনও শেষবার হয়েও দেখা দেয়, এই যা।'

একটু পর চোখে পড়ল লেসভিল। কয়েকটা দোকান, একটা গ্যাস স্টেশন আর কয়েকটা বাড়ি, এই হলো লেসভিল। ততক্ষণে প্লেনটিকে আরও নিচে নিয়ে এসেছে ম্যাসন, চাকা নামিয়ে দিয়েছে। ব্যস্ত হয়ে বড় ফাঁকা মাঠ ধরনের কিছু একটা খুঁজছে পাইলট, যেখানে নামতে পারে মাসটাং। ঘরবাড়ির এত কাছ দিয়ে উড়ছে ওরা যে ব্যাপারটাকে জবর এক তামাশা বলে মনে হলো মাসুদ রানার।

আয়নায় ম্যাসনের সাথে চোখাচোখি হলো ওর। মাথা ঝাঁকাল পাইলট। 'তাড়াতাড়ি প্রার্থনা শেষ করুন। ল্যাণ্ড করব এখনই।'

পরিবেশ তরল করার জন্যে হাসল মাসুদ রানা। 'করিনি ভেবেছ বুঝি?'

'গুড।' চোখ বুজে ধ্যান করল ম্যাসন। 'চললাম।'

ল্যাণ্ডিঙের প্রাথমিক পর্বটা হলো এক কথায় চমৎকার। মাসটাঙের লেজের দিক মাটি স্পর্শ করল আলতোভাবে, তারপর দৌড়ের ফাঁকে ফ্রন্ট হুইল নেমে এল স্বাভাবিক নিয়মে। গড়বড়টা ঘটল এই সময়ই। ম্যাসনের নিয়ন্ত্রণে অক্ষমতার জন্যেই হোক বা মাটি নরম বলে আন্দাজ ঠিক রাখতে পারেনি বলেই হোক, দুম্ করে আছড়ে পড়ল সামনের চাকা। ভয়ঙ্কর এক ঝাঁকি খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে অস্বাভাবিক নিচু হয়ে গেল

মাসটাঙের নাক।

উদ্ভট এক পতঙ্গের মত মাটি ঘষটে, পানি ছলকে ছুটল প্লেন। অস্বাভাবিক বিকট চিৎকার জুড়ে দিল এঞ্জিনগুলো। মাটিতে ঘা-গুঁতো খেয়ে দেখতে দেখতে দুমড়ে-মুচড়ে বরবাদ হয়ে গেল সব ক'টা প্রপেলার। প্রায় সাথে সাথে থেমে গেল মার্লিনের সম্মিলিত হুঙ্কার। তার বদলে চারদিক থেকে কেবল মাসটাঙের অ্যালুমিনিয়াম ফিউজিলাজ ভাঙার-ছেঁড়ার আওয়াজ উঠতে লাগল। সামনের কাঁচ কখন গায়েব হয়ে গেছে খেয়ালই করেনি ওরা কেউ। মুখে কাদা পানির ছাঁট এসে লাগতেই হুঁশ হলো।

এলোপাতাড়ি লাফ-ঝাঁপ করতে করতে দুইশো গজমত এগোল মাসটাং, তারপর জেগে থাকা দীর্ঘ এক ডিচ এমব্যাঙ্কমেন্টের সাথে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে থেমে পড়ল। প্রস্তুত হয়েই ছিল, মুহূর্তে বাইরে লাফিয়ে পড়ে খিঁচে দৌড়াতে শুরু করল রানা ও ম্যাসন। প্লেনে আগুন ধরতে পারে, সেই ভয়ে। এক দৌড়ে পঞ্চাশ গজ তফাতে এসে থামল ওরা। পিছন ফিরে বিমানটা দেখল ম্যাসন আর্মস্ট্রং। তারপর মাথা ঝাঁকাল হতাশ ভঙ্গিতে। 'হায় হায়! কী অবস্থা হয়েছে ওটার।'

'ভেবো না,' বলল মাসুদ রানা। 'নিউ ইয়র্ক ফিরেই ওরকম নতুন আরেকটা পাইয়ে দেব আমি তোমাকে। প্রমিজ।'

মাসুদ রানার হাত থেকে বিশ ডলারের নোটটা নিল গ্যাস স্টেশনের বুড়ো অ্যাটেনডেন্ট। সন্দিগ্ধ চোখে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে দেখল ওটা। অতঃপর ওতে সন্দেহ করার মত কিছু নেই দেখে রানার মুখের দিকে তাকাল। সেখানেও তেমন কিছু নেই দেখে দয়া করে হাসল।

'ওয়েল,' নোটটা যত্নের সাথে ভাঁজ করে পকেটে ভরল বৃদ্ধ। 'বলুন, কি বলতে চান।'

বলল রানা। শুনে মাথা দোলাল সে। 'হ্যাঁ, কিছুক্ষণ আগে একটা গাড়ি যেতে দেখেছি বটে আমি। একটা পুরানো পিকআপ ট্রাক।'

এদিক ওদিক তাকাল মাসুদ রানা। 'এদিকে কোথাও একটা ফিশ হাউস আছে শুনেছি। সেটা কোথায়?'

'আছে, কিন্তু ওটা তো এখন বন্ধ। শীতকালে বন্ধ থাকে ফিশ হাউস, গরমের সময় খোলে। চেনেন নাকি ওটার মালিককে?'

'না। তার কাছেই এসেছি, মানে আলাপ-পরিচয় করতে আর কি! ইচ্ছে আছে আগামী গ্রীষ্মে ব্যবসা করব তার সাথে।'

'ভালই।' হাত তুলে দূরে, গাছপালার আড়ালে একটা কাঠের ঘর দেখাল বৃদ্ধ। 'ওর মধ্যে পাবেন তাকে। পুরো শীতকালটা খেয়ে-ঘুমিয়ে কাটাবার জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু জোগাড় করে বসে আছে সে ভেতরে। খাওয়া-ঘুম আর ম্যাগাজিন পড়া ছাড়া শীতকালে আর কিছুই করে না, ব্যাটা। মৌজে আছে।'

পকেট থেকে পিটার মার্টিনের একটা ছবি বের করে বৃদ্ধের চোখের সামনে ধরল মাসুদ রানা। 'একে দেখেছেন কখনও?'

দেখতেই থাকল সে ছবিটা, যতক্ষণ না আরও বিশ ডলার তুলে দিল রানা ওর হাতে। ওটা পাওয়ামাত্র চিনে ফেলল বৃদ্ধ ছবিধারীকে। 'যতদূর মনে পড়ে খুব সম্ভব দেখেছি আমি লোকটাকে।'

'কোথায় দেখেছেন?' সিগারেট ধরাল রানা।

'এখানেই।'

'কোথায় থাকে লোকটা?'

'তা তো জানি না।'

চোখ কোঁচকাল মাসুদ রানা। 'আপনি শিওর?'

'অফ কোর্স শিওর!' রেগে উঠল যেন বুড়ো। 'ত্রিশ বছর হলো লেসভিলে আছি আমি। এখানে এমন কেউ নেই যাকে চিনি না। তেমনি

এখানকার প্রত্যেকে আমাকে চেনে।'

'ইদানীং কোন সম্পত্তি বেচা-কেনা করেছে কেউ?'

কাঁধ ঝাঁকাল বৃদ্ধ। 'হ্যাঁ, সে তো প্রায়ই হয়ে থাকে। অনেকেই আসে, জমি-জমা কেনে। চাষাবাদ করে। কিন্তু আপনি যা বোঝাতে চাইছেন, এ লোক তাদের দলে পড়ে না। তিনজন ট্যুরিস্ট এসে বছর তিনেক আগে সৈকতে তিনটে অস্থায়ী ঘর বানিয়েছে, এ তাদের মধ্যেও নেই।'

ছবিটা পকেটে ঢোকাল মাসুদ রানা। 'সৈকতে অস্থায়ী ঘর?'

'রাইট। কিছু আছে পার্মানেন্ট, জেলেদের। আর তিনটে ট্যুরিস্টদের তৈরি।'

'কোনদিকে সে জায়গা?'

হাত তুলে ফিশ হাউস দেখাল বৃদ্ধ। 'ওটা ছাড়িয়ে সামনে। ফিশ হাউসের মালিককে দেখান ছবিটা, সে হয়তো সাহায্য করতে পারবে আপনাকে।'

পঞ্চাশ ডলারের একটা নোট বের করল মাসুদ রানা। 'কয়েক ঘণ্টার জন্যে একটা গাড়ি হবে?'

'হবে হবে! নিশ্চই হবে।' প্রায় থাবা দিয়ে নোটটা কেড়ে নিল বৃদ্ধ।

ফিশ হাউসটির নাম ওয়াক্সে'স ফিশ। ওয়াক্স তার মালিকের নাম। কাঠের তৈরি ঘরটা বেশ পুরানো। দেখলেই বোঝা যায় কোন কালেও রঙের ছোঁয়া লাগেনি ও ঘরে। চমৎকার নিরিবিলি পরিবেশ। বছরে মাত্র দু'মাস ব্যবসা করে যে প্রতিষ্ঠানের মালিক বাকি দশ মাস খেয়ে-ঘুমিয়ে কাটায়, তার ব্যবসা যে অত্যন্ত ভাল স্বীকার করতেই হবে। ঘরের সামনে পাহাড়ের মত ঢিপ হয়ে থাকা ঝিনুকের খোল দেখলে তা বোঝাও যায় পরিষ্কার।

ফিশ হাউসের পিছনে প্রায় একই ধাঁচের, তবে ছোট আরেকটা ঘরে থাকে তার মালিক। প্রথমটার সাথে এ ঘরের পার্থক্য কেবল একটা ইটের চিমনি। মৃদু ধোঁয়া উড়ছে চিমনি থেকে। এক জানালায় ভেতরে যে আলো জ্বলছে, তার আভাসও পাওয়া গেল। 'শালা!' বিড়বিড় করে বলল ম্যাসন আর্মস্ট্রং। 'এরমধ্যেও নাকি মানুষ থাকে। তাও বছরের দশ মাস। যত্তোসব!'

উত্তর দিল না রানা। বন্ধ দরজার সামনে পৌঁছে নক করল। সাড়া নেই। আবার নক করল ও। তথৈবচ। আস্তে করে দরজা ঠেলা দিল রানা, সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল। ঘরের একেবারে ওমাথায় একটা কটের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে ইয়া মোটা, বয়স্ক এক লোক। পরনে শুধু একটা নোংরা অন্তর্বাস। লোকটা দাড়িওয়ালা। হুইস্কির গন্ধে ভরে আছে ঘর। ঘুমিয়ে আছে লোকটা, মুখ দিয়ে দম ছাড়ছে সশব্দে। কোলের ওপর একটা বেড়ালও ঘুমিয়ে রয়েছে তার, ভুঁড়ির তালে তাল মিলিয়ে ওঠানামা করছে ওটা।

কটের পাশে মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে দুটো হুইস্কির বোতল। একটু তফাতে পড়ে আছে একটা আধ খাওয়া স্যাণ্ডউইচ। কটের পাশে এসে দাঁড়াল রানা আর ম্যাসন। মানুষের সাড়া পেয়ে এক লাফে পালিয়ে গেল বেড়ালটা। ঝাঁকিঝুঁকি দিয়ে ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করল ওরা মানুষটার, কিন্তু কাজ হলো না। নড়লই না ব্যাটা। কি করা যায় ভাবছে মাসুদ রানা। এই সময় তার মাথার কাছের এক টেবিলের ওপর রাখা এক গ্লাস পানি দেখতে পেয়ে নিয়ে এল ম্যাসন। 'ছলাৎ' করে পুরো গ্লাস ঢেলে দিল তার নাকেমুখে। তাও নড়ে না।

'আচ্ছা মুসিবতে পড়া গেল তো!' গজ গজ করে উঠল ম্যাসন। তারপর দু'হাতে গায়ের জোরে এক ধাক্কা দিল তাকে। 'অ্যাই ব্যাটা ঘুমের রাজা! ওঠ্!'

এইবার লোকটা নড়ে উঠল। চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে বসার চেষ্টা করল, কিন্তু নিজের বিশাল ধড়ই প্রধান বাধা হয়ে দেখা দিল তার জন্যে। ফাঁক পেয়ে সড়াৎ করে তার ঘাড়ের নিচে এক হাত ভরে দিল ম্যাসন। হ্যাঁচকা টানে তুলে বসাল লোকটাকে। পরক্ষণে চোখমুখ কুঁচকে গেল তার, চোট লেগেছে রুবজিতে। 'শা-লা দশমনি কুমড়ো!'

'ওয়াক্স!' লোকটার কানের কাছে মুখ নিয়ে হাঁক ছাড়ল মাসুদ রানা। 'মিস্টার ওয়াক্স, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?'

সাড়া নেই। ঘুমিয়ে পড়েছে। তাও বসে বসে। শুয়ে পড়ল আবার।

'টান মেরে ফেলে দিই মেঝেতে!' গজ গজ করে উঠল ম্যাসন। 'পেটের ওপর উঠে কতক্ষণ নাচি আমি, দেখি ঘুম না ভেঙে পারে কি করে।'

ও ঠিক তাই করতে যাচ্ছে ভেবে 'করো কি! করো কি!' বলে চেঁচিয়ে উঠল রানা।

হেসে ফেলল ম্যাসন। 'সত্যি সত্যি করব ভেবেছেন নাকি আপনি? ধরে আগে নামাই ব্যাটাকে, আসুন। তারপর দেখুন কি করি।'

নামানো হলো লোকটাকে। স্টোভ জ্বেলে গরম এক কাপ কফি তৈরি করল ম্যাসন তার জন্যে। হাতের কাছেই মজুত ছিল সমস্ত কিছু, অতএব কোন অসুবিধে হলো না। তারপর হাঁ করিয়ে সেই কফি ঢেলে দেয়া হলো ওয়াক্সের মুখের মধ্যে। এইবার নড়েচড়ে উঠল দানব। চোখ মেলে তাকাল। মুখ খুলল বহু কষ্টে। 'কারা···কারা আপনারা?'

'এই তো ধরেছে ওষুধে বাপধনকে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ম্যাসন।

উঠে বসল মানুষটা। পিটপিট করে তাকাল ওদের দিকে। 'কারা আপনারা? আমার ঘরে কেন···?'

'আমাদের কিছু তথ্য চাই,' বলল মাসুদ রানা।

চোখ কোঁচকাল লোকটা। 'পুলিস?'

'না।'

'কিসের তথ্য?'

পকেট থেকে বিশ ডলারের একটা নোট বের করল ও। সেই সাথে পিটার মার্টিনের ছবি। 'দেখুন তো, ছবির এই লোকটাকে চেনেন কি না?'

ছবি নয়, হাঁ করে নোটটা দেখতে লাগল সে। উঠে কটের কিনারায় বসল। মুখ খোলার কোন আভাস নেই।

'চেনেন?' আবার বলল রানা।

'খুব সম্ভব।'

'এটা পেতে হলে "খুব সম্ভবে" কাজ হবে না,' নোট দিয়ে তার নাকে বাতাস করল রানা। 'পুরো বলতে হবে। বলুন, চেনেন এই লোকটিকে? দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, দেখেছি।'

'কোথায় দেখেছেন?'

'কয়েকবার মাছ কিনতে এসেছে সে আমার কাছে।'

'কোথায় থাকে এই লোক?' নোটটা তার হাতে ধরিয়ে দিল মাসুদ রানা।

'বলতে পারি না। কখনও বলেনি সে কোথায় থাকে। তবে সৈকতের কোথাও যে থাকে, তা জানি।'

'ক'বার এসেছে সে?'

'সাত-আটবার হবে হয়তো। অসুস্থ মানুষ।'

চোখ কোঁচকাল মাসুদ রানা। 'অসুস্থ?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল সে। 'স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। সামান্য পরিশ্রম করলেই খুব হাঁপিয়ে ওঠে।'

'আরেকটু ভেবে বলুন, সৈকতে কোথায় থাকে সে?'

'সত্যি জানি না। কসম। কয়েকটা ঘর আছে সৈকতে, সেগুলোয় খোঁজ নিয়ে দেখুন। তবে পাবেন বলে মনে হয় না। শীতকালে সৈকতে থাকে না কেউ।'

'সৈকতেই থাকে কি করে বুঝলেন?' প্রশ্ন করল ম্যাসন আর্মস্ট্রং।

'আমার এখানে যতবারই এসেছে, তার প্যান্টে বালি লেগে থাকতে দেখেছি আমি। সৈকত ছাড়া আর কোথাও বালি নেই লেসভিলে।'

'ঠিক আছে, ধন্যবাদ।'

'তবে এখন সে আছে বলে মনে হয় না। বেশ কিছুদিন হলো দেখি না তাকে। থাকলে নিশ্চই আসত।'

আছে, মনে মনে বলল মাসুদ রানা। নিশ্চয়ই আছে। টেলিফোনে লিলিকে বলেছে স্বপন, সারাক্ষণ সাগরের গর্জন শুনতে পায় সে। কাজেই ওরা এখানেই আছে।

কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে এল ওরা। কার নিয়ে ছুটল সৈকতের দিকে। আধঘণ্টা আগে থেমেছে বৃষ্টি। ওরা যখন পৌঁছেছে, লেসভিলেও বৃষ্টি ছিল তখন। তবে ইউ গ্যালির মত জোর ছিল না তাতে, বাতাসও কম ছিল। মাথার ওপর মেঘের সিলিং এখন আর নিরেট নেই, জায়গায় জায়গায় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে তার। বিশ্রী কালচে কালচে ধূসর রঙের মেঘের ফাঁক দিয়ে নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে।

বেলে মাটি এদিকে খুব দ্রুত শুষে নিয়েছে বৃষ্টির পানি, অনায়াসে গড়িয়ে চলেছে গাড়ির হুইল। স্টিয়ারিং ধরে মূর্তির মত বসে আছে মাসুদ রানা, দৃষ্টি সামনে নিবদ্ধ। দু'পাশের গভীর বন দেখতে দেখতে এগোচ্ছে। নানান দ্বিধা দ্বন্দ্বে দুলছে মন।

মাথার ওপরে, মেঘের আড়ালে কোথাও একটা জেট এঞ্জিনের আওয়াজ উঠল। বিকট শব্দে সাগরের দিকে চলে গেল ওটা, ক্রমে

মিলিয়ে গেল তার ক্রুদ্ধ গর্জন। একটু পর আবার ফিরে এল, প্রথমবার যেদিক থেকে এসেছে, সেদিকে উড়ে গেল। চেষ্টা করেও ওটাকে দেখতে পেল না রানা বা ম্যাসন।

'আবার কার দরকার পড়ল এদিকে?' বিড় বিড় করে নিজেকে প্রশ্ন করল ম্যাসন।

মাসুদ রানা কিছু বলল না। মনে হলো শুনতে পায়নি কথাটা। আপন চিন্তায় মগ্ন। ঠোঁটের কোণে সিগারেট পুড়ছে। টানছে না।

রাস্তা সামনে বাঁয়ে ঘুরে গেছে অনেকটা জায়গা নিয়ে। বাঁকের শেষ মাথায় আচমকা শেষ হয়ে গেছে বন—সামনে বিস্তীর্ণ সৈকত। চট্ করে গিয়ার নিউট্রাল করল মাসুদ রানা, প্রায় জায়গায় দাঁড় করিয়ে ফেলল গাড়ি। আরেকটু হলেই খোলা জায়গায় গিয়ে পড়ত। ব্যাক করল ও গজ দশেক। স্টার্ট বন্ধ করে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। সূর্য ডুবতে আরও ঘণ্টা দুয়েক বাকি এখনও। যদিও মেঘের জন্যে মুখ বের করতে পারছে না ওটা, তবে আলো আছে পর্যাপ্ত।

গাছের আড়ালে আড়ালে সামনে এগোল মাসুদ রানা। ম্যাসন আর্মস্ট্রং অনুসরণ করল ওকে। বনের প্রান্তে এসে চওড়া কাণ্ডের এক পাইন গাছের আড়ালে দাঁড়াল রানা। ওদের বাঁ দিকে, দক্ষিণে, কয়েকটা বাক্স ধরনের বীচ হাউস দাঁড়িয়ে আছে। ছাড়া ছাড়া। প্রতিটি ঘর ফুট ছয়েক উঁচু কাঠের মজবুত খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে। জোয়ারের পানি যাতে ঘরে ঢুকতে না পারে, সে জন্যে এই ব্যবস্থা। পুরো সৈকত জুড়ে ছড়িয়ে আছে ছোট-বড় প্রচুর ঝোপ-ঝাড়।

'ওখানে কেউ আছে বলে মনে হয় না,' বলল পাইলট।

'আছে,' দৃঢ় আস্থার সাথে বলল মাসুদ রানা। 'থাকতেই হবে।'

'শুনলেন না ওয়াল্শ কি বলল? ওই লোক বেশ কিছুদিন যায়নি তার ওখানে। যদি থাকত, নিশ্চই তার খাবারের প্রয়োজন হত।'

'ওগুলোর কোন একটায় আছে সে,' আপনমনে বলল মাসুদ রানা। যেন শুনতে পায়নি ম্যাসনের মন্তব্য। 'ওরকম জায়গায় এমন অসময়ে কেউ থাকলে তা কারও নজরে পড়ে না। পড়ার কথা নয়। সমস্ত রসদ জোগাড় করে ওয়াক্সের মত ওর কোন একটায় পড়ে থাকা যায় দিনের পর দিন। আত্মগোপনের আদর্শ জায়গা।'

'সে তো বুঝলাম। কিন্তু আন্দাজে কোনটায় খুঁজবেন?' বলল ম্যাসন।

'তা জানতে হলে একটু কষ্ট করতেই হবে।' মাথার ওপরের পাওয়ার লাইন দেখতে লাগল রানা। শেষ পিলার থেকে দুটো তার চলে গেছে বীচ হাউসগুলোর দিকে। আবার শুরু হয়েছে বৃষ্টি। বেগ একটু একটু করে বাড়ছে। ওদিকে সেই জেট বিমানটা ফিরে এসেছে আবার। সগর্জনে দক্ষিণ পুবে চলে গেল ওটা। এবারও দেখতে পেল না রানা।

'আকাশে কি দেখছেন? প্লেন?'

ম্যাসনের কণ্ঠে ধ্যানভঙ্গ হলো ওর। 'ওয়াক্স কি যেন বলল তখন? এসব ঘরে শীতে কোন মানুষ থাকে না। তাই না?'

'হ্যাঁ। তাই তো বলল।'

'হুঁম!'

'মানে?'

'মানে পেয়ে গেছি পিটার মার্টিনকে।' একটা বড় ঝোপের দিকে পা বাড়াল মাসুদ রানা।

বিস্মিত চোখে ওকে দেখতে থাকল ম্যাসন। 'কি করে পেলেন?'

'পাইনি এখনও। তবে আশা আছে পেয়ে যাব,' এক টুকরো মারফতি হাসি দিল রানা।

'কি দেখে নিশ্চিত হলেন?'

'এখানকার বৈদ্যুতিক লাইনের মিটার সব বাড়ির বাইরে বসানো,

খেয়াল করেছ তুমি ব্যাপারটা?'

'অ্যাঁ…হ্যাঁ, তা দেখেছি।'

'কাজেই-ঘরের ভেতর না খুঁজলেও চলবে। শুধু কোন ঘরের মিটার চলছে, তা জানা গেলেই হবে। যে ঘরে লোক আছে, সে ঘরের মিটার চলবেই। তুমি গাড়িতে গিয়ে বোসো, আমি আসছি।'

'তার মানে!' তাজ্জব হয়ে গেল ম্যাসন। 'এত ঝুঁকি নিয়ে এলাম কি বসে থাকব বলে?'

'কিন্তু আমি যে কাজে যাচ্ছি, তাতে হাজার গুণ বেশি ঝুঁকি। তোমার না যাওয়াই ভাল।'

'অসম্ভব! অনেক মাছি মেরেছি ইউ গ্যালিতে একা বসে বসে, আর ওতে রাজি নই আমি।'

'কিন্তু…'

একগুঁয়ে শিশুর মত মাটিতে পা ঠুকল ম্যাসন। 'কোন কিন্তু নেই। আমি যাচ্ছি।'

অগত্যা রাজি হতে হলো রানাকে। 'ওকে। এসো।' খুব সতর্কতার সাথে এগোল ওরা ঝোপের আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে। বৃষ্টি বাড়তি সুবিধে দিচ্ছে ওদের। পর্দার মত একটা আড়াল তৈরি করে রেখেছে সামনে। যদিও রানা জানে, শত্রুও একই সুবিধে পাচ্ছে। অবশ্য যদি সে তাকে রানার অনুসরণের ব্যাপারটা টের পেয়ে তৈরি হয়ে পথের দিকে চেয়ে বসে থেকে থাকে, তবেই।

প্রথম ব্যাড়িটার কাছে পৌঁছল ওরা নিরাপদেই। নেই কেউ। মিটার অনড়। কেউ ভেতরে থাকলে এরকমটা হওয়ার কথা নয়। অন্তত ঘর গরম রাখার জন্যে হিটার চালাতেই হবে। তবু ভেতরটা চেক করতে ভুল হলো না রানার। সন্তুষ্ট হয়ে বেরিয়ে এল দু'জনে, দ্বিতীয় ঘরের দিকে চলল। বাড়িটার শ'খানেক গজ দূরে, বড় এক ঝোপের আড়ালে কাত

হয়ে পড়ে থাকা একটা পিকআপ ভ্যানের ওপর চোখ পড়ল ওদের। সামনের একটা চাকা পড়ে আছে গর্তে। তোলা সম্ভব হয়নি বলে ফেলে রেখে গেছে চালক।

'ওই সেই গাড়ি,' বলল ম্যাসন।

মাথা ঝাঁকাল মাসুদ রানা। 'তুমি গাড়ির কাছে যাও। দেখো, কোন পায়ের ছাপ পাওয়া যায় কি না অনুসরণ করার মত। আমি এদিকে ঘরগুলো চেক করি।'

'যদি পেয়ে যাই ছাপ?'

'হাত তুলে ইশারা করবে। শব্দ করবে না ভুলেও।'

'আর যদি না পাই?'

'যত দ্রুত সম্ভব ফিরে আসবে।' লোকটা রওনা হয়ে পড়েছে দেখে আস্তিন টেনে ধরে ঠেকাল রানা। 'যদি কোমাঞ্চের সেই কাঁচের চোখওয়ালাকে দেখতে পাও, ভুলেও একা কিছু করতে যাবে না। ও ভয়ঙ্কর এক খুনী, মনে রেখো।'

'ঠিক আছে।' হেসে স্যালুট করল ম্যাসন রানাকে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত পা বাড়াল। দেখতে দেখতে ঝাপসা হয়ে গেল সে বৃষ্টির আড়ালে। মাসুদ রানাও চলল নিজের কাজে। দুই মিনিটের মধ্যে পরস্পরের কাছ থেকে হারিয়ে গেল ওরা। দ্বিতীয় ঘরটার কাছে পৌঁছে থেমে পড়ল মাসুদ রানা। বেশ পুরানো এটা, একদিকে কাত হয়ে আছে, যেন বিশ্রাম না নিলে আর চলছে না, তাই শুয়ে পড়ার আয়োজন করছে।

কাছে গিয়ে ঘরের খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়াল মাসুদ রানা। বৃষ্টির তোড়ে ঠিকমত চোখ মেলে রাখতে পারছে না। এ ঘরের মিটার আরেকদিকে, সে পর্যন্ত পৌঁছার আগেই যাতে ওর অস্তিত্ব ফাঁস না হয়ে পড়ে ভেতরের সম্ভাব্য অবস্থানকারীর কাছে, সে জন্যে প্রায় বসে, পা

টিপে টিপে এগোল ও। না, এ ঘরের মিটারও নিশ্চল। বন্ধ দরজার সামনে বাতাসের উড়িয়ে আনা জঞ্জালের স্তূপ দেখলেই বোঝা যায়, অন্তত ছয় মাস কোন মানুষের পা পড়েনি এ ঘরে।

পাঁচ মিনিট একই জায়গায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল মাসুদ রানা। চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর বোলাতে লাগল। কোথাও কোন আভাস পর্যন্ত নেই নাইজার হপসের। কেন? লোকটার জানার কথা নয় যে তাকে অনুসরণ করছে কেউ, পিছন পিছন ছুটে এসেছে এতদূর। তাহলে এত সতর্ক কেন সে?

এই সময় ব্যাপারটা চোখে পড়ল মাসুদ রানার। জঘন্য একটা গাল দিল নিজেকে এতক্ষণ কেন এ জিনিস ওর চোখে পড়েনি ভেবে। পোলে ঝোলানো বৈদ্যুতিক তারের নিচেই রয়েছে আরেকটা তার, টেলিফোনের তার! সোজা চলে গেছে। একটাই লাইন, কোন বাই-পাস সংযোগ নেই ওটার সাথে। উত্তেজিত হয়ে উঠল মাসুদ রানা। পাওয়া গেছে মার্টিনকে এই তারের শেষ মাথায় আছে সে। এবং ওই টেলিফোন থেকেই লিলির সাথে কথা বলেছে স্বপন।

আনন্দে বুকের গরম রক্ত ছলকে উঠল। ওয়ালথার বের করল মাসুদ রানা, অফ করে দিল সেফটি ক্যাচ। ম্যাসনের আশায় বসে থাকার সময় নেই, প্রয়োজনও নেই। বৃষ্টির ছাঁট থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে মুখ নিচু করে ছুটল ও। দৌড়ের ফাঁকে থেকে থেকে মুখ তুলছে, বাঁ হাতে চোখ আড়াল করে লাইনটার দিকে তাকাচ্ছে।

হঠাৎ করেই আওয়াজটা কানে এল মাসুদ রানার। একটা গুলির আওয়াজ। ভারি, তবে চাপা। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ও, দ্রুত এদিক ওদিক তাকাল। কিন্তু বুঝতে পারল না কোনদিক থেকে এসেছে শব্দটা। এদিকে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে খোঁজাখুঁজির উপায়ও নেই। আবার ছুটল মাসুদ রানা, কাছের এক ঝোপের আড়ালে এসে থেমে পড়ল। খানিক

দম নিয়ে কিনারায় এসে মাথা বাড়াল সাবধানে। যে-কোন পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্যে প্রস্তুত। এই সময় ম্যাসনের ওপর চোখ পড়ল ওর।

পঞ্চাশ-ষাট গজ সামনে, তৃতীয় ঘরটার সামান্য দূরে, উপুড় হয়ে পড়ে আছে লোকটা, মাথা কাৎ হয়ে আছে একদিকে। খুলির একটা পাশ উড়ে গেছে তার। এত বৃষ্টির মধ্যেও হতভাগ্য লোকটার তাজা রক্ত দেখতে পেল রানা পরিষ্কার। গল গল করে বেরুচ্ছে খুলির ভাঙা অংশ দিয়ে। ডান হাত তখনও একটু একটু নড়ছে হতভাগ্য যুবকের। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ও। উপায় নেই ম্যাসনের কাছে যাওয়ার। কারণ যেখানেই থাকুক, প্রস্তুত হয়েই আছে নাইজার হপস, খোলা জায়গায় বের হলে ওরও একই অবস্থা হবে। নির্ভুল লক্ষ্য লোকটার। অস্থিরচিত্তে অপেক্ষা করতে লাগল মাসুদ রানা।

উপায় নেই। কারণ নাইজার হপস অপেক্ষায় আছে। গুলির শব্দে অথবা মৃতদেহ চোখে পড়লে ম্যাসনের সঙ্গী যদি কেউ থাকে, খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসবে সে, লোকটা সেই আশায় আছে। হাসিখুশি, রসিক ম্যাসন আর্মস্ট্রঙের কথা ভেবে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল মাসুদ রানার। কোন অপরাধ ছিল না ছেলেটার, তবু মরতে হলো ওকে। প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠল রানার বুকের মধ্যে।

নাইজার হপসের ইচ্ছে পূরণ হলো না। এক চুল নড়ল না ও জায়গা ছেড়ে। ম্যাসন বেঁচে নেই এখন, তার জন্যে ছুটে গিয়েও কোন লাভ নেই। অতএব অপেক্ষা করলে লাভ ছাড়া নতুন কোন লোকসানের ভয়ও নেই মাসুদ রানার। দাঁতে দাঁত চাপল ও, দেখা যাক হপসের ধৈর্যের দৌড় কত।

এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বসল রানা। ম্যাসনের ত্রিশ-চল্লিশ গজ ওপাশে, সাগরের দিকে বড় বড় কয়েকটা ঝোপের ওপর সতর্ক নজর বোলাতে লাগল। ওর কোন একটার আড়ালে

আছে নাইজার হপস? তৃতীয় ঘরটার দিকে তাকাল মাসুদ রানা। ওটাকে ধরে রাখা পাইলিংগুলোর আড়ালে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে? আপনমনে মাথা দোলাল ও, না। তা সম্ভব নয়। ওগুলো সরু। মানুষের দেহ আড়াল করার ক্ষমতা নেই ওদের।

সাগরমুখো ঘরটায় ওঠার কাঠের সিঁড়িটার ওপরও তীক্ষ্ণ নজর বোলাল মাসুদ রানা। ওটাও বাদ। তাহলে নিঃসন্দেহে ওই ঝোপগুলোর একটার আড়ালে আছে নাইজার হপস। কিন্তু কোনটার? কি করে বুঝবে তা মাসুদ রানা?

বৃষ্টির ঝুপ-ঝুপ আর সাগরের গর্জন মিলে অদ্ভুত এক আবহ সঙ্গীত সৃষ্টি করেছে ওর চারদিকে। এরকম নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি কতবার পড়তে হয়েছে রানাকে? অথবা নাইজার হপসকে? এমন মরণপণ সংগ্রামে? সামনের চরম মুহূর্তটি আর কতদূরে, যখন রানা অথবা হপস, যে কোন একজনকে চিরতরে বিদায় নিতে হবে এ জগৎ ছেড়ে? টাচ্ লাইন আর কতদূরে? কার গলায় ঝুলবে বিজয় মালা?

রানা যেমন জানে, তেমনি হপসও জানে, এখান থেকে ওদের একজন প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না আজ। মরতেই হবে একজনকে। কার মৃত্যু লিখেছে আজ নিয়তি? জীবনের প্রথম এবং শেষ মুখোমুখি হয়েছে ওরা, কার অনুকূলে যাবে লড়াই? ঘরটাকে বাঁয়ে রেখে অনেকদূর দিয়ে ঘুরে, একটু একটু করে সাগরের দিকে এগোল মাসুদ রানা। বৃষ্টির পর্দাটা এ মুহূর্তে আরও ঘন হয়েছে, সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইছে না ও। ঘুরে ঝোপগুলোর ওপাশে যেতে চায়। তাড়াতাড়ি শেষ করতে চায় এ খেলা। সন্ধে ঘনিয়ে এলে মুশকিল হয়ে যাবে। একশো গজ এগিয়ে আচমকা ব্রেক কষল মাসুদ রানা। আধ হাত জিভ বের করে তাকিয়ে থাকল সুতোটার দিকে।

ওর ডানদিকের এক ছোট, নিচু ঝোপের সাথে বাঁধা আছে ওটার

এক প্রান্ত। হাঁটু সমান উঁচুতে প্রায় টান টান হয়ে আছে সুতোটা, চলে গেছে সোজা সাগরের দিকের বড় ঝোপগুলোর একটার দিকে। যদিও বোঝা গেল না ঠিক কোনটার দিকে। আরেকটু হলেই পায়ে বেধে যেত সুতোটা। আরেক প্রান্তে বসে আছে হপস, চোখের সামনে সুতো নড়ে উঠলেই বুঝে ফেলত কোথায় আছে ও. জিভের ডগায় ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির স্বাদ পেল মাসুদ রানা। হাসল ও দাঁত বের করে। বোঝা যাচ্ছে চক্কর বৃথা যাবে না। সুতোটা সাবধানে ডিঙাল মাসুদ রানা, আরও সতর্কতার সাথে, আরও বিস্তীর্ণ জায়গা নিয়ে ঘুরতে শুরু করল।

মনে হলো যেন এক যুগ পর সাগরের একেবারে কিনারায় পৌঁছল রানা। সৈকতে গড়িয়ে আসা ঢেউয়ের পানি ওর পায়ের কবজি পর্যন্ত ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। ডজনখানেক খুদে স্যাণ্ডপাইপার ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে তীরে, ঢেউয়ের পানির সাথে তাল মিলিয়ে দ্রুত আগুপিছু করছে, ভেসে আসা খাবার গিলছে টপাটপ। মাসুদ রানার উপস্থিতি কোন ব্যাঘাত ঘটাল না তাদের কাজে। অবশ্য ওর ওপর সতর্ক নজর রাখল পাখিগুলো।

সামনে আবছামত দেখা যায় কয়েকটা বড় ঝোপ। ওর যে-কোন একটার আড়ালে থাকতে পারে নাইজার হপস। ওগুলোর একটা বেশ বড়। এক হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে পড়ল মাসুদ রানা। সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকল ওটার দিকে। ভেতর থেকে কে যেন সতর্ক করল রানাকে, বলল, ওখানেই আছে সে। প্রয়োজনের খাতিরে গত দু'দিন যে রানার শত্রু নিধন করেছে, সেই লোকই আজ ওকেও নিধন করতে উদ্যত। অতি মনোযোগের কারণে চোখের কোণ কুঁচকে আছে মাসুদ রানার, দাঁতের ওপর থেকে সরে গেছে ঠোঁট। থেকে থেকে মুখ ভরে উঠছে বৃষ্টির পানিতে।

আরেকটু এগোল মাসুদ রানা, ঝোপটার চল্লিশ গজের মধ্যে পৌঁছে

আবার হাঁটু গেড়ে বসল। আর এগোনো বিপজ্জনক। নাইজার হপসের ম্যাগনাম ভয়ঙ্কর এক অস্ত্র। বহু গুণ শক্তিশালী ওটা সাধারণ পিস্তল থেকে।

এমন সময় একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে ফাঁস হয়ে পড়ল লোকটার অবস্থান। একটা সী গাল উড়ে গিয়ে বসতে যাচ্ছিল সেই ঝোপের ওপর, আচমকা কিছু একটা চোখে পড়ায় ভীষণ ভয় পেয়ে গেল ওটা। দিক বদল করে শূন্যে লাফিয়ে উঠল, তারপর বেমক্কা এক ডিগবাজি খেয়ে নব্বই ডিগ্রী বাঁক নিয়ে পড়িমরি ছুট লাগাল সাগরের দিকে। ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেছে পাখিটার, তারস্বরে চ্যাঁচাচ্ছে।

নিজের অনুমান সত্যি হয়েছে দেখে সন্তুষ্টি বোধ করল মাসুদ রানা। সঠিক স্থান বেছে নিয়েছিল বলে নাইজার হপসের প্রশংসাও না করে পারল না। ওর জায়গায় রানা হলেও ওটাই বেছে নিত।

এই সময় আরেকটা জিনিসের ওপর চোখ পড়ল রানার। ওর আর হপসের মাঝামাঝি জায়গায় ফুট তিনেক উঁচু একটা বালির রিজ। প্রায় দশ ফুট লম্বা। ওটা মানুষের তৈরি, না প্রকৃতির, বোঝা গেল না। এখন অত বুঝে কাজ কি? বৃষ্টি আর সাগরের ক্রমাগত হুঙ্কারকে মনে মনে ধন্যবাদ জানিয়ে শিশুদের মত হামাগুড়ি দিয়ে ছুটল রানা রিজ লক্ষ্য করে। সেই সাথে সী গালটার উদ্দেশেও কৃতজ্ঞতা জানাল।

রিজের এপাশে এসে স্থির হলো মাসুদ রানা। এক চুল এক চুল করে মাথা তুলল। ওর অনুমান বিশ গজ দূরে, এদিকে পিছন ফিরে বসে আছে নাইজার হপস। বালিতে গর্ত করে প্রায় বুক পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে আছে লোকটা, কাঁধ আর মাথা দেখা যায় কেবল। ডান হাতে ধরা লম্বা ব্যারেলের পিলে চমকানো ম্যাগনাম। নজর ঝোপের ওপাশে, তিন নম্বর বীচ হাউসের দিকে। হপসের মুখের এক পাশ দেখতে পাচ্ছে মাসুদ রানা। মূর্তির মত অনড় সে, অপলক তাকিয়ে আছে। দৃষ্টি সঙ্কুচিত।

বাঁ কাঁধ নড়ে উঠল নাইজার হপসের. পকেট থেকে কি যেন বের করল সে। বেযেক্স ইনহেলার? পরিষ্কার দেখা গেল না যদিও, তবে নাকের ডগায় ওটা ঠেকিয়ে তাকে দম নিতে দেখে বোঝা গেল কি হতে পারে জিনিসটা।

আর অপেক্ষা করার কোন মানে হয় না। মনে মনে বলল মাসুদ রানা. দেখা সাক্ষাৎ যখন হয়েই গেছে. বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে দেয়া যাক ওকে। ওয়ালথার সামনে বাড়িয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রানা. মুখে অমায়িক হাসি। কিস্তি মাৎ হয়ে গেছে। মন্ত্রী প্রতিপক্ষ দলের রাজার একেবারে ঘাড়ের ওপর সওয়ার. কোনদিকে তার সরার উপায় নেই। খেল্ খতম।

বোঝা গেল; বিপদ অনুমান করে রানার মত হপসের পিলেও সময়মত ডাকাডাকি করে। ইনহেলারটা নাকের দ্বিতীয় ফুটোয় ভরতে যাচ্ছিল সে, জমে গেল আচমকা। ঝট্ করে এদিকে ফিরল। মুহূর্তের দশভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যেই অনেক কিছু দেখে নিল ওরা একে অন্যের চেহারায়। নাইজার হপসের এক চোখের দৃষ্টিতে যেমন জ্বলন্ত ঘৃণা আর খুনের নেশা দেখল মাসুদ রানা, তেমনি ওর দৃষ্টিতেও একই জিনিস দেখল সে। বরং রানার দৃষ্টিতে একটা অভিব্যক্তি ছিল বাড়তি—ফরহাদ আর ম্যাসনের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধের আগুন।

চোখাচোখি হওয়ামাত্র ফাঁদে পড়া হায়েনার মত চেহারা হলো নাইজার হপসের। বিদ্যুৎ গতিতে ম্যাগনাম ঘুরিয়েই ট্রিগার টেনে দিল সে।

শব্দ দুটোকে আলাদা করা গেল না, মনে হলো যেন একটাই গুলি হয়েছে। তবে সম্মিলিত আওয়াজটা হলো ভয়ঙ্কর। কানের কাছে বজ্রপাত ঘটল যেন বিকট শব্দে। বুকের ডানদিকে, খাঁচার হাড়ে আগুনে পোড়ানো শিক ঘষে দিল যেন কেউ রানার. পাতলা মাংসের স্তরে ঘষা

খেয়ে বেরিয়ে গেল বুলেটটা. ঝাঁকি খেয়ে এক পা পিছিয়ে গেল ও।

অন্যদিকে ওয়ালথারের বুলেট উড়িয়ে নিয়ে গেছে হপসের ম্যাগনাম, আর সেই সাথে তার দুটো আঙুল—তর্জনী ও মধ্যমা। যেখানেই পড়ুক আঙুল দুটো, রক্তের গন্ধে অল্পক্ষণের মধ্যেই খুঁজে বের করে ফেলবে বেলে কাঁকড়া, উদরপূর্তি করবে তাই দিয়ে। যন্ত্রণা কাতর, বিস্মিত দৃষ্টিতে নিজের হাত দেখল খানিক লোকটা, তারপর মাসুদ রানার দিকে তাকাল। চেহারায় রাজ্যের বিস্ময় আর অবিশ্বাস।

'হ্যালো, নাইজার হপস!'

বুনো শুয়োরের চাউনি ফুটল লোকটার চামড়ার চোখে। কাঁচের চোখটা কটমট করে চেয়ে আছে আরেকদিকে।

'চিরকাল জিতে অভ্যস্ত তুমি। আজ ছক্ উল্টে গেল। কেমন লাগছে পরাজয়ের স্বাদ?'

উত্তর নেই। আহত হাত মুঠোয় চেপে ধরে আছে হপস। চেহারাতেই লেখা আছে, পরাজয় মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে।

'নিরস্ত্র, অসহায়কে হত্যা করতে বিবেকে বাধে আমার, হপস। কিন্তু তোমার বেলায় তেমনটা ঘটার কোন চান্স নেই। তোমার হাতে ফরহাদের রক্ত লেগে আছে, ম্যাসনের,' মুখ তুলে মৃত পাইলটকে ইঙ্গিতে দেখাল রানা, 'রক্ত লেগে আছে। অন্তত এই দুই...

'ফরহাদ কে?' চোখমুখ কুঁচকে গমগমে কণ্ঠে বলে উঠল লোকটা। এখনও পরিস্থিতির সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি পুরোপুরি।

'আচ্ছা, ফরহাদকে চেনো না তাহলে?' ঠোঁট বেঁকে গেল ওর।

'না।' জোরে জোরে আহত হাত ঝাড়া দিল লোকটা। চেহারায় জিজ্ঞাসা।

'নিউ ইয়র্কে আমার হোটেল রুমে যাকে হত্যা করেছ তুমি, মনে পড়ে তার কথা?'

এক চোখে নিখাদ বিস্ময় ফুটল নাইজার হপসের। 'আমি হত্যা করিনি তাকে।'

থমকে গেল মাসুদ রানা। 'কি?'

'নিউ ইয়র্কের ধারেকাছেও যাইনি আমি,' ডান হাত ঝাড়া দিল সে জোরে জোরে। আবার মুঠো করে ধরল ক্ষতস্থান।

'চাপা মেরো না। ম্যাগনামের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে ফরহাদের, আর ওই অস্ত্র তুমি ব্যবহার করো।'

'বোকার মত কথা বলছ। আমি একা নই, আরও কেউ কেউ ম্যাগনাম ব্যবহার করে। হেনরি ফ্র্যাঙ্ক তাদের একজন।'

লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। ওর অনুমান তাহলে সত্যি? 'সে কেন তাকে হত্যা করতে যাবে?'

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকল লোকটা। 'কারণ পিটার মার্টিনের দোসর সে। তুমি যাতে কোনভাবে মার্টিনকে স্বপনের গায়েব হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করতে না পারো, সে জন্যে তার নির্দেশেই তাকে হত্যা করেছে ফ্র্যাঙ্ক। কারণ সে মার্টিনের জন্যে ক্ষতিকর কিছু তথ্য জোগাড় করেছিল।'

'এইমাত্র বললে তুমি নিউ ইয়র্কে যাওনি। তাহলে এসব জানলে কি করে?'

ঠোঁট বেঁকে গেল নাইজার হপসের। 'ঠিকই বলেছি। আমার সোর্সের অভাব নেই।'

'আরেকটু খুলে বলো। হঠাৎ করে সীনে আসতে হয়েছে বলে এখনও আঁধার কাটিয়ে উঠতে পারিনি, একটু আলো দেখাও। যতদূর জানতাম, সাইলাস হুগোর মাধ্যমে স্বপনের আবিষ্কার তোমাদের হাতে পড়ার কথা। কিন্তু মাঝপথে কোথাও কোন ভজঘট বেধে গেছে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'পয়সার লোভ। সাইলাসকে এড়িয়ে আমাদের কাছে ওটা সরাসরি বেচতে রাজি হয়েও পরে পালিয়ে যায় মার্টিন। স্বপনকে নিয়ে এখানে গা ঢাকা দেয়।'

'অর্থাৎ তোমাদের মত হুগোকেও কলা দেখিয়েছে লোকটা?'

চুপ করে থাকল নাইজার হপস।

'তাই প্রতিযোগিতায় নেমেছিলে তোমরা, কেজিবি বনাম হুগো? যে আগে সফল হয় মার্টিনকে পাকড়াও করার, সেই প্রচেষ্টায়?'

'হ্যাঁ।'

'হেনরি ফ্র্যাঙ্ক আর বীজো ম্যাককল মার্টিনের লোক?'

'হ্যাঁ।'

'ওরা চেয়েছিল আমাকে হত্যা করতে, তুমি কেন বাধা দিলে?'

'ওদের ধরা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল, তাই তোমাকে অনুসরণ করে জায়গাতম পৌঁছার নির্দেশ ছিল আমার ওপর। আমার কম্যান্ডিং অফিসারের বিশ্বাস ছিল, বেঁচে থাকলে তুমিই পথ দেখিয়ে মার্টিনের কাছে পৌঁছে দেবে আমাদের।'

'এবং সাথে সাথে আমাকে যমের বাড়ি পৌঁছে দেবে তোমরা? বেশ বেশ। তা কিথ ক্যাম্ভেল বাবাজী কে হলেন?'

'সাইলাস হুগোর অ্যাসাসিন।'

'সে আমাকে হত্যা করতে আসবে জানতে তুমি?'

'শেষ মুহূর্তে জেনেছি।'

'কি জেনেছ?'

'হুগোরও ইচ্ছে ছিল তোমাকে অনুসরণ করে মার্টিনকে ধরার। তোমার ওপর কড়া নজর ছিল তার। কিন্তু তোমার তৎপরতা দেখে

হয়তো ঘাবড়ে গিয়েছিল সে পরে, তাই শেষ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কাল রাতে মায়ামি থেকে ইউ গ্যালি আসে ক্যাভেল, তখনই আমাকে জানানো হয় খবরটা।'

'ধন্যবাদ। যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন হলো। এবার বলো, বাই-পাস কন্ট্রোলটা কোথায়? বাকি কাজ শেষ করেছিল ওটার স্বপন?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় সেটা?'

হাতের ব্যথা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল নাইজার হপস।

'কোথায়?' ভরাট, গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

'নেই ওটা আমার কাছে।'

'স্বপন কোথায়?'

'ওই ঘরে,' মুখ ঘুরিয়ে বীচ হাউসগুলোর একটা দেখাল সে। যদিও বোঝা গেল না কোনটা।

হাসি ফুটল রানার মুখে। 'আমি বলেছি নিরস্ত্রকে হত্যা করতে বাধে আমার। তোমার বেলায় কথাটা খাটে না, তাও বলেছি। তারপরও তোমাকে একটা সুযোগ দেব ঠিক করেছি। চেষ্টা করে দেখো, হপস, নিজেকে রক্ষা করতে পারো কি না। তোমার পকেটে হয়তো আছে বাই-পাস কন্ট্রোলের রিমোট কন্ট্রোল সুইচ, এখনই ওটা বের করে দিতে বাধ্য করতে পারি তোমাকে। কিন্তু আমি তা করব না। তোমার মৃতদেহের পকেট থেকে বের করে নেব ওটা আমি।'

ওয়ালথারের সেফটি ক্যাচ অন করল রানা। হপসের দৃষ্টি পাল্টে গেল পরের দৃশ্য দেখে, ওটা হোলস্টারে ভরে রেখেছে শত্রু। হাসি আরও চওড়া হয়েছে। দু'হাত সামনে বাড়িয়ে অপেক্ষা করছে মাসুদ রানা। 'এসো।' বুঝতে অসুবিধে হয় না, ওটা আলিঙ্গনের নয়, হাতাহাতি লড়াইয়ের আহ্বান!

ব্যথা ভুলে লাফিয়ে গর্ত থেকে উঠে এল নাইজার হপস। দু'হাত রানার মত সামনে বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে। ডান হাতের ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে টপ্ টপ্ করে। রানার তিন হাতের মধ্যে এসে দাঁড়াল সে, সামনে ঝুঁকল। একই ভঙ্গিতে ঘুরতে লাগল দু'জন। লোকটাকে ফাঁদে ফেলার জন্যে একটা ফলস্ স্টেপ নিল মাসুদ রানা, কাজ হলো। বাঁ হাতের ভয়ঙ্কর এক হুক ছুঁড়ল হপস, কিন্তু বাধল না কোথাও হাতটা, শূন্যে পাক খেল, ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল সে।

পরমুহূর্তে চোয়ালে মাসুদ রানার এক হেভিওয়েট খেয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। ঘুসিটা খাওয়ামাত্র বাঁ গাল ফুলে উঠল হপসের, কালসিটে পড়ে যাচ্ছেতাই হয়ে গেল চেহারা। আবার এগোতে যাচ্ছিল রানা, হঠাৎ হপসের বাঁ হাতটাকে ঝাঁকি খেতে দেখে সতর্ক হলো। জামার আস্তিনের নিচে বাঁধা খাপ থেকেএকটা চার ইঞ্চি ব্লেডের তীক্ষ্ণধার ছুরি বেরিয়ে এসেছে তার হাতে। ওটা শক্ত মুঠোয় ধরে এগোল সে। তার ছুরি ধরার কায়দা দেখে বুঝল রানা, ব্যাটা ও-কাজেও এক্সপার্ট।

হাতের তালু চিত করে চার আঙুলে ছুরির হাতল ধরেছে সে শক্ত মুঠোয়, নিচ থেকে ওপরে চালানোর ভঙ্গিতে। বুড়ো আঙুল রয়েছে হাতল আর ব্লেডের সংযোগস্থলে। সময়মত ওটা চালাল নাইজার হপস, লাফিয়ে নিজের বাঁ দিকে সরে গেল রানা ইঞ্চি ছয়েক, খপ্ করে দৃঢ় মুঠিতে চেপে ধরল তার কবজি। পরমুহূর্তে পা ওপর দিকে দিয়ে শূন্যে উঠে গেল লোকটা। ছুরি ছুটে গেছে, কোথায় পড়েছে কে জানে! মাটিতে পড়েই বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়াল হপস, রানা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘুরে তীরের মত ছুটল সাগরের দিকে।

গুলির শব্দে পালিয়ে যাওয়া স্যাণ্ডপাইপারগুলো ফিরে এসেছিল একটা দুটো করে। আবার উড়াল দিল তারা। আজ আর এদিকে আসার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না। ধাওয়া করে পানির

কিনারায় গিয়ে লোকটাকে পাকড়াও করল মাসুদ রানা। পিছন থেকে ওর ফ্লাইং কিক খেয়ে হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল হপস উপুড় হয়ে। তাকে খাড়া হওয়ার সুযোগ দিল না রানা, এক পা ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল গভীর পানিতে। অন্য পায়ে কয়েকবার ওর মুখ সই করে লাথি ছুঁড়ল হপস, কিন্তু লাগাতে পারল না একটাও। মরিয়া হয়ে উঠল হপস।

যতই তাকে গভীরে টেনে নিয়ে চলেছে রানা, ততই উন্মাদ হয়ে উঠতে থাকল সে। পানি খেয়ে কাশতে কাশতে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার দশা। নিজেকে মুক্ত করার জন্যে জুডো কারাতের যত ট্রিক্ জানা ছিল, সব একে একে প্রয়োগ করল নাইজার হপস, কিছুতেই কিছু হলো না। আহত হাতটা বড় এক বাধা হয়ে আশা-ভরসা বরবাদ করে দিল। এর মধ্যে রানার প্রচণ্ড লাথিতে তার দুই চোয়াল গুঁড়ো হয়ে গেছে। পাঁজরের গোটা ছয়েক হাড় ভেঙে দেবে গেছে ভেতরদিকে। নাক সমান হয়ে গেছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে জুডোর এক প্যাঁচে ফেলে তার বাঁ হাতটাও ভেঙে ফেলল মাসুদ রানা। তারপর ছয় ইঞ্চি পানিতে উপুড় করে ফেলে তার পিঠের ওপর চড়ে বসল ও, ঘাড় ধরে চেপে রাখল মুখ পানির নিচে। দু'হাতই ভাঙা, কাজেই চেষ্টা করেও কিছুই করতে পারল না সে।

বেশ কিছু সময় ছটফট করল নাইজার হপস। ক্রমে নিস্তেজ হয়ে এল। অবশেষে আপাদমস্তক তীব্র এক ঝাঁকি খেল তার। স্থির হয়ে গেল দেহ।

নয়

কাঁচের ওপাশে মোটা তারের জাল, পেরেকের সাহায্যে আটকানো আছে জানালার ফ্রেমে। তার ওপাশে ধাতব ভেনিশিয়ান ব্লাইণ্ড। সম্পূর্ণ বুজে রাখা হয়েছে ব্লাইণ্ড, ভেতরে কিছু দেখার উপায় নেই। সামনের এবং পিছনের, দুটো দরজাই ভেতর থেকে ক্যারিজ বোল্টের সাহায্যে আটকানো। সম্ভাব্য অনুপ্রবেশকারীকে নিরাশ করার আয়োজনের কমতি নেই কোন। এতসব বাধা অগ্রাহ্য করে কেউ যদি ঢুকতে চায় ভেতরে, এবং সে প্রচেষ্টার বিষয়টা যদি ভেতরে অবস্থানকারী কোনমতে টের পেয়ে যায়, ফলাফল কি হবে তা অনুপ্রবেশকারী ভালই বোঝে।

পকেট থেকে পাতলা, সরু এক খণ্ড ফ্লেক্সিবল সেলুলয়েডের টুকরো বের করল মাসুদ রানা। সন্তর্পণে ঢোকাল সেটা ডোরলকে, তারপর খুব আস্তে আস্তে ঘোরাতে লাগল ডানে-বাঁয়ে। সব দরজাই ভেতর থেকে বন্ধ, ভাবছে ও, তাহলে নাইজার হপ্‌স ঢুকল কি করে ভেতরে? নিশ্চই ভেতরের কেউ ও বেরিয়ে যাওয়ার পর লক করে দেয়নি? দু'মিনিট এক নাগাড়ে খোঁচাখুঁচির পর প্রার্থিত আওয়াজটা শোনা গেল। সারা দেহে শিরশির করে বয়ে গেল এক অনাবিল প্রশান্তি। যথাসম্ভব নিঃশব্দে নব ঘুরিয়ে দরজা ভেতরদিকে ঠেলা দিল মাসুদ রানা।

আছে বাধাটা। সিকিউরিটি চেইন। তবে ভাগ্য ভাল, যে-ই ওটা

লাগিয়েছে. খুব একটা যত্নের সাথে লাগায়নি। পকেট থেকে একটা বিজনেস কার্ড বের করে সহজেই ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হলো রানা, ওটা খানিক নাড়াচাড়া করতে মৃদু 'ঝুন' শব্দে স্থানচ্যুত হয়ে গেল চেইন। আস্তে করে মেলে ধরল রানা দরজা. ডান হাতে শোভা পাচ্ছে ওয়ালথার।

ভেতরে নিচু আওয়াজে রেডিও বাজছে কোথাও। আকাশের বিদ্যুৎ চমকের সাথে পাল্লা দিয়ে খড়মড় আওয়াজ তুলছে ওটা থেকে থেকে। অন্ধকারে দৃষ্টি কিছুটা সয়ে আসতে ভেতরে পা রাখল মাসুদ রানা, এক হাত পিছনে নিয়ে বন্ধ করে দিল দরজা। ভেতরের ফার্নিচারগুলো একটু একটু করে রূপ লাভ করতে লাগল, ওর চোখের সামনে। ওর মাঝে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল মাসুদ রানার দৃষ্টি।

ঘরের শেষ মাথায়, বাঁ দিকে লাল রঙের ছোট্ট, কিন্তু অত্যুজ্জ্বল একটা আলো জ্বলছে। কোন এক ডায়ালের ওপর জ্বলছে আলোটা। তার পাশেই চেয়ারে বসা আছে একটা আবছা অবয়ব। সামনে একটা জানালা, তার ব্লাইণ্ড সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। মনে হলো ওই ফাঁকে চোখ রেখে সাগর দেখছে মানুষটা।

মাসুদ রানার পায়ের শব্দ শুনতে পায়নি সে। কারণ তাকে একচুলও নড়তে দেখেনি ও। তবু সতর্ক থাকার প্রয়োজন অনুভব করল মাসুদ রানা, বলা যায় না, যে কোন মুহূর্তে শুনে ফেলতে পারে। ভাল করে জায়গা দেখে নিয়ে তবে পা ফেলছে রানা, যাতে কিছুর সাথে ঠোকর না লাগে পায়ের, শব্দ না হয়। খানিকটা কাছে আসতে তাকে চিনল মাসুদ রানা। পিটার মার্টিন।

আগের মতই চুপচাপ বসে আছে লোকটা। কোলের ওপর একটা বেঢপ মেটাল বক্স তার মাঝখানে একটা ডায়াল। এবং একটা নয়, ডায়ালের মাঝখানে দুটো লাল আলো। লোকটার হাতের আড়ালে ছিল

বলে এতক্ষণ দেখতে পায়নি মাসুদ রানা। তার ডান হাতে সিগারেট প্যাকেট আকারের একটা কন্ট্রোল দেখল ও. দুটো সুইচ আছে ওতে। একটার ওপর রয়েছে তার বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল। দেখামাত্র বুঝল রানা ওটা কি হতে পারে। মৃত হপসের পকেট হাতড়ে এসেছে ও, পায়নি জিনিসটা। কাজেই···।

ওয়ালথার তুলল রানা লোকটার সুইচ ধরা বাঁ হাত লক্ষ্য করে। মৃদু, নিচু কণ্ঠে ডাকল, 'মার্টিন!'

কোন প্রতিক্রিয়া হলো না তার মধ্যে। নড়ল না এক চুল।

চোখ কুঁচকে উঠল মাসুদ রানার। আরও এক পা এগোল. চোখ ও ওয়ালথারের নল, দুটোই মার্টিনের বাঁ হাতের ওপর স্থির। লোকটার মধ্যে সুইচ টিপে দেয়ার কোন-লক্ষণ দেখলে পুরো হাতটাই উড়িয়ে দেবে মাসুদ রানা। ট্রিগারে আঙুল চেপে বসেছে ওর, আর সামান্য···। এক ফোঁটা ঘাম মেরুদণ্ড বেয়ে নিচের দিকে নেমে গেল। বাইরের পৃথিবীর কথা ভাবল মাসুদ রানা। ভাবল সামনেই তার ধ্বংসের মূর্তিমান চাবিটির কথা। লম্বা করে দম নিল ও।

'পিটার মার্টিন!' আবার ডাকল মাসুদ রানা।

একই অবস্থা। নড়ল না সে।

থমকে গেল রানা। একেবারে পাশ থেকে লোকটার মুখের দিকে তাকাল। দু'চোখ মনে হলো সামান্য বিস্ফারিত হয়ে আছে তার। অথচ মুখে সরু এক টুকরো হাসি। একদৃষ্টে সামনে তাকিয়ে রয়েছে টেকনিশিয়ান।

নাকে মৃত্যুর গন্ধ পেল মাসুদ রানা। আরেকবার ভাল করে তাকাল লোকটার দিকে। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল।

মারা গেছে পিটার মার্টিন।

তার পাশেই চেয়ারের ওপর পড়ে আছে একটা খালি সিরিঞ্জ। অন্য

সব সরঞ্জাম তার ডানদিকের ছোট একটা টেবিলের ওপর দেখা গেল। রেডিওটা রয়েছে ওগুলোর পাশেই। মার্টিনের নেশার সরঞ্জামগুলোর ওপর চোখ বোলাল মাসুদ রানা। তিনটা ক্যাপসুল, ভেতরে ওগুলোর ফাঁপা, একটা হাতল বাঁকানো চামচ এবং পিরিচের ওপর বসানো খাটো একটা মোমবাতি।

আত্মহত্যা করেছে তাহলে লোকটা? লোভের খেসারত দিয়ে গেছে?

মনটা বিষণ্ন হয়ে উঠল মাসুদ রানার। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে নিজেকে শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মানুষটা। কেবল সিদ্ধান্তই নয়, তা কার্যকরও করেছে। ওভারডোজ হেরোইন ইঞ্জেক্ট করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে লোকটা। অস্ত্রটা জায়গামত রেখে এগিয়ে এল মাসুদ রানা। আলতো স্পর্শে গায়ের উত্তাপ পরখ করে দেখল তার। প্রায় নেই-ই বলা চলে। দু'আঙুলে মার্টিনের চোখের পাতা নামিয়ে দিল ও।

ঘরের আর কিছু স্পর্শ করল না মাসুদ রানা। ওসব যাদের কাজ, তারাই করুক এসে। হঠাৎ টের পেল ও, দু'পা কাঁপছে। হঠাৎ করে উদ্বেগমুক্ত হওয়ার প্রতিক্রিয়া। মাটিতে বসে পড়তে ইচ্ছে হলো মাসুদ রানার। কিন্তু এখন বসে থাকার সময় নেই। এদিক-ওদিক তাকাল ও।

হঠাৎ থমকে গেল। নাক টানল বাতাসে। কেমন একটা গন্ধ ভাসছে; বোটকা। কিসের গন্ধ? বুঝল মাসুদ রানা—রক্তের গন্ধ! ঘাড় ঘুরিয়ে স্থির চোখে চেয়ারে বসা দেহটার দিকে তাকাল ও। কুঁচকে উঠল ভুরু। ধীর পায়ে আবার পিটার মার্টিনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা, ঝুঁকে জোরে দম নিল। মাঝপথে আটকে গেল নাক আপনাআপনি। গুলিয়ে উঠল পেটের মধ্যে।

আত্মহত্যা করেনি তাহলে টেকনিশিয়ান?

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ছিদ্রটা আবিষ্কার করল মাসুদ রানা। ঠিক

তালুর মাঝখানে গুলি করা হয়েছে মার্টিনকে। সরু একটা ছিদ্র, চুলের মতো বলে দেখাই যায় না। এমনভাবে করা হয়েছে গুলি, তালু ভেদ করে গলা দিয়ে সোজা পেটের ভেতর চলে গেছে হাই ভেলোসিটির বুলেট—ম্যাগনাম!

আবার সেই প্রশ্নটা ফিরে এল রানার মনে। কি করে ভেতরে ঢুকেছিল নাইজার হপস? তালা মারা ঘরে জলজ্যান্ত একটা মানুষ ঢুকল, ভেতরের মানুষ টের পেল না? জায়গায় বসে গুলি খেয়ে…! ঘরটার চারদিকে ভাল করে নজর বোলাল মাসুদ রানা। দশ বাই বারো হবে এ রুম, উত্তর এবং দক্ষিণের কাঠের দেয়ালে দুটো বন্ধ দরজা দেখে বোঝা যায় ও দুটো সংলগ্ন রুমে যাওয়ার পথ।

পা টিপে দক্ষিণের দরজার দিকে চলল মাসুদ রানা। স্বপন সাহা আছে ওই রুমে? বুকের ভেতর কেমন যেন করে উঠল ওর। যাকে মৃত বলে ধরে নিয়েছিল সবাই, সে বেঁচে আছে, এই ঘরেই কোথাও আছে সে, ভাবনাটা অস্থির করে তুলেছে। দরজার নবে হাত রাখল মাসুদ রানা। ঘোরাতে হলো না নব, খোলাই ছিল দরজা, ভেড়ানো ছিল কেবল। ওয়ালথার বাগিয়ে ধরে এক ঝটকায় ওটা খুলে ফেলল রানা, বসে পড়ল ঝপ্ করে।

কোন প্রয়োজন ছিল না। গুলি হলো না রানাকে লক্ষ্য করে। নড়লই না ভেতরে কেউ। রুম খালি? ভাবল মাসুদ রানা, কেউ নেই? বাইরে অন্ধকার হয়ে এসেছে। খোলা জানালা দিয়ে ভেতরে সামান্য আলো আসছে। সে আলোয় চোখ সয়ে আসতে পা বাড়াল মাসুদ রানা। বাঁ দিকের এক কটে শুয়ে আছে কে যেন, ঘুমিয়ে আছে। তাড়াতাড়ি এগোল ও, ঝুঁকে চেহারা দেখার চেষ্টা করল তার।

পরমুহূর্তে কে যেন লোহার হাতে শক্ত করে চেপে ধরল রানার হৃৎপিণ্ড, দম নেয়ার জন্যে হাঁসফাঁস করতে লাগল ও।

জীবন্ত একটা কঙ্কাল শুয়ে আছে কটে। সারাদেহ কম্বল দিয়ে ঢাকা তার, কেবল মুখটা দেখা যায়।

ওটা স্বপন সাহা!

ব্যস্ত হয়ে তার পালস্ পরীক্ষা করতে লাগল মাসুদ রানা, বুকের ভেতর দমাদম হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। আছে! স্বপনের পালস আছে, কিন্তু এতই ক্ষীণ যে ভয় পেয়ে গেল রানা। আশঙ্কা জাগল, যে-কোন মুহূর্তে থেমে যাবে ওর হৃৎপিণ্ড। হাবার মত স্বপনের কঙ্কাল-মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা, ভেতরে ভেতরে দিশেহারা হয়ে পড়েছে, কি করবে বুঝতে পারছে না। স্বপনকে নাড়াচাড়া করতে সাহস হচ্ছে না, কি হতে কি হয়ে যায় কে জানে!

আলতো করে স্বপনের বুকে কান রাখল মাসুদ রানা। এত ধীর হতে পারে মানুষের পালস্, এই প্রথম জানল ও। স্বাভাবিক পালস্ বীট যদি একশো বিশ হয়, স্বপনের তার অর্ধেকও আছে কি না ভেবে গভীর সন্দেহ জাগল রানার মনে।

সর্বনাশ! এখন কি করবে? এই মুহূর্তে মেডিক্যাল অ্যাটেনশন প্রয়োজন স্বপনের। তারপরও...হাবিব এখনও আসছে না কেন? এ ধরনের পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে বলে ইউ গ্যালি ত্যাগ করার আগেই ওকে সতর্ক করে দিয়ে এসেছে মাসুদ রানা, বাড়তি সতর্কতা হিসেবে সাথে ডক্টর কার্কল্যাণ্ডকেও নিয়ে আসতে বলেছে, অথচ এখনও দেখা নেই কেন কারও?

রানা একা কি করবে এখন? কি করার আছে ওর? গাড়ি রেখে এসেছে সেই কোথায়! ম্যাসন ছেলেটা বেঁচে থাকলে ওকে দিয়ে আনানো যেত ওটা। স্বপনকে নিয়ে...হোঁচট খেল রানার চিন্তা। লেসভিলে কোথায় নিয়ে যাওয়ার আছে একে এই অবস্থায়? সাধারণ ডাক্তার দিয়ে কি চিকিৎসা হওয়া সম্ভব স্বপনের? যত দ্রুত সম্ভব একে

কোন অত্যাধুনিক ক্লিনিকে ভর্তি করতে হবে, নইলে বাঁচবে না ও. ডাক্তার না হলেও তা ভালই বুঝতে পারছে মাসুদ রানা।

এখন শান্ত থাকতে হবে, কাঁপতে কাঁপতে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করল ও. উত্তেজিত হয়ে, মাথা গরম করে কোন লাভ হবে না। হাবিব দায়িত্বশীল ছেলে, নিশ্চই আসবে। পরিস্থিতির গুরুত্ব ভালই বোঝে সে, কাজেই অহেতুক দুশ্চিন্তায় ভোগার কোন মানে হয় না।

কাঁপা হাতে সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। রুমের একমাত্র চেয়ারটা এনে কটের পাশে বসবে কি না ভাবছে, এই সময় খোলা জানালা সোজা নিচে, মেঝের ফাঁকটা চোখে পড়ল। দ্রুত সেদিকে এগোল ও। এবং এক মুহূর্তে ঘরে নাইজার হপস কি করে ঢুকেছিল তার জবাবটা পেয়ে গেল। মেঝের একটা প্ল্যাঙ্ক খুলে ভেতরে ঢুকেছে সে। প্ল্যাঙ্কটা পুরানো, পচা। খুলে ফেলতে কোন কষ্ট হয়নি হপসের, নরম কাঠ বলে কোন শব্দও হয়নি।

ভেতরে ঢুকে প্রথমে ও ঘরে গিয়ে পিটার মার্টিনকে হত্যা করেছে সে। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিল টেকনিশিয়ান, তার চেহারাতেই ফুটে আছে তা। স্বাভাবিক। বন্ধ ঘরে পিছন থেকে আক্রান্ত হওয়ার কথা কেউ ভাবে না।

কি খেয়াল হতে তাড়াতাড়ি স্বপনের পাশে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা। আস্তে করে সরিয়ে দিল ওর বুকের কম্বল। ডান হাতের অসংখ্য ছিদ্রের মাঝে হন্যে হয়ে কিছু খুঁজতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ পর পাওয়া গেল—নতুন একটা ছিদ্র। খুব অল্প সময় আগে ড্রাগ পুশ করা হয়েছে স্বপনকে। দাগটা তাজা। কে করল? পিটার মার্টিন, না নাইজার হপস? ও ঘরের খালি ক্যাপসুলের খোল, সিরিঞ্জ…ওগুলো কি স্বপনকেই…? আবার তার বুকে কান পাতল মাসুদ রানা। আছে, তবে মনে হলো আগের চাইতে আরও কমে গেছে। ক্ষীণ হয়ে গেছে।

বুকের ভেতর হাহাকার করে উঠল। দুর্বল মানুষ, বাধা দিতে পারে না জেনে এর পিছনে বুলেট খরচ করেনি নাইজার হপস। হাই ডোজ পু করে মরণ নিশ্চিত করেছে। মারা যাচ্ছে স্বপন সাহা, মাসুদ রানা চোখের সামনে। অসহায়ের মত দেখে যাওয়া ছাড়া কিছু করার নেই একটু একটু করে চোখের কোণ ভিজে উঠল ওর। এখনও কেন আসে না হাবিব? এত দেরি করছে কেন? এই মুহূর্তে যদি পৌঁছত কার্কল্যাণ কোন প্রিভেনটিভ দিয়ে হয়তো স্বপনকে রক্ষা করার একটা শেষ চে নেয়া যেত।

হঠাৎ সচকিত হলো মাসুদ রানা। খেয়ালই ছিল না যে এই ঘরে একটা টেলিফোন আছে। দৌড়ে বড় ঘরে চলে এল ও। উল্টোদিকে ঘরে এক পলক নজর বুলিয়ে নিল। ওটা স্টোর রুম, কেউ নে ভেতরে। পিটার মার্টিনের চেয়ারের পিছনে এক উঁচু স্ট্যাণ্ডে রয়েছে টেলিফোন সেট। রিসিভার সই করে থাবা চালাল মাসুদ রানা। হাবিবকে পাওয়া যাবে না, তাই আসাদুল হককে ফোন করল ও। এক্সচেঞ্জের বাই পাস লাইন, একটু সময় নিল। 'কে বলছেন?'

'রানা বলছি, আসাদ।'

'ইয়া মাবুদ! কোথায় আপনি, রানা ভাই?'

'হাবিব কোথায়? এখনও আসছে না কেন?'

'বলেন কি!' বিস্মিত শোনাল নিউ ইয়র্ক বিসিআই চীফের গলা 'ওরা তো আপনার ফোন পাওয়ার দু'ঘণ্টার মধ্যে রওনা হয়ে গেছে।'

স্বস্তির পরশ অনুভব করল রানা। 'ডক্টর কার্কল্যাণ্ড?'

'সে-ও আছে হাবিবের সাথে।'

'শিওর?'

'আমি নিজে সী অফ করে এসেছি ওদের।'

'কিন্তু কই!' গলা খাদে নেমে গেল ওর। 'এখনও তো এল না।'

'কোন চিন্তা করবেন না, রানা ভাই। পৌঁছে যাবে। মনে হয় ওয়েদারের জন্যে লেট হয়ে গেছে।' একটু থেমে বলল আসাদ, 'ওকে পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু অবস্থা খুব খারাপ। এখনই ওরা পৌঁছলে হয়তো একটা আশা ছিল। ইমিডিয়েট ট্রিটমেন্ট প্রয়োজন স্বপনের।'

'খুব খারাপ অবস্থা?'

'খুবই খারাপ।'

'আহ্-হা!' দুঃখ প্রকাশ করল আসাদুল হক। 'তাহলে উপায়?' নিজেকে নিজে প্রশ্ন করল। 'রানা ভাই, ওর সেই চিঠি আমি পেয়েছি।'

'আচ্ছা,' নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা।

'ওর সমস্ত পুরানো ঠিকানা ঘুরে পোস্ট অফিসে ফিরে এসেছে ওটা আজই। আপনি নেই বলে চিঠিটা পড়েছি আমি। ওতে সব লিখে রেখে গেছে স্বপন। সব।'

'বুঝেছি।' আগের মতই নিরাসক্ত ও, যেন এখন আর ওসবে কিছু যায়-আসে না! কি ছিল ওই চিঠিতে, না জানলেও চলে।

'আপনি বুঝতে পারছেন না, রানা ভাই!' ব্যস্ত গলায় বলল আসাদ। 'এ ষড়যন্ত্রের মূলে ছিল...'

'আমি জানি, আসাদ,' ক্লান্ত স্বরে বলল রানা।

'অ্যাঁ? জানেন?'

'হ্যাঁ। এখন জানি।'

'ও! তা-তাহলে তো...

'আপনি ফোনের কাছে থাকুন, আসাদ। আমি আবার যোগাযোগ করব একটু পরে।'

'জ্বি আচ্ছা। আমি আছি।'

ফোন রেখে দিল মাসুদ রানা। স্বপনের রুমে যাওয়ার জন্যে ঘুরে

দাঁড়াল, এবং জায়গায় জমে গেল. ওর পাঁচ হাত দূরে. ওরই বুকের দিকে তাকিয়ে আছে একটা পিস্তল। যে হাত ওটা ধরে রেখেছে. পাথরের মত অনড় সেটা।

অস্ত্রটা দেখল মাসুদ রানা। বেলজিয়ামের তৈরি ব্রাউনিং অটোমেটিক। হ্যামারলেস। কালচে এক চোখে ওর কপালের দিকে তাকিয়ে আছে ওটা। নজর ওপরের দিকে উঠল রানার, পিস্তলধারীর চোখে চোখ রেখে হাসল। 'হ্যালো, ক্যামিলি হান্ট ওরফে হেলেন লুইস!'

চরম বিস্ময় ফুটল মেয়েটির চোখের তারায়। 'তুমি আমাকে অবাক করলে, রানা। আমার ওই পরিচয় কখন জানলে তুমি?'

'কাল রাতে। সন্দেহ অবশ্য আগেই হয়েছিল।'

'আশ্চর্য! কি করে চিনলে?'

'লিসা তোমাকে দেখামাত্রই চিনেছিল, ক্যামিলি। কিন্তু সামনাসামনি বলতে সাহস পায়নি, তাই কাল অনেক রাতে পুলিস স্টেশনে গিয়ে পুলিস চীফকে ঘটনা জানিয়ে আসে সে। পরে তার সাথে গিয়ে লিসার সঙ্গে আমি নিজেও দেখা করেছি। জেনেছি তোমার দু'নম্বর পরিচয়। সিনেমা হলে মার্টিনের সাথে তোমাকেই দেখেছে লিসা। ইন ফ্যাক্ট, সন্দেহ যাচাই করার জন্যেই তোমাকে আসতে বলেছিলাম আমি অন্য কারণ দেখিয়ে।'

'আই সী!' খানিকটা বিভ্রান্ত দেখাল মেয়েটিকে। 'আমার রুমে নোট রেখে ওখানেই গিয়েছিলে তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'তার মানে কাল রাত থেকেই তুমি জানতে আমার সেই পরিচয়?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'জানতাম।'

'আশ্চর্য!' প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলল ক্যামিলি। 'মনের ভাব গোপন করার ব্যাপারে তুমি দেখছি সাঙ্ঘাতিক এক প্রতিভা, রানা!'

'তা বলতে পারো। আরও অনেক বিষয়েই প্রতিভাবান আমি, তুমি জানো না।'

'রক্ষে করো!' আঁতকে ওঠার ভান করল ক্যামিলি। 'এই-ই যথেষ্ট আমার জন্যে। আর জানতে চাই না। সে যাক, ওকে তুমি হত্যা করেছ?' পিস্তল নাচিয়ে পিটার মার্টিনকে দেখাল মেয়েটি।

'অত দূর থেকে কি করে বুঝলে লোকটা মৃত?'

'এ বিষয়ে তুমি আমাকে প্রতিভা বলতে পারো,' মুচকে হাসল সে। 'মৃত্যুর গন্ধ পাই আমি। এখানে আসার পথে বীচেও দুটো মৃত্যুর গন্ধ পেয়েছি। আর কাউকে না হোক, নাইজার হপসকে হত্যা করে বড় উপকার করেছ তুমি আমার, মাসুদ রানা। ধন্যবাদ।'

'এ আর এমন কি!' হাসল মাসুদ রানা।

'যার যার পথে যাওয়ার সময় হয়েছে আমাদের এখন, কি বলো? পিটার মার্টিন শেষ, নাইজার হপস শেষ, এখন তমি আছ কেবল। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফিরতে চাই আমি।'

'স্বপনের কথা ভুলে গেলে? ও আশেপাশেই আছে, তা জানো?'

'জানি,' মাথা ঝাঁকাল ক্যামিলি। 'পাশের রূমে মৃত্যুর সাথে লড়ছে স্বপন। সবদিকে নজর না বুলিয়েই ভেতরে ঢুকেছি ভেবেছ? এত বোকা মনে করো আমাকে তুমি?'

চালটা ব্যর্থ হওয়ায় আর কি করা যায়, ভাবল রানা। 'এখানে পৌঁছলে কি করে তুমি?'

'ওসব বাদ দাও, রানা। আসল কাজে আসতে চাই আমি।'

ইঙ্গিতটা বুঝতে দেরি হলো না। সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও ক্যামিলিকে বাধা দেয়ার নতুন ফর্মুলা আবিষ্কারে। কিন্তু খুব একটা ভরসা হচ্ছে না। দু'জনের মাঝের দূরত্ব কম নয়, আর যে রকম পরিস্থিতি, তাতে ওর তরফ থেকে কিছু ঘটার আশঙ্কা করলেই গুলি ছুঁড়বে

মেয়েটি। এবং এক গুলিতেই...কিন্তু, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরার চাইতে একটা চেষ্টা তো অন্তত করে দেখা যায়।

'তুমি একা এলে যে? হুগো কোথায়?'

আচমকা অদৃশ্য এক দেয়ালে ধাক্কা খেল যেন ক্যামিলি। 'তুমি জানতে ওর কথা?'

'জানতাম,' নড়ে উঠল রানা।

ওর চোখের ভাষা হয়তো পড়ে ফেলেছে ক্যামিলি হান্ট, আরও সতর্ক হয়ে উঠতে দেখা গেল তাকে। 'নড়বে না! তোমার বাঁ দিকে টেবিলের ওপর একটা ল্যাম্প আছে, রানা। সাবধানে জ্বেলে দাও ওটা। খুব সাবধানে, হাত ছাড়া দেহের অন্য কোন অংশ নেড়ো না যেন।'

সতর্কতার সাথে নির্দেশটা পালন করল ও।

'এবার তোমার পিস্তল। বের করো হোলস্টার থেকে। দু'আঙুলে ধরবে, বের করে পায়ের কাছে ফেল। তারপর আস্তে লাথি মেরে ঠেলে দাও এদিকে। তাতে তোমারই লাভ হবে। দু'চার মিনিট অতিরিক্ত আয়ু পাবে।'

সুবোধ বালকের মত হাত তুলল মাসুদ রানা, চাউনি স্থির ক্যামিলি হান্টের মুখের ওপর। এই সুযোগে একটা চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়? কিন্তু সাথে সাথে বাতিল করে দিল ও ভাবনাটা। পাঁজরে নাইজার হপসের ম্যাগনাম পয়েন্ট টুটু-র জখম এখনও ভোগাচ্ছে ওকে। এ মুহূর্তে যে অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে রানা, তাতে ক্যামিলিকে গুলি করতে হলে খুব দ্রুত, চোখের পলকে ঘুরতে হবে ওকে। অথচ তা সম্ভব নয়। কাজের কাজ হবে না কিছুই, একমাত্র গুলি খাওয়া ছাড়া।

ওয়ালথার মাটিতে ফেলে দিল রানা, জুতোর ডগা দিয়ে ঠেলে দিল ক্যামিলি হান্টের দিকে। ওটার ওপর এক পা তুলে দাঁড়াল সে।

'গুড বয়। এবার পকেট খালি করো তোমার, সবকিছু বের করে

ফেল। উল্টে দাও পকেটগুলো, যেন দেখতে পারি আমি। বুঝেসুঝে, রানা, প্লীজ!'

এবারও বিনাবাক্যে তার নির্দেশ পালন করল ও। খালি করে ফেলল ট্রাউজারের দুই পকেট, যা যা ছিল, টেবিল ল্যাম্পের পাশে রেখে দু'পকেট উল্টে দেখাল তাকে। জিনিসগুলোর ওপর নেচে বেড়াতে লাগল ক্যামিলির সন্ধানী দৃষ্টি। ওয়ালেট, কিছু খুচরো পয়সা আর একটা বেযেক্স ইনহেলার ছাড়া কিছুই ছিল না রানার পকেটে।

'ব্যস!' কৃত্রিম বিস্ময় ফুটল ক্যামিলির চেহারায়। 'আর কিছু নেই সাথে?'

'বিশ্বাস না হলে কাছে এসো,' গম্ভীর গলায় বলল মাসুদ রানা। 'সার্চ করে দেখো নিজের হাতে।'

জবাব দিল না মেয়েটি। একভাবে দেখছে ওকে। চোখে একটু একটু পানি জমেছে তার।

'দেরি কিসের?' বলল মাসুদ রানা। 'সেরে ফেলছ না কেন কাজ?'

হাসল ক্যামিলি। চিকচিক করে উঠল তার ভেজা চোখ। 'রানা, মানুষকে পর্যবেক্ষণ করা আমার প্রিয় শখ। কোন পরিস্থিতিতে কে কি আচরণ করে, দেখার-বোঝার চেষ্টা করি আমি। এ মুহূর্তেও তাই করছি তোমাকে নিয়ে। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে কি প্রতিক্রিয়া হয় তোমার বোঝার চেষ্টা করছি।'

'তাহলে হতাশ হতেই হবে তোমাকে, ক্যামিলি। এ পরিস্থিতিতে আগে বহুবার পড়েছি আমি। বলতে পারো প্রতিক্রিয়া প্রুফ হয়ে গিয়েছি।'

'সে হয়তো প্রতিবার শেষ মুহূর্তে বেঁচে যেতে পারবে, এমন কোন আস্থা ছিল বলে। সে যাক, পিছিয়ে যাও। এক পা এক পা করে, ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াও।'

খানিক ইতস্তত করে পিছাতে শুরু করল মাসুদ রানা। কিছু করে বসার চিন্তা আগেই বাদ দিয়েছে ও। অটোমেটিক নাচাল ক্যামিলি। 'হয়েছে, দাঁড়াও ওখানেই।'

পায়ে পায়ে এগিয়ে এল মেয়েটি। এইমাত্র যেখানে ছিল মাসুদ রানা, সেখানে দাঁড়াল। তারপর তাকাল মৃত মার্টিনের দিকে। মাথা ঝাঁকাল। চোখ নামিয়ে তার কোলের ওপর পড়ে থাকা আলো জ্বলা মেটাল বক্সটা দেখল। চিন্তিত। ওর দু'চোখ আগের চেয়ে বেশি জ্বলজ্বল করছে, লক্ষ করল রানা। কেন?

'আরও আগে কেন এলে না?' বলল রানা। 'মার্টিন বেঁচে থাকতে? তাহলে নিশ্চই অনেক সুবিধে হত তোমার?' সময় ক্ষেপণের জন্যে বলল ও। মাথায় ঘুরছে আত্মরক্ষার চিন্তা। 'সে-ও নেই, স্বপনও অক্ষম, কি করে...

'অসুবিধেই বা কি এমন হলো?' বাঁ হাতে চোখ মুছল ক্যামিলি, একবারে একটা করে। নাক টানল।

'হয়নি? এখন ওটার বাকি কাজ শেষ করা সমস্যা হবে না?' ইঙ্গিতে মেটাল বক্সটা দেখাল রানা।

'মোটেই না। আমার টেকনিশিয়ানরা খুব সহজেই শেষ করে ফেলতে পারবে।' আবার নাক টানল মেয়েটি। 'ওরা এসব ভালই বোঝে।'

'কিন্তু তুমি জানো, এর ফলে কি ঘটবে। আমরা সবাই মারা যাব...

'সবার কথা বাদ দাও,' তীক্ষ্ণ গলায় প্রায় ধমকে উঠল ক্যামিলি। 'এ মুহূর্তে একমাত্র তুমি মরতে যাচ্ছ। কাজেই নিজের কথা ভাবো।'

পিস্তলটা বাঁ হাতে নিল মেয়েটি। তারপর টেবিল ল্যাম্পের পাশে রাখা জিনিসগুলো দেখল।

চোখ কোঁচকাল ক্যামিলি, টিপ টিপ করে মেলল-বুজল কয়েকবার।

নাক টানল জোরে। ব্যাপার কি? ভাবছে মাসুদ রানা, অমন করছে কেন মেয়েটা? কি হয়েছে?' আবার নাক টানল সে। 'বাই-পাস কন্ট্রোল কবজা করতে গিয়ে অনেক ভুগেছি আমি, রানা। অনেক ভুগেছি। তবু ভাল লাগছে যে সময়মত সামাল দেয়া গেছে।'

কিছু বলল না ও। চোখ কুঁচকে দেখছে মেয়েটিকে। মনে মনে কিছু একটা হিসেব মেলাতে চেষ্টা করছে যেন। 'তাই নাকি?'

জবাবে ফের চোখ কোঁচকাল সে। জোরে দম নিল। চোখ দেখে বোঝা গেল অস্বস্তি বোধ করছে ক্যামিলি। টেবিলের দিকে ভাল করে তাকাল, পরক্ষণে চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার। থাবা মেরে ইনহেলারটা তুলে নিল। 'ওহ্, অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, রানা, ডার্লিং! বড় বাঁচা বাঁচিয়েছ তুমি আমাকে।'

যেন কিছুই বোঝেনি, এমনভাবে তাকাল রানা। নজর যাতে সরে না যায় হঠাৎ করে, ক্যামিলি যাতে কিছু সন্দেহ করে না বসে, সে জন্যে চেহারা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখার মরিয়া চেষ্টা করতে লাগল। আশায়-উত্তেজনায় মৃদু কাঁপুনি উঠে গেছে দেহে। 'মানে?' ভেতরে ভেতরে ফেটে পড়ার অবস্থা ওর উল্লাসে।

'এটা নিয়ে এসেছিলে বলে তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি জানো না, আমি ড্রাগ অ্যাডিক্ট। আসার সময় নিজের ইনহেলারটা ফেলে রেখে এসেছি তাড়াহুড়োর মধ্যে। কিন্তু…কিন্তু রানা, এ জিনিস তোমার কাছে কেন? তুমিও কি…'

'হ্যাঁ, আমিও।'

'গুড় গড! আমি কখনও চিন্তাই করিনি,' বলেই ইনহেলারের মুখ খুলল মেয়েটি। তুলে বাঁ নাকে ঠেকাল ওটা। বিস্ফারিত চোখে ওকে দেখতে থাকল মাসুদ রানা। মাঝারি দম নিল ক্যামিলি, নাক দিয়ে টেনে নিল নিজের মরণ—বিষাক্ত সায়ানায়িড গ্যাস। ইনহেলার নাকের ডান

ছিদ্রে বসাল ক্যামিলি. কিন্তু দম নেয়ার সুযোগ পেল না। সায়ান্যায়িড তাকে সে সুযোগ দিল না।

প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেল ক্যামিলির দেহ, হাত থেকে পড়ে গেল ইনহেলার। অবিশ্বাস মাখা বিস্ফারিত চোখে রানাকে দেখল সে কয়েক মুহূর্ত। 'রানা! তু···তুমি···তুমি···!' চোখ উল্টে গেল ক্যামিলি হান্টের। দড়াম করে আছড়ে পড়ল সে। হাতের বেলজিয়াম ব্রাউনিং ছিটকে পড়ল দূরে। ইনহেলার তখনও মুঠোয় ধরা।

চেহারায় প্রচণ্ড ক্ষোভ, হতাশা আর অবিশ্বাস নিয়ে মারা গেল ক্যামিলি হান্ট। ধীর পায়ে ওর পাশে এসে বসল মাসুদ রানা। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল মেয়েটি অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে। তারপর মাথা দোলাল বিষণ্ণ ভঙ্গিতে।

আলতো করে ওর দু'চোখ বুজিয়ে দিল মাসুদ রানা। মৃতের সাথে কোন শত্রুতা নেই ওর। মৃতের অমর্যাদা করে না ও কখনও। সে যতবড় শত্রুই হোক না কেন।

সূর্য ডুবে যাচ্ছে। এরই মধ্যে সাগরের ওপারে অর্ধেক ডুবে গেছে তার। আজব কাণ্ড, সারাদিনে দেখা দেয়নি ওটা। দিল তো দিল একেবারে অন্তিম মুহূর্তে। বৃষ্টি নেই। থেমে গেছে। আকাশের মেঘ কেটে যাচ্ছে।

সূর্যাস্ত চিরকালই বিষণ্ণ করে তোলে মাসুদ রানাকে, কিন্তু আজকের এ বিষণ্ণতার কোন তুলনা হয় না। সাগর তীরে পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও; দু'হাত বুকে বাঁধা। ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে পায়ে। নিঃসঙ্গ এক স্যাণ্ড পাইপার এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে সৈকতে। হু-হু বাতাসে চুল, কোটের প্রান্ত উড়ছে মাসুদ রানার। একদৃষ্টে সূর্য দেখছে ও। নিজের ভেতরে নেই রানা, উদাস মনটা হারিয়ে গেছে কোথায় যেন।

মিনিট পাঁচেক আগে পৌঁছেছে হাবিব আর কার্কল্যাণ্ড। হেলিকপ্টার

নিয়ে এসেছে ওরা, সরাসরি ল্যাণ্ড করেছে বীচে। ওপর থেকে রানার গাড়ি সঠিক জায়গা স্পট্ করতে সাহায্য করেছে পাইলটকে।

স্বপন সাহার চিকিৎসার আয়োজনে কোন ত্রুটি ছিল না হাবিবের, প্রয়োজনীয় সবই এনেছে, কিন্তু কোন সুযোগ দিল না স্বপন। চলে গেল ফাঁকি দিয়ে।

কত ঝুঁকি মাথায় নিয়ে, কত কষ্ট করে তার সন্ধান বের করল রানা, ছুটে এল উদ্ধার করবে বলে, হলো না। শেষ মুহূর্তে চলে গেল সে। ঘুমের মধ্যে চিরবিদায় নিয়েছে স্বপন সাহা। শেষ পর্যন্ত রানার আশঙ্কাই সত্যি প্রমাণ হয়েছে। ডক্টর কার্কল্যাণ্ড জানিয়েছেন, মৃত্যুর দু'ঘণ্টা আগে হাই ডোজ পুশ করা হয়েছিল স্বপনকে। যার ধাক্কা সামাল দিতে পারেনি ওর দুর্বল হৃৎপিণ্ড।

আকাশ আগুনে কমলা রঙে রাঙিয়ে সাগরে তলিয়ে গেল সূর্য। কাঁপা কাঁপা এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রানার বুক চিরে।

'মাসুদ ভাই,' পিছন থেকে মৃদু কণ্ঠে ডাকল হাবিব।

'অ্যাঁ?'

'ডেডবডি তোলা হয়েছে কপ্টারে। চলুন।'

ঘুরে দাঁড়াল ও। 'চলো।'

অন্ধকারে দেখতে পায়নি হাবিব, পানি টলমল করছে ওর দু'চোখে দুই গালে পানির ধারা।

বন্ধুকে পেয়েও হারানোর শোকে কাঁদছে মাসুদ রানা।